শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীব্রহ্ম মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীরূপানুগ-
আচার্য্য-ভাস্কর

১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামি-

প্রভুপাদের পত্রাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীব্যাসপূজা বাসর
৫০৫-শ্রীগৌরাব্দ

ভিক্ষা ৬.০০ মাত্র।

প্রকাশক :—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য্য)

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ,

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফোন :—মায়াপুর-২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ ;

৭০বি, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা—৭০০০২৬

ফোন :—৪২-২১৬০

"প্রভুপাদের পত্রাবলী"

(২য় খণ্ড-প্রকাশনে)

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পর্য্যটক মহারাজের

অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' হইতে

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী পত্র

বিষয় **পত্রাঙ্ক**

বিষয় পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

সর্বোত্তম শুভানুধ্যায়ী গুরুপাদপদ্ম

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতযন্ত্র
প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১লা চৈত্র ১৩২১
১৫ই মার্চ ১৯১৫

নিয়মিতভাবে হরিনাম-গ্রহণ—স্বাধ্যায়—হরিসেবা—হরিসেবকের সৌজন্য, সৌশীল্য, অকপট্ সেবা-প্রবৃত্তি—বিষয়ে ঔদাসীন্য ও সেবায় উৎসাহ—নির্বিঘ্নে হরিনাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দান ও আশীর্বাদ।

সস্নেহবিজ্ঞাপন এই—

আপনার ৯।৩।১৫ তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আপনি এই স্থানে থাকিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবেন।

:: :: :: আপনার বিনয়-বিনম্র-ভক্ত্যুদ্দীপিত ভাষাবিশিষ্ট পত্রই আপনার মহৎ হৃদয়ের ও শ্রীহরিসেবার পরিচায়ক। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দীনচিত্ত ও অসমর্থ জনের প্রতি বিশেষ দয়াময়। আপনাদের সৌজন্য ও সৌশীল্য, ভগবানে ভক্তি ও বিষয়ে উদাসীন হইয়া হরিসেবা প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া অনেকে পরমানন্দিত হইয়াছেন। আমিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করি যে, দিন দিন আপনাদের হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হউক এবং আপনারা জগতে সর্বজনমান্য হইয়া ও নিজেদের উৎকর্ষ বিধান করিয়া নিরন্তর হরিভজন করুন। অত্রস্থ ভক্তগণ আপনাকে দণ্ডবৎ জানাইতেছেন। শ্রীভগবৎকৃপায় আপনি নির্বিঘ্নে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

শুভাকাঙ্ক্ষী অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—):-:(—

দীক্ষিতকে অর্চন ও ভজনোপদেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৬ বিষ্ণু ৪২৯ গৌরাব্দ
১৭ মার্চ ১৯১৫, ৩রা চৈত্র ১৩২১

গুরুমন্ত্র—গুরুধ্যান—তিলকমন্ত্র—শ্রীনাম-ভজন—স্বাধ্যায়—মন্ত্রজপ—ধ্যান—কৃষ্ণ-নাম-গ্রহণ।

:: :: ::

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি সর্বদা শ্রীহরিনাম নির্বন্ধসহকারে সংখ্যা রাখিয়া গ্রহণ করিবেন। গুরুমন্ত্র—:: :: ::। গুরুধ্যান—:: :: ::। তিলকমন্ত্র—:: ::।

প্রকাশ্যভাবে হরিমন্দির অঙ্কিত করিবার অসুবিধা ঘটিলে মন্ত্রদ্বারা মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু জানিবেন। **শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন।** "শ্রীহরিনাম-প্রভু" মুক্ত জীবগণের উপাস্য বস্তু। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি সাধুগ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। আদৌ গুরুপূজা, দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গপূজা, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণপূজার বিধান। পূজার নিয়ম ও বিধি পরে জানাইব। এখন কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। আপনার যেরূপ ধারণা আছে, পূজাকালে সেইভাবেই ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে নির্মলতা হইবে। **পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্যরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন।** :: :: :: শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমি ভাল আছি।

নিত্যাশীর্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নামকীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
১৬ই মে ১৯১৫

অনর্থপীড়া উপশান্তির ঔষধ—দুঃসঙ্গত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনামগ্রহণ—শ্রীনাম ও শ্রীনামী।

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু—

:: :: আপনার ২৮শে বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান্ :: :: :: র জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বড়ই চিন্তা হইয়াছিল। তাহার সংবাদ না পাইলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহার শ্রীহরিনামে আগ্রহ ও সেবা-প্রবৃত্তির অভাব হইয়াছে। এ সকলই আমার দুর্ভাগ্য। :: :: র ন্যায় মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের কোথায় দিন দিন নাম-ভজনের আদর্শ চরিত্র দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, দুঃখের বিষয়, তাহা না হইয়া শ্রীমান্ আজ চিত্তপীড়ায় কাতর, নাম-ভজনে উদাসীন! শ্রীমান্কে :: :: :: :: সঙ্গে লইয়া যদি এ সময় শ্রীমায়াপুরে আসেন, তাহা হইলে :: :: র চিত্তবিকার উপশম হইবে বলিয়া মনে করি। শ্রীমান্ :: ::র মাতার

শ্রী * * কে এতদ্দেশে পাঠাইবার নিতান্ত আপত্তি হইলে * * র সহিত * * ফিরিয়া যাইতেও পারেন, অথবা আরও কতিপয় দিবস এখানে বাস করিয়া চিত্তরোগের উপশম হইলে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন। আপনি শ্রীমান্ * * ও শ্রীমান্ * * কে এবং * * র মাতাকে এ বিষয় বুঝাইয়া বলিতে পারেন।

আপনি "প্রার্থনা," "শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা," "শ্রীউপদেশামৃত" এবং "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" বিশেষ যত্নপূর্বক সর্বদা পাঠ করিবেন। অন্য বিষয়ী বা অন্য সাধু লোকের সহিত হরিকথা আলোচনা করিবেন না। সকল সঙ্গ রহিত হইয়া সর্বদা নিরপরাধে সংখ্যাপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। **সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ** করিলে কোন বিষয়ীই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম-ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। **শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।** আমরা মহাপ্রভুর কৃপায় ভাল আছি।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—):-:(—

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণসুন্দর

জয় জয় গৌরঃ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১০ই শ্রাবণ, ১৩২২
২রা আগষ্ট ১৯১৫

সম্ভোগবিগ্রহ ও বিপ্রলম্ভবিগ্রহের লীলা-বৈশিষ্ট্য—গৌর-কৃষ্ণে উচ্চারণ-বিচার দোষাবহ, অপরাধ ও তত্ত্বান্ধতা—বৈষয়িক ক্লেশ-নিবৃত্তির উপায়।

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৫ই শ্রাবণের পত্র পাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আপনার বাটীর ঠিকানায় যে পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি তাহা এতক পাইয়া থাকিবেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হয়, তজ্জন্য ত্রুটী হইয়া থাকে। মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই, কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি—কৃষ্ণভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুল্য; সেজন্য গৌরকে ঔদার্য্যবিগ্রহ ও কৃষ্ণকে মাধুর্য্যবিগ্রহ বলা হয়। এই দুই বিগ্রহের কম-বেশী নাই, জানিবেন।

গৌরপাদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্তি পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণমিলিত তনুই গৌরবিগ্রহ, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহেন। একই জিনিষকে কম-বেশী মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-ভগবান্ শ্রীনামিভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। :: :: ::। ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু॥"—এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন। বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই করিতে পারিবে না।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
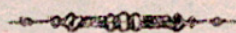
শ্রীনামভজন-প্রভাবে গৌরকৃষ্ণতত্ত্বোপলব্ধি

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২৬শে ভাদ্র ১৩২২
১২ই সেপ্টম্বর ১৯১৫

চতুর্মাস্যের নিয়ম—শ্রীনামভজন-প্রভাবে শুদ্ধতত্ত্বোপলব্ধি--নির্ব্বন্ধ-সহকারে সংখ্যানাম।

স্নেহাস্পদবিগ্রহেষু

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ইং ৯।৮।১৫ তারিখের পত্র এবং বাং ১৪।৫।২২ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা আপনার নিকট যথানিয়মে প্রেরিত হইবে বলিয়া দিলাম; ঐ পত্রিকা আপনি পাঠ করিবেন। শ্রী * * * র নিকটও ঐ পত্রিকা যথারীতি পাঠাইবার জন্য বলিব। চাতুর্মাস্যে আশ্বিন মাসে দুগ্ধ পরিত্যাজ্য এবং কার্ত্তিকে মাসকলাইর ডাল, পুঁইশাক, পান প্রভৃতি আমিষ--দ্রব্য ত্যাজ্য। হরিপরায়ণগণ কেহই অমেধ্য মৎস্যমাংসাদি কোন দিনই গ্রহণ করেন না। চাতুর্মাস্য-বিধানে নানাপ্রকার কঠোরতা আছে; সকলগুলিরই উদ্দেশ্য হরিসেবা সুষ্ঠুরূপে করা। ক্রমশঃ ঐ সকল কথা "সজ্জনতোষণী"তে

আলোচনা করিব। **শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধিপূর্ব্বক আদরসহ নামগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী গৌরকৃষ্ণ উভয়েই এক জানিতে পারা যায়।**

সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা, পরে গৌরপূজা ও তৎপর কৃষ্ণপূজা করিতে হয়। * * সংখ্যানাম নির্ব্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করিবেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ—একই বস্তু; সুতরাং এই দুইএর পার্থক্য নাই। যিনি গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। ক্রমশঃ ইঁহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় হইলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারাই কৃপা করিবেন। এখানে সকলেই ভাল আছেন। আপনাদের ভজনকুশল মধ্যে মধ্যে জানাইবেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার তুলনা নাই; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের পরিসীমা নাই। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণই ভক্তি

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৮ই কার্তিক ১৩২২
৪ঠা নভেম্বর ১৯১৫

গুরু ও ভগবানের কথার প্রভাব—ভক্তি কি ?—জপ-মালিকায় কৃষ্ণনামোচ্চারণ।

স্নেহবিগ্রহেষু :—

আমার বিজয়ার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ জানিবেন। 'সজ্জনতোষণী' বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিবেন। ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দুরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্ ও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরিসেবার নামই ভক্তি। **শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই 'ভক্তি' বলিয়া জানিতে পারিবেন।** শ্রীমান্ ম :: :: ও প্র :: :: :: বাটীতে ভাল আছেন, জানিলাম। জপের মালা মনে মনে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়া উহাতেই কৃষ্ণনাম করিবেন। আমি একপ্রকার আছি।

নিত্যাশীর্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সৎগৃহস্থের কর্তব্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২০শে ফাল্গুন ১৩২২
৩রা মার্চ ১৯১৬

গৃহস্থ-মাত্রেরই সাধুসঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণের জন্য সম্বৎসরে অন্ততঃ একবার শ্রীগৌরজন্মলীলা-ক্ষেত্রে আগমন করা অপরিহার্য্য কর্তব্য।

* * *

আপনার ১৩ই ফাল্গুনের পত্র পাইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় আপনি জন্মোৎসবে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলে শ্রীমহাপ্রভুই আপনাকে ফেরৎ যাইবার সময় বিশ্বাসী লোক করিয়া দিবেন,—ইহার আমার বিশ্বাস। শ্রীমান্ * * * * কলিকাতায় আসিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছে। সম্ভবতঃ উৎসব-কালে এখানে আসিবে। **বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত।** মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।

নিত্যাশীর্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিদ্ধপঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধভক্তি

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সাল
১০ই জুন ১৯১৬

নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণের উপদেশ—সদাশিব ও রুদ্র—বিদ্ধ-পঞ্চোপাসক শুদ্ধবৈষ্ণব নহে—বিদ্ধ সমন্বয়বাদী—স্বতন্ত্রদেবোপাসনা মায়াবাদ ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার সন্ততি—কিরূপভাবে দেবতাগণের সন্মান ও পূজা বিধেয়—বিদ্ধপঞ্চোপাসকের সঙ্গ দুঃসঙ্গ—পাঁচমিশালী ধর্ম্ম ভগবৎ-সেবা নহে।

* * *

আপনার ১লা বৈশাখের কার্ড এবং ১৯শে বৈশাখের পত্র যথাকালে পাইয়াছি। নানাপ্রকার গোলমালের জন্য যথাসময় পত্রের উত্তর লিখিতে সমর্থ হই নাই। * * * "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" বুঝিয়া পাঠ করিবেন এবং অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম করিবেন। "সদাশিব" অর্থে মহাবিষ্ণুর অবতার বুঝায়। রুদ্র ও সদাশিব ভেদ আছে। "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা" * * গ্রন্থ পড়িবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা পাঁচ প্রকার দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না। অবৈষ্ণবেরা ভগবানের সহিত অন্য দেবতাকে সমান জ্ঞান করেন, তজ্জন্য তাঁহারা

অবৈষ্ণব ও মায়াবাদী। ভগবান্ একমাত্র, কিন্তু দেবতা অনেকে। কালী, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে অবৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করেন, এজন্যই তাঁহারা অবৈষ্ণব। শ্রীগীতাই তাহার প্রমাণ। অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিলে অপরাধ হয়। :: :: :: যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব মনে করা অপরাধ। স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে অন্য দেব-দেবীর প্রণাম, পূজাদি করিতে নাই। **পরমেশ্বরের সেবক-বিচারে দেব-দেবীর নিত্যস্বরূপের সন্মান** দোষাবহ নহে। যাহারা অবৈষ্ণবগণকে 'বৈষ্ণব' বলে ও স্বতন্ত্র-বিচারে দেব-দেবীর উপাসনা করে, তাহাদের ঐকান্তিকতা ও অনন্যতা না থাকায় তাহারা ভক্ত হইতে পারে না। আপনি ঐ প্রকার দুঃসঙ্গ মনে মনে ছাড়িয়া "উপদেশামৃত" পাঠ করুন, কৃষ্ণ অবশ্যই আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। যাহারা **'পাঁচমিশাল ধর্ম'** যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

— :০: —

সংসার-মুক্তির উপায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৯ই ভাদ্র ১৩২৩
২৫শে আগষ্ট ১৯১৬

হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই সংসারনাশিনী--অনুক্ষণ হরিনাম-গ্রহণ--ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য ঐকান্তিকতা—পরম দয়ালু ভগবান্।

আপনার ৭ই আষাঢ় ও ২৮শে আষাঢ় তারিখের দুইখানি পত্র পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে উত্তর দিতে পারি নাই। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে কৃষ্ণনগরে আছি। গতকল্য শ্রীমান ম * * এখানে আসিয়াছে, অদ্য কলিকাতা ফিরিবে। তাহার মানসিক অবস্থা ভাল নয়। **সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে।** শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। "উপদেশামৃত", "চরিতামৃত" প্রভৃতি সর্ব্বদা পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিবেন। ভগবান্ পরম দয়ালু, অবশ্যই কোন-না- কোনদিন তাঁহার দয়া হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অপরাধীর দুর্গতি ও সাধুর স্বভাব

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
২৫শে আশ্বিন ১৩২৩
১১ই অক্টোবর ১৯১৬

অপরাধ-ফলে ব্যক্তিবিশেষের পতনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া মঙ্গলকামী সাধকের হরিসেবা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে—পতিত জীবেরও জন্মান্তরে কল্যাণ সম্ভাবনা—লোক-নিন্দা-ভয়ে হরিভজন পরিত্যাগ করা আত্মবঞ্চিত হইবার চেষ্টা মাত্র—যত্নের সহিত সর্বদা হরিনাম গ্রহণ করা কর্তব্য।

:: :: ::

আপনার ২১শে আশ্বিন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জানিবেন। সময়াভাবে আমি অনেক সময় যথাকালে পত্রোত্তর লিখিতে পারি না, বিলম্ব হইয়া যায়। সে সকল ত্রুটী কৃষ্ণ ক্ষমা করেন। শ্রীমান্ :: :: :: কে আর আপনারা 'ব্রহ্মচারী' লিখিবেন না। :: :: :: অধঃপতিত হইয়াছে। :: :: :: শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইলে স্বতন্ত্র জীবের এই দুর্গতি হয়। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন। অপরাধশূন্য হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন। আপনাদের আদর্শ

জীবন দেখিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হউন। ম :: :: :: **সয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না।** জন্ম-জন্মান্তরে ম—র কল্যাণ হইবে। ইহজন্মে তাহার আর কিছু সুবিধা দেখিতেছি না। সে আমাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার দুর্ভাগ্য দেখিয়া আপনারা ভীত হইবেন না। ম—র কথা লইয়া অজ্ঞলোক আমাদিগকে নিন্দা করিবে জানি। আশা করি, আপনি সমস্ত সয়তানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভয়ে শ্রীশ্রীহরিনাম করিতেছেন। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত সর্বদা হরিনাম করিবেন। অত্রস্থ কুশল, ভক্তগণকে দণ্ডবৎ জানাইবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

গয়াশ্রাদ্ধাদি কর্মকাণ্ড ও হরিসেবা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর
২রা পৌষ ১৩২৩, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯১৬

মায়াবাদী বৈষয়িক শাক্ত ও কর্মিগণের সঙ্গ দুঃসঙ্গ—বৈষ্ণবের ঊর্ধতন ও অধস্তন পুরুষগণের মঙ্গল-লাভ—ভগবদ্ভক্তের কামনা-মূলক পিতৃশ্রাদ্ধ বা গয়াশ্রাদ্ধাদির কোনই আবশ্যকতা নাই—শ্রীনামের নিকট অকপট-প্রার্থনা-ফলে তৎকৃপা লাভ।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১৩ই কার্তিক ও ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের দুইখানা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। ঃঃ ঃঃ ঃঃ র নিকট আপনাদের পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই। **মায়াবাদীর সঙ্গ, বৈষয়িক শাক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গ এবং কর্মিগণের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন।** যে বংশে ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্বপুরুষগণের বিশেষ মঙ্গল হয় এবং তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়া যান। সেই পিতৃ-পুরুষদের জন্য কোনও কামনা করিতে হয় না। **গয়ায় কর্মময় ভোগ্য বুদ্ধিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিবার দরকার নাই।** "বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ" প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক-দ্বারা তাদৃশ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিরস্ত হইয়াছে। আপনারা ঐ সকল বৃহৎ ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না। শ্রীপত্রিকা কএক দিবস প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। ঃঃ ঃঃ শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা করিবেন, তাহাতেই নামের দয়া হইবে। এখানকার ভক্তগণ ভাল আছেন। মধ্যে মধ্যে আপনাদের ভজনকুশল জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধুসঙ্গে নাম-গ্রহণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস, কৃষ্ণনগর
২রা জানুয়ারী, ১৯১৮
১৮ই পৌষ, ১৩২৪

'স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান্'—দুঃসঙ্গ বর্জন-পূর্বক নিরপরাধে নাম-গ্রহণ—অনুক্ষণ শ্রীচরিতামৃত পাঠের আবশ্যকতা—ব্রজপত্তনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা-প্রচারর সঙ্কল্প।

:: :: ::

আপনার ২।৩ খানা পত্র পূর্বে পাইয়াছি। পত্র-লিখিবার লোকের অভাব এবং নিজে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রের উত্তর লেখা হয় নাই। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসহস্রনাম" পাঠান হয় নাই; যাহা হউক, অদ্য পাঠাইলাম। শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। শুনিয়াছি, :: :: :: কলিকাতা আসিয়াছে। ম—:: :: :: শীঘ্র দেশে যাত্রা করিবে। প্রাক্তন কর্মফলে ম :: :: :: র রে দুর্গতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। "স্বকর্মফলভুক্ পুমান্"; সুতরাং জন্ম-জন্মান্তরে তাহার মঙ্গল হইবে। :: :: :: দুঃসঙ্গ মনে মনে পরিবর্জন করিয়া নিরপরাধে ভগবন্নাম গ্রহণ করিবেন। সর্বদা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। অত্রস্থ কুশল। শ্রীব্রজপত্তনে শীঘ্রই শ্রীমূর্তি-সেবা প্রচার হইবে, স্থির হইয়াছে। ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অনর্থযুক্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন ও প্রকৃত ভজন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

সারস্বত চতুষ্পাঠী
১৮১, মানিকতলা ষ্ট্রীট্,
বিডনস্কোয়ার, কলিকাতা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২৪
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮

কৃষ্ণভক্তসঙ্গ—পারমার্থিক গুরু ও উপদেষ্টার যোগ্য কে?—হরি-বিমুখতা কি?—দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণলাভ হয় না—ভক্তের ব্যবহারিক ক্লেশ—কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই জীবের কর্তব্য।

:: :: ::

আপনার ১২ই ফাল্গুনের কৃপা-পত্র অদ্য এখানে পাইলাম। আমি গত সপ্তাহে এখানে আসিয়াছি। :: :: বিমুখ জগতে নৈরাশ্যে কৃষ্ণের দয়ায় আমি স্নিগ্ধ হইতেছি।

কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নয়। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গই মঙ্গলময়, উপাদেয় ও নিত্য। দুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুর দ্বারা আমাদের সত্য-সত্যই অমঙ্গল হয়। সেইজন্য আপনি, যাহা 'কৃষ্ণ' নহে, অথবা যাহা 'কৃষ্ণভক্তি' নহে—এরূপ বিষয়ের আদর

করিবেন না। স্বপ্ন অমূলক, নিজ-চিন্তার ভোগময় পরিচয় মাত্র ; তাহা পূর্ব দুঃসঙ্গের ফল। সুতরাং সে-কথা হৃদয় হইতে ছাড়িয়া দিবেন। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" যিনি আপনার দৃশ্যমান্ জগতের ভোক্তাভিমান নষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি কিরূপে মনকে ত্রাণ করিবেন? আমার অনুরোধ এই যে, **যিনি এই জাগতিক ভোগের নাগপাশে বদ্ধ, তাঁহার সহিত পারলৌকিক (?) আলোচনা বা অনুশীলন করিলে বিষয় স্পর্শ করে।** প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিজ-রচিত এই শ্লোকটি যেন সর্বদা মনে করেন,— "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িনাং অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" বিদ্ধ শাক্ত বন্ধুসহ অত্র বিষয়ক আলোচনা—দুঃসঙ্গের প্রশ্রয়দান। সুতরাং ফলরূপে নিদ্রাকালে দুঃসঙ্গ-জন্য কৃষ্ণবিমুখতাই লভ্য। **সংসার বা হরিবিমুখতাকে আপনি এখনও সন্মান করেন, গুরু-গৌরবে ভূষিত করেন, ইহাই আপনার বা আমার হরিবৈমুখ্য।** তাহা ছাড়িয়া সাধুবাক্যের আদর করিবেন, তাহা হইলেই হৃদয়ের অন্তরস্থ বিষয়-ভোগবাসনা ছিন্ন হইবে। যে-কাল-পর্য্যন্ত আপনি ফলভোগী কর্মীর ন্যায় আপনাকে জড়ীয় সাংসারিক ভিক্ষুক মনে করিয়া কৃষ্ণেতর বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকিবেন, সে-কাল-পর্য্যন্ত পার্থিব বিচার ও ভোগের অভিমান-সমূহ আপনাকে ক্লেশ দিবে। নিরপরাধে হরিনাম করিতে থাকিলে পূর্বজন্মেই কর্মভোগময়ী দীক্ষা প্রভৃতির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, জানিবেন।

দীক্ষা-ফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। আপনি কর্মবদ্ধমুক্ত হরিদাস। আবার দীক্ষা প্রভৃতি বাহ্যকর্ম-প্রবৃত্তি কি জন্য? আপনি

কি একবারও হরিনাম করেন নাই যে, পুনরায় প্রাথমিক প্রারম্ভগুলি-দ্বারা কর্ম নিরসন করিতে গিয়া আপনার পুনরায় কর্মভোগ-প্রবৃত্তি? জীব মূঢ় থাকা-কালেই কর্ম-প্রবৃত্তির উদয় বা নিজকে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বোধ এবং ধনী হইবার জন্য পুনরায় ভোগমূলা প্রবৃত্তির আবাহন করে। মুক্ত হরিদাসগণ হরিনাম করেন। বদ্ধজীবগণ হরিদাস্য বুঝিতে না পারায় elevationist হইয়া সাম্প্রদায়িকতার আবাহন করেন। উহাতে আপনার ন্যায় নামপরায়ণ ব্যক্তি কি জন্য ব্যস্ত? "দুঃসঙ্গ **হইতে কৃষ্ণলাভ হয় না।** দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে।" —একথা মনে রাখিবেন। আমার অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

:: ::শ্রীতোষণীর "দুঃসঙ্গ" প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি আপনি যাঁহাকে লেখক অনুমান করিয়াছেন, তিনি নিজেই লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা চিরদিনই কঠোর। আপনারা সুললিত ভাষায় তাঁহার কঠোরতার অভাব পূরণ করিয়া সমাজের কল্যাণ বিহিত করুন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে অনুশীলন-প্রভাবে ঐ প্রকার নিত্যবৃত্তি আপনারও হইবে, তখন ভাষার কঠিনতা কোমলতায় পরিণত হইয়াছে, দৃষ্ট হইবে।

বিষয়-সমূহ অবৈষ্ণবের নিকট যে-ভাবে গৃহীত হয়, আপনি দৃশ্যমান্ জাগতিক বিষয়গুলিকে সে-ভাবে দর্শন করেন কেন? বিষয়গুলি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্বন্ধিত করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে উহা আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আবার **ভক্তের বৈষয়িক ক্লেশ বা সুখকে জড়ক্লেশ বা জড়সুখ মনে করিলেও সত্য-দৃষ্টিতে দেখা হইবে না।** প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ জড়ময় বিশ্বাসে হরিসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিকে 'বিষয়' জ্ঞান করিলে আসক্তি প্রবল হইয়া জড়সুখেই পরিণত হইবে। জড়সুখ কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম নহে। কৃষ্ণলীলা মায়িক নহে, উহা

বৈকুণ্ঠবস্তু অর্থাৎ আপনার লৌকিক বিচারের অন্তর্গত জিনিষ নহে। সর্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবন-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া সময় যাপন করিবেন।

জড়জগতে দ্রষ্টা, বিচারক, ভোক্তা, জ্ঞাতা প্রভৃতি অভিমান-সকল প্রবল থাকিলে হরিসম্বন্ধি-চেষ্টাগুলিও মায়িক অর্থাৎ অপর বস্তুর ন্যায় মনে হয়। বৈষ্ণবের অনুগমনে দৃশ্য জগৎকে আপনি হরিভাবময় অর্থাৎ হরিসেবোন্মুখ মনে করিবেন। আপনার শরীর, বাক্য ও মনও সর্বদা হরিসেবারত জানিবেন। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই কর্তব্য। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তাঁহার সেবকগণ প্রাপঞ্চিক জড়বিষয় নহেন। তাঁহারা আপনার লৌকিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বশীভূত নহেন। সেবার উন্মুখতা হইলে স্বীয় সেবাভিমানরূপ অস্মিতার ইন্দ্রিয়ে সেব্য-বিষয়রূপে কৃষ্ণ ও ভক্তগণই পরিদৃষ্ট হন। আশা করি, আপনি ভাল আছেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস

অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভগবৎ পরীক্ষা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

কৃষ্ণনগর, রবিবার

২৭শে ফাল্গুন ১৩২৪, ১১ই মার্চ ১৯১৮

ভগবৎসেবানুমুখগণকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখা ভগবানের পরীক্ষার কার্য্য--নিষ্কপট হরি-গুরু-পদাশ্রিতগণ বিপথগমনকারিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না—প্রকৃত অর্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট শ্রীচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ-অধ্যয়ন বিধেয়।

:: :: ::

আপনার গত কল্যের কার্ড পাইলাম। আপনি বনগ্রাম পৌঁছিয়াছেন জানিতে পারিলাম। শ্রীমান্ প :: :: :: আজ ২।৩ দিন হইল কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলে আমি শ্রীমায়াপুরে যাইব, স্থির আছে। :: :: ::। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রীগৌরহরি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক অন্তর্যামী হইয়া নিত্যসত্য জীবের হৃদয়ে জানাইয়াছেন। যাঁহারা নিষ্কপটে হরি-গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন দিনই বিপথে গমনকারিগণের ভ্রমময় বাক্যে শ্রদ্ধা উদিত হয় না। দুর্ভাগ্যজীব কপটবাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত হয়; আপনাদের তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। সর্ব্বদা "শ্রীচরিতামৃত" পড়িবেন এবং প্রকৃত অর্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট তাহার নিষ্কপট ব্যাখ্যা শুনিবেন। :: :: :: ভরসা মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিকীর্ত্তনই মূল

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর

২৩শে চৈত্র, ১৩২৪

৬ই এপ্রিল, ১৯১৮

বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হরিনামের সেবাতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ—নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণ কর্ত্তব্য।

:: :: ::

আপনার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। আমি উৎসবকালে নানাপ্রকারে ব্যস্ত ছিলাম। সর্ব্বদা হরিকথা বলিতাম ও শুনিতাম। আপনিও শুনিতে পারিতেন। যদি কোন কথা বলিবার আবশ্যক ছিল, তাহা হইলে লোকভিড় কম হইলে জানাইতে পারিতেন। আমি কাহারও উপর কখনও বিরক্ত হই না; আপনার উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। আপনি ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, আমি নিষেধ করি নাই—যেহেতু আপনার দরকার থাকিতে পারে। আপনারা অর্থব্যয় ও নানা ক্লেশ করিয়া আছেন, সেবিষয় আমার প্রতিবাদ নাই। বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরিনামের সেবা করিবেন, তাহা হইলে সকল সার্থক হইবে। আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করিবেন,—যাহাতে আমরা নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারি।

নিত্যাশীর্বাদক অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পরচর্চা পরিত্যাজ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫
২রা জুন, ১৯১৮

নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম গ্রহণ—বহির্মুখ লোকের আলোচনা বর্জনীয়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ-অধ্যয়ন আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ৯ই জৈষ্ঠ তারিখের পত্র পাইলাম। দৌলতপুরে ১২ দিন ছিলাম। বি :: :: তথায় আসিতে পারে নাই। আমি এখান হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় গিয়া তথায় ৩।৪ দিন থাকিয়া শ্রীধাম পুরী রওয়ানা হইব। বাজে-সম্প্রদায়ের লোকের আলোচনা না করাই ভাল। ন :: :: বাবু পুরী যাইতেছেন, বোধ করি স্ব :: :: জানিতে পারিবেন। স্নানযাত্রার পূর্বে কতিপয় ভক্তমহিলা পুরী যাত্রা করিবেন। :: :: :: আপনি নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম করিতে থাকুন এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রার্থনা', 'কল্যাণকল্পতরু' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পড়িতে থাকুন। ইহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে।

নিত্যাশীর্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধুসঙ্গে গৌরপদাঙ্কিত ভূমি বিচরণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

ভক্তিকুটী, পুরী
২৬শে আষাঢ়, ১৩২৫
১০ই জুলাই, ১৯১৮

ভক্তসঙ্গে সংসারের তুচ্ছত্ব-উপলব্ধি-বিষয়ে শিক্ষা-দান ও সজ্জন-সঙ্গে ভজন-কামনা—জীব স্বকর্মফলভোগী—আচার্য্যের ভগবদ্ধাম ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শন।

কল্যাণীয়বরাস্থ—

কএকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া গেল। সুতরাং এখান হইতে দুইএক দিনের মধ্যেই আমাদের যাওয়া হইবে। অনেক দিন নানাপ্রকার ভক্তের সহিত বাস হইল। সুতরাং সংসারের তুচ্ছত্ব ক্রমশঃই উপলব্ধি হইতেছে। আপনারা সকলে কৃপা করিয়া আমাকে সজ্জন-সঙ্গে ভজনের শক্তি প্রদান করুন এবং নিজে নিজে নিজ গৃহে থাকিয়া নির্বিঘ্নে হরিভজন করুন। * * * কর্তৃক আপনি নির্য্যাতিত হইতেছেন শুনা যায়। "স্বকর্মফলভুক্ পুমান্"—এই কথা জানিয়া আমরা নিরপেক্ষ থাকি। এবার শ্রীপুরুষোত্তমের নানাস্থান, সাক্ষিগোপাল ও আলালনাথ দর্শন করিয়াছি। পথে রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন হইয়াছে। আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি, আপনি নিরপরাধে হরিনাম করিতেছেন।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দুঃসঙ্গ কি কি?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

কৃষ্ণনগর

২০শে ভাদ্র, ১৩২৫

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

স্বাধ্যায়—বহির্মুখের কথা আলোচনা বর্জন—কৃষ্ণনাম-গ্রহণে সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গ দূর—মায়াবাদী ও দুশ্চরিত্র লোকের বৈষ্ণবাভিমান—অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও নিঃসঙ্গে (সাধুসঙ্গে) হরিনাম-গ্রহণোপদেশ।

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৫ই ভাদ্র তারিখের একখানা স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীপুরুষোত্তম হইতে কলিকাতা ও কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে গিয়াছিলাম। * * * * "শ্রীসজ্জনতোষণী" পত্রিকা বিশেষ যত্নের সহিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে। * * * বহির্মুখের কথা আর আলোচনা না করাই উচিত। **কৃষ্ণনাম করিলে সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভুত হইবে।** উহারা (দুঃসঙ্গ-সমূহ)—**মায়াবাদী, কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী।** দিন দিন মায়াবাদিগণ আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। **পূর্বে কতকগুলি মূর্খ ছোটলোক, দুশ্চরিত্র লোক আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিত, এক্ষণে গোটাকতক মায়াবাদী নিজেদের 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করিতেছে!** শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে ঐ সকল মায়াবাদীকে তাড়াইয়া দিয়া নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)

জীবের গৃহব্রতবুদ্ধি ও আচার্য্যের উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড, কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩২৮
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২২

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিমুখ জনগণই যমদণ্ডার্হ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ও আচারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তি বা সমাজের কথা ও ধারণার মূল্য নাই—জীবের নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য—সত্যধর্ম নিত্যকাল অপ্রতিহত—ত্রিদণ্ডি-যতির চরিত্র ও মাহাত্ম্য—সন্ন্যাস-দাতা ও সন্ন্যাসগ্রহণকারীর কৃত্য—সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহব্রতগণের চরিত্র—ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকটই "পিতা স্বর্গঃ" শ্লোকের সার্থকতা—গৃহ-ব্রতগণ চতুর্থাশ্রমের কথা বুঝিতে অসমর্থ—সন্ন্যাস-গ্রহণের কাল-বিচার—গৃহব্রতগণের প্রকৃত মঙ্গলোপদেশ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ—ত্রিদণ্ড-গ্রহণ জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য-সাপেক্ষ—সত্যবস্তু পরমেশ্বরে ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল নাই।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আপনার ১৭ই পৌষ তারিখের পত্র-পাঠে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। * * * * আমরা সকলের পত্রেরই সদুত্তর দিয়া থাকি, তবে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ভক্তিবিমুখজনের সম্ভাষণে মৌন থাকা শাস্ত্র-শাসন জানিয়া মাঝে মাঝে তাদৃশ আচরণ করিতে বাধ্য হই।

কর্ম্মমিশ্রা বনাম কেবলা ভক্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারিভ্যো নমঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ

১৯শে আষাঢ়, ১৩২৬

৪ঠা জুলাই, ১৯১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রপঞ্চাগমনের কাল--মহাপ্রভু কেবল যুগাবতার নহেন—"কাম কৃষ্ণকর্মার্পণে"—এই বাক্যের ও "যৎকরোষি" শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য—জীব কর্ম-ফলভোগভোক্তা—অখিল কাম হরিসেবায় পর্যবসিত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১২ই আষাঢ়ের পত্র পাইলাম। আমি যশোহর, খুলনা, লোহাগড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীনাম-প্রচারে গিয়াছিলাম। সঙ্গে ১০।১৫জন ছিলেন। কলিকাতার আসনে ভক্তগণ ব্যতীত আরও কএকজন ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব ও কৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয়ের মহোৎসবও শেষ হইয়াছে। আমি এখানে আরও ৪।৫ দিন থাকিব ও পরে কলিকাতা যাইতে পারি। :: :: :: প্রত্যেক কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে আসেন না। অষ্টাবিংশযুগের কলিতে আসেন। তিনি কেবল যুগাবতার নহেন। "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"র পাঠ—"কাম কৃষ্ণকর্মার্পণে" ঠিক। অর্থাৎ কামনা কৃষ্ণকর্মার্পণে নিযুক্ত করাই অভিপ্রেত। **"যৎকরোষি" প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্ম-মিশ্রাভক্তি; উহা "কাম কৃষ্ণকর্মার্পণে"র সহিত এক নহে** কর্মের ফল-ভোক্তা—জীব, আর অখিলকর্মচেষ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি। আমরা ভাল আছি।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন
কলিকাতা
৮ই ফাল্গুন, ১৩২৬
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০

চারিদিনে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা--পরিক্রমায় যোগদানের জন্য সকলকে আহ্বান—শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব—পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের জন্য আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমায়াপুর হইতে আগামী ১৭ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার মহাসমারোহে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আয়োজন হইতেছে। রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ—এই চারিদিনে শ্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। একশত মৃদঙ্গ-সহ পাঁচসহস্র ভক্ত শ্রীধাম পরিক্রমা করিবেন। আপনি আপনার পরিচিত যাবতীয় ভক্তিমান, ধর্মপরায়ণ বন্ধু-বান্ধব-সহ এই পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। ১৬ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীমায়াপুর উপস্থিত হইলে ১৭ই তারিখ হইতে পরিক্রমা-কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে।

আপনি যাহাতে কএকখানি খোল-করতাল, রামশৃঙ্গ, নিশান ও কএকজন ভক্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। আপনার আগমন-সংবাদ ১৬ই ফাল্গুনের পূর্ব্বেই আমার নিকট জানাইবেন। ১৭ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব হইবে, স্থির হইয়াছে। ওখানকার সদাশয় বদান্যবর্গের নিকট হইতে যাহাতে কছু দ্রব্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তাহাই করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৃহস্থমাত্রেরই অর্চনে আদর ও অর্চানুশীলনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭
২০শে মে, ১৯২০

গৃহস্থমাত্রেরই বিশেষতঃ কদর্য্যচরিত্র ও বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চন একান্ত কর্তব্য—সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত একান্তভাবে শ্রীনামাশ্রয়কারী গৃহস্থগণ কর্তৃক অর্চনকারীদের প্রতিও আদর প্রদর্শন—অর্থ বাঁচাইবার জন্য অর্চন না করিলে গৃহস্থগণের বিত্তশাঠ্য-দোষ হয়।

কল্যাণীয়বরাসু—

গতকল্য আপনার ১৩ ত্রিবিক্রম তারিখের পত্র পাইয়াছি। শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, শ্রীমান্ :: :: :: আমাদিগকে ও শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন পরিত্যাগ করিয়া না জানাইয়া :: :: :: গত পরশ্ব মঙ্গলবার ২টার গাড়ীতে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছেন। :: :: :: সম্প্রতি ফরিদপুর জেলায় বহরমগঞ্জ গ্রামে :: :: :: :: আমাদের নাম প্রচারে যাইবার কথা আছে। শরীর ও মন বড়ই অপটু। যাইতে পারিব কি না, বুঝিতেছি না।

শ্রীমূর্ত্তির অর্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্তব্য ; **তবে যে সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চনকারীদিগকেও আদর করেন।** যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য দোষ হয়। **কদর্য্যচরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চন বিশেষ আবশ্যক।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

নাম-গ্রহণ ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবনের কৃত্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ
১৮ই চৈত্র, ১৩২৫
১লা এপ্রিল, ১৯১৯

শ্রীহরিনাম-গ্রহণে পরম মঙ্গল-লাভ—মনোযোগের সহিত ভক্তিগ্রন্থ-লোচনা ও তাৎপর্যোপলব্ধি—পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার বাটী-পৌঁছানবার্তা পাইয়াছি। আমি এখনও এখানে আছি। বোধ করি, মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের দিকে শ্রীনাম-প্রচারার্থ সত্বরই যাইব। শ্রীযুত কুঞ্জ বাবু আপনাদিগকে যত্ন করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনারা সর্বদা ঘরে বসিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করুন, তাহাতেই পরম মঙ্গল হইবে। অত্র পত্রে শ্রীমান্ বিনোদবিহারী আমার আশীর্বাদ জানিবে। অবকাশ মত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" ভাল করিয়া তোমার পিশিমাতার নিকট আলোচনা করিবে। **"শ্রীসজ্জনতোষণী" পড়িয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে।** এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীর নিকট পুষ্করিণীর খনন হইতেছে। তোমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণভক্তির কথা কম হইলেও তোমরা সকলে তাহা আলোচনা করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমাদের ভজন-কুশল জানাইবে। "জৈবধর্ম" ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িবে। * * *।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আপনার প্রার্থনা যে, শ্রী :: :: :: :: জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ হরিভজন-পরায়ণ না হইয়া অবৈষ্ণব-ধর্মের অনুসরণে নরকের পথ গৃহে চিরদিন আবদ্ধ থাকেন! আপনি পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী; শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই জানেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

অর্থাৎ যে-কালে অজামিলকে আনিতে গিয়া যমদুতগণ বিফল-মনোরথ হইয়া তাহাদিগের প্রভু যমরাজের নিকট বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেইকালে দুতগণকে যম যে শ্রেণীর লোক-দিগকে তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে আনিতে হইবে, তদুপদেশ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছিলেন,—যাহারা নরকের পথ গৃহে সর্ব্বদা আকৃষ্ট, যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের সঙ্গ করে না—যাহারা মুকুন্দপাদপদ্মমধুরূপ রসপান হইতে বিরত, তাহাদিগকেই আমার নিকট দণ্ডের জন্য আনয়ন করিবে। সুতরাং আপনার প্রার্থনানুসারে শ্রী……কে যমদ্বারে প্রেরিত করিয়া দণ্ডিত হইবার সাহায্য করা আমাদের সমীচীন বোধ হয় নাই। আমরা সাতিশয় স্নেহভরে শ্রী…… …র নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া আপনাদের ন্যায় বিচারের অনুগমন করিতে পারি নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ও আচারের পুনঃ সংস্থাপনের প্রতি যাঁহারা বা যে সমাজ বীতশ্রদ্ধ হন, তাঁহাদিগের কথা ও বিশ্বাসের অধিক মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ধারণা এই যে, অনতিবিলম্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত একমাত্র সত্যকথার আদর করিতে গিয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বেদের একমাত্র পতিপাদ্য জীবের নিত্যধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম

বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সমগ্র জগৎ অন্যায়পূর্ব্বক ভগবানের বিদ্বেষ করিলেও সত্যধর্ম অপ্রতিহত থাকিবে। তাহাতে শ্রীচৈতন্য-মঠের কোনও প্রকার হানি হইবে না। সমগ্র পার্থিব বা পাশব-বল প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেও ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু কোনও প্রকারে বিচলিত হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের কোনও সন্দেহ থাকিলে আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারেন এবং ত্রিদণ্ডি-নির্য্যাতনের অসৎচেষ্টাসমূহ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন। ত্রিদণ্ডি-বিদ্বেষী 'পাষণ্ডী' হিন্দুসমাজ যতই কেননা ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করুন, ত্রিদণ্ডিগণ ঐ প্রকারে নির্য্যাতিত হন না। যেহেতু তাঁহারা নির্য্যাতনকারীকে সমানবুদ্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার করেন না। বিদ্বেষিগণ যতই কেননা দৌরাত্ম্য করুন, ত্রিদণ্ডী নীরবে সকল সহ্য করিবেন। এই ত্রিদণ্ডীর ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া অধুনা অনেকেই অকাতরে নানাপ্রকার যাতনা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

শুনিয়াছি, আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের * * * উত্তীর্ণ ইংরেজী শিক্ষিত ; সুতরাং ভাবতের ইতিহাস ন্যূনাধিক অবগত আছেন। ত্রিদণ্ডী শিক্ষিত ; সুতরাং ভারতের ইতিহাস ন্যূনাধিক অবগত আছেন। ত্রিদণ্ডী যতি শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন বৈষ্ণব বিদ্বেষী হিন্দু-সমাজের দুর্গ হইতে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পুনরায় আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার পুত্রাভিমানী মহাপুরুষ সেই মহোত্তম কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে বাধা দিবেন না। **আপনি আপনার অভীষ্টদেবের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামীর উত্তরোত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জয় প্রার্থনা করুন। তাঁহাকে বান্তাশী বা বমন-ভোজী করাইবার জন্য প্রয়াস করিবেন না। ইহাই কাঙ্গালের প্রার্থনা।** ভগবান্ আপনাকে আরও * * * যোগ্য পুত্র দিয়াছেন, সুতরাং একটী পুত্র

আপনাদের সাত পুরুষ উদ্ধার করিবার জন্য যে পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোনও কারণমূলে আপনি কণ্টকিত করিবেন না! শত পুরুষের সন্তানোৎপত্তি আজ সফল হইয়াছে; যেহেতু আপনাদের বংশে এইরূপ একটী রত্ন 'মহাপুরুষ'-শব্দবাচ্য হইলেন। আপনি পণ্ডিত, সুতরাং অবশ্যই জানেন যে, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বে যে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই,—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেৎ উপবাসেন শুদ্ধতি ॥

অর্থাৎ আপনি পিতা, আপনিও আপনার পুত্র ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার করিবেন, না করিলে একদিবস উপবাস-দ্বারা আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান ক্ষেত্রে আপনি সেই ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। * * * * আমরা আশা করি, এমন দিন আসিবে—যে দিন আপনাদের দেশের সকল লোক ত্রিদণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। **অমঙ্গলময় সংসার মঙ্গলময় ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাঁহার চরণই সেই ক্লেশময় সংসারের চরম পীঠ**; সুতরাং দয়া করিয়া ত্রিদণ্ডী-বৈষ্ণব-গণের বিরুদ্ধে জগৎকে চেষ্টান্বিত করিবেন না। :: :: :: :: এই দয়া যে-দিন :: :: :: :: বাসিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, সে-দিন তাহারা নিজ-নিজ নরক-প্রাপক অধর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক ত্রিদণ্ডী হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক বয়সে আপনার 'কোমলমতি' সন্তান ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিরাশ্রয়া, পুত্রশোক-কাতরা, পরমবৃদ্ধা, একমাত্র পুত্রকা, কপর্দ্দকরহিতা, অনাথা জননীদেবীকে গৃহে নিজ-

প্রাপ্তবয়স্কা, রোরুদ্যমানা পত্নীর নিরন্তর অশ্রুজল দর্শন করিবার সাক্ষিস্বরূপে রাখিয়াই দণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। আপনার কোমলমতি সন্তানের সেরূপ দৌরাত্ম্য নাই। **তিনি আপনার ন্যায় উপার্জনক্ষম শাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মবীরের নিকট স্বীয় জননী ও তাঁহার সেবিকাকে মাতৃদেবীর সেবা করিবার জন্য রাখিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।** শ্রীগৌরসুন্দর গৃহ পরিত্যাগ করিবার কালে তাঁহার একটী ভ্রাতা, কোনও পুরুষ অভিভাবক বা প্রতিপালনকারী কাহাকেও রাখিয়া আসে নাই। কিন্তু :: :: :: তাঁহার জননীকে, জনক-সদৃশ পিতা আপনাকে, রামচন্দ্রসদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন শ্বশুর মহোদয়ের পালনাধীন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীকে পতিধর্ম্ম-পালনাভিপ্রায়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আপনাদের সমাজের শিক্ষিতগণ কেন দুঃখিত হইতেছেন, বুঝা যায় না। আপনি পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, সুতরাং বেদের মন্ত্র জানেন যে, সন্ন্যাসের কালবিচারে কোমলমতিত্বের কথা নাই। আপনি কিছু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই যে, আপনার বিচারাধীনে আপনার পুত্রের কোমলত্ব বা কাঠিন্য নির্ভর করে। কিন্তু আপনার পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পুষ্পের ন্যায় কোমলমতি বা বজ্রের ন্যায় কঠিনমতি—এই বিচারের ভার সন্ন্যাস-গ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে। :::: সন্ন্যাসদাতা ও গ্রাহকের মধ্যে সেই বিচার অবশ্যই কিছুদিন ধরিয়া হইয়াছে, হঠাৎ উহা অবিমৃষ্যকারিতার ফল নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের মন্ত্রে জানা যায়,— **সন্ন্যাস-দাতার সন্ন্যাসগ্রহণোদ্যতকে তিনবার নিষেধ করিতে হয়। সেই তিন প্রকার নিষেধ না শুনিয়া যিনি দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার বৈরাগ্যচিহ্ন দিগ্‌বাস-মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে ডোর-কৌপীন অর্থাৎ**

বৈদিক যোগপট্ট প্রদত্ত হয়। নতুবা সন্ন্যাসী বস্ত্র পরিধান করিবার যোগ্যতা লাভ করেন না। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে বিরজা-হোম ও অষ্ট প্রকার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এবং নিজের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য—সকলই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং **সন্ন্যাসী পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের কোনও ঋণের জন্য বাধ্য নহেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের দ্বারা পাঁচ প্রকার ঋণ পূর্ব্বেই পরিশোধিত হইয়াছে।** যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ব্যক্তিগণ রাজদ্বারে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিতেন। সন্ন্যাসী কখনও কোনও ফৌজদারী অপরাধ করিতে পারেন না। যাহারা সন্ন্যাসীকে নির্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অসম্মাননা করে, তাহাদের কখনই মঙ্গল হয় না। মহতের চরণের কেহ অনর্থক অপরাধ করিয়া পরিত্রাণ পায় না। আপনারা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত; সুতরাং * * * অনুসরণ করার পরিবর্তে অনুরূপ আচরণ করিবেন না, ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। আপনার পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, * * সন্ন্যাস-দাতা সে-দিবস সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই। একজন অপরকে কি প্রকারে সন্ন্যাস-গ্রহণ করাইতে পারেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি আমি তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাসের অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে নগ্ন থাকার জন্য তাঁহাকে বনে যাইতে হইত, অথবা নগ্ন থাকিবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। **সন্ন্যাস-দাতা কেবল নগ্ন-সন্ন্যাসীকে যোগপট্ট ও দণ্ডকমণ্ডলু প্রদান করেন। অর্থাৎ সন্ন্যাস-গুরু সন্ন্যাসীর সুতীব্র সন্ন্যাস ছাড়াইয়া হরিভজনোপযোগী যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষা অর্পণ করেন।** সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহব্রতগণ জীবগণকে নরকভোগ করাইবার চেষ্টায় হিংসা করিয়া থাকেন মাত্র। মাতা-পিতা হইয়া তাদৃশ সন্তান-

দ্রোহিতা শাস্ত্র-সম্মত নহে। যাহাদিগের হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহারাই শুভার্থীকে হিংসাবশে শত্রুজ্ঞান করে।

পূর্ব্বাশ্রমের পিতা-মাতার নিকট সন্ন্যাসী অনুমতি লইবেন,—এরূপ কথা কখনও বেদ-শাস্ত্র স্বীকার করেন না। মাতা-পিতা যদি কাহাকেও সন্ন্যাসে অনুমতি দেন, তাহা হইলেও পিতা-মাতা যখন স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তাদৃশ সন্ন্যাসীর সর্বদা রক্ষাকারীরূপে পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতাকে পাওয়া সম্ভবপর হয় না। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে রক্ষা করা পিতা-মাতার স্বায়ত্ত বা অধীন নহে। **যখন যমদূতসমূহ কেশাকর্ষণ করিয়া যমদ্বারে সন্তানকে লইয়া যায়, তখন মাতা-পিতা যমের সহিত কলহ করিতে অসমর্থ।** এখন পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত আপনার লিখিত অভিনব সিদ্ধান্ত বেদ বা পুরাণ-শাস্ত্র হইতে দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। তাহাদের স্বকপোলকল্পিত নরকপ্রদ-ধর্ম পণ্ডিত-সমাজে কখনই আদর পায় না। আপনার তাদৃশ শ্রবন—মহৎলঙ্ঘনের প্রকার-বিশেষ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে,—

"শুনি" তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলে বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা॥

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥

(চৈঃ চ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

সে ছলে সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ-কৃপা যাঁ'রে, তাঁরে কে রাখিতে পারে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ)

জীবের স্বরূপ—'বৈষ্ণব'; এই বৈষ্ণব দুরাকাঙ্ক্ষা-ক্রমে হরিসেবা ছাড়িয়া দিলেই তাঁহার সংসার-সুখের বাসনা হয়। জীব সেবাবিমুখ হইয়া মাতা-পিতার কাম্যবিষয়রূপে পাপময় স্থূল শরীর লাভ করেন। দশটী সংস্কার গ্রহণ করিলে এই স্থূল শরীরের পাপ ক্ষীণ হইয়া জীব ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ হন। সেই সময় তিনি হরিসেবা, করিতে করিতে বৈষ্ণবতা পুনঃ প্রাপ্ত হন। অভক্তজীব কর্মফলে এই প্রকার নিকটস্থ আবরণে আবৃত হন—বাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জন্মলাভ করেন—ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন মাতা-পিতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী লাভ করেন। জন্মান্তরে ঐ মাতাপিতাগুলির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া যায়। ইহজন্মের পিতা মাতার সহিত শরীর থাকা-পর্যন্ত সম্বন্ধ রাখা যাইতে পারে; কিন্তু গুরুকুলে বাস করিবার কালে মাতা-পিতার সহিত সম্বন্ধ আচার্যকুলের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এমন কি, **মাতা-পিতার অভিবাদনাদি পর্যন্ত আচার্যের অনুমোদন-সাপেক্ষ।** যাঁহারা ফলকামী, কর্মকাণ্ডীয় বিশ্বাসক্রমে যাঁহারা নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলি শাস্ত্রে আছে। উহা লৌকিক জড়জগতের ধর্মমাত্র। তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষী কখনই আত্মবিদের চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন না। **'দেহ' ও 'মন'কে** যাঁহারা **'আত্মা'** মনে করেন, তাঁহাদিগের জন্য ঐ সকল ধর্ম। পরমার্থ-বিচারে ঐগুলি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আপনার বিচার ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বিচার--এক নহে। যেরূপ M. A, Class এর পাঠ্য-পুস্তক নিম্নপ্রাইমারী বা নিম্নতম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের সহিত এক নহে। অধিকার-ভেদে ধর্মের তারতম্য আছে। **গৃহব্রতাধিকারে চতুর্থাশ্রমের কথা বুঝিতে পারা যায় না।** মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরায়ণরত ব্যক্তিদিগের ধর্ম-

নিরূপণে "পিতা স্বর্গঃ" শ্লোকের সার্থকতা আছে। কিন্তু জ্ঞানী বা ভক্ত-সমাজে ঐসকল ক্ষুদ্র ধর্মের মূল্য অন্ধকপর্দ্দকের ন্যায়।

আপনি লিখিয়াছেন,—গৃহী হইতে ব্রহ্মচারী হয়, গৃহী হইতে সন্ন্যাসী হয় না। কিন্তু উহা মেয়েলী শাস্ত্রের বাক্য। বেদ বা তদনুগ শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী হইতে গৃহী হইবার কথা এবং গৃহী হইতে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইবার কথাই উল্লিখিত আছে। সুতরাং * * * গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, উহা ঠিকই হইয়াছে। বানপ্রস্থাধিকারেও বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার অধিকার থাকে না। আপনার যোগ্য সন্তানটী বানপ্রস্থধর্ম গ্রহণ না করিয়া একেবারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহার মনের ভাব এই যে, দীক্ষাগ্রহণকালেই তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। বানপ্রস্থ-আশ্রমে হরিসেবা করিবার জন্য সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পত্নী-সেবা করিতে হয় না * * *।

আপনি লিখিয়াছেন—দুই দিন পূর্বে যে গৃহস্থ থাকে, সে দুই দিন পরে সন্ন্যাসী হয় না। তৎপ্রসঙ্গে আমি কএকটী ঐতিহ্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। জয়তীর্থ মুনি পূর্বাশ্রমে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী পার হইয়াই গুরু অক্ষোভ্যতীর্থের সাক্ষাৎ-লাভ মাত্রই জয়তীর্থরূপে যতিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ঊর্দ্ধতন দশমগুরু।

শুনিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—যিনি লালা বাবু নামে প্রসিদ্ধ হন, "বেলা গেল"—এই শব্দ শ্রবণ করিবার পর তাঁহার পাইকপাড়াস্থিত সকল সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া তিনি বৃন্দারণ্যে ভ্রমণকারী কাঙ্গাল হইয়াছিলেন। খট্টাঙ্গ রাজা মুহূর্তকাল-মধ্যেই অর্থাৎ ৪৮ মিনিটের মধ্যেই পরমপদ লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর নবম বর্ষ বয়সে, আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মচারী আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ

করেন। আচার্য্য রামানুজ পুত্রমুখাবলোকন করিবার পূর্বেই, আচার্য্য শাক্যসিংহ পুত্রাবলোকন করিবার পরেই এবং শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়সে গৃহস্থাশ্রম হইতে—বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ না করিয়াই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন নানা-প্রকারে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বিফল হন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের কালাকাল নাই। আপনি আপনার মানসিক অবস্থা যখন সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন, তখন কি প্রকারে আপনার সন্তানের মানসিক অবস্থার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, তাহা ত' আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনার দর্শন-প্রণালী আরোহ পন্থা বা Inductive proccss এর উপর ন্যস্ত। তাদৃশ বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। উহা কুহক-সংযুক্ত বিচার-মাত্র; সুতরাং অসত্য।

শ্রীমদ্ * * * মাতাপিতৃহীন নহেন। তাহার মাতা-পিতা এখনও বর্তমান আছেন। তিনি গৃহশূন্য হইলেও পুনরায় দারগ্রহণে অসমর্থ ছিলেন না। তিনি কোন দিনই স্বজনোপেক্ষিত নহেন। আপনাদের ন্যায় তাঁহার স্বজনগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আপনারাও তাহাদের অনুগমনে * * * উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করুন। আজকাল আমাদের দৃষ্টিতেই অনেকগুলি স্বজন-কর্তৃক বিশেষভাবে অতিলাঞ্ছিত জনগণের মধ্যেও বৈরাগ্য ও সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। :: :: :: যখন এতাদৃশ বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার গুণের গরিমা বিরিঞ্চি-ভবাদিরও কীর্তনীয় বিষয়। সুতরাং এরূপ আদরের আপনাদের স্বজন আপনাদিকে অপরজন মনে করিয়া—ধর্মের প্রতিবন্ধক জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আপনারাও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পরমসুখে গৃহধর্ম নির্বাহ করুন, তাহাতেই আপনাদের জন্ম-জন্মান্তরে কল্যাণ-লাভ ঘটিবে।

আপনি লিখিয়াছেন্ যে, :: :: :: শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বৈরাগ্যের পাত্র হইতে পারেন নাই, ইহা কিরূপে জানা গেল? যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনার বৈষ্ণব-দর্শনে ভ্রান্ত হইতেছেন, সেই ইন্দ্রিয় অভিঘাত-সাপেক্ষ অর্থাৎ অপটু (deceptive)।

যে-দিন :: :: সন্ন্যাস-ধর্মরক্ষণে অসমর্থ হইবেন, সেই দিন হইতেই আপনারা তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। বহু পূর্বে তাঁহার ধর্মহানি করা আপনাদের ন্যায় ধার্মিক লোকের কখনও কর্তব্য নহে। ইহাই সহজে অনুমেয়।

আপনাদের যুবক সন্তানটী পূর্ণাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার আক্কেল-দন্ত উদ্গত হইয়াছে। এ বিষয়ে আর মতভেদ নাই। সুতরাং তাঁহার স্বতন্ত্রতায় বাধা দিবার জন্য বোধ করি কোনও ধর্মধ্বংসী আইন নাই। আপনারাই ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে ধর্ম-পথ হইতে ফুসলাইয়া অশাস্ত্রীয় বিচারে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন এবং হরিভজনে কঠোর ব্রত গ্রহণ কবিতে হয়,—এরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর কঠোর ব্রতরূপ গৃহক্লেশে প্রবেশ করাইতেছেন; উহা সমীচীন নহে। :: :: :: সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁহার পূর্বাশ্রমের সহধর্ম্মিণী আপনাদের পবিত্র গৃহে বাস করিয়া অবাধে পরকালের এবং ইহকালের কার্য্যসমূহ করিতে পারিবেন। :: :: :: বিশেষ পবিত্র চিত্ত, সে-জন্যই বিশেষ দয়া-পরবশ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে নির্মল ধর্মে অগ্রসর হইবার অবকাশ দিলেন। গৃহব্রতগণ সর্বদাই ভগবানের নিত্যদাস-দাসীগণের প্রতি প্রভুত্ব করিতে গিয়া সাংসারিক জঞ্জাল ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা কঠোরতর গৃহব্রতে নাক-ফোঁড়া বলদের ন্যায় বৃথাকার্য্যে নিযুক্ত করান। যাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পবিত্রবুদ্ধি নিত্যধর্মের সন্ধান পায়, তাঁহারা কখনই আপনাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। যে-সকল লোকের

ধারণা, ভক্তগণ আপনার সন্তানটীকে বোকা বানাইয়াছে, তাহারাই পরমার্থিকগণের দৃষ্টিতে নির্ব্বোধ এবং ব্যাসের মতে গো-গর্দ্দভ। আপনারা সকলেই :: :: :: সুনির্ম্মল ধর্ম প্রণালী আলোচনা করুন। আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারে ক্লেশ পাইতে হইবে না।

এই সকল প্রসঙ্গ সাময়িক পত্রে আমরাই অবতারণা করিব, পাছে তাহাতে আপনাদের ধর্মপ্রবৃত্তির সুখ্যাতি ও যশঃ বিলুপ্ত হয়, সেজন্য আপনাদের আচার-ব্যবহারের কথা ও আস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণের কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু উপেক্ষা করার পরিবর্তে আপনারা এ সকল কথা সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করিবার পূর্বেই আমরা আপনাদিগের যশোহানিকর ও শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্যের কথা প্রচার করিয়া কলঙ্কিত হইতে ইচ্ছা করি না। তবে লোকহিতের জন্য অবোধগণের জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে এ সকল কথা প্রচার হওয়াই বিশেষ আবশ্যক।

যদি :: :: :: সন্ন্যাস-গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আপনাদের দিব্যনয়ন চিরদিনের মত নিমীলিত থাকিত। তাঁহার এতাদৃশী দয়া দেখিয়া আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

:: :: :: যথাশাস্ত্র বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। যে ধর্মবিরোধী হিন্দু-সমাজ আপনাকে ইহাতে পদদলিত মনে করেন, তাঁহারা পণ্ডিতগণ কর্তৃক হিন্দু বলিয়া নিরূপিত হইবার অযোগ্য। যেহেতু বর্ণাশ্রম-ধর্মই হিন্দুধর্মের প্রাণ; সেই বর্ণশ্রম-ধর্ম বিকৃত হইয়া সমূলে বহুদিন হইতেই উৎপাটিত হইয়াছে। সেজন্যই চতুর্থাশ্রমবিশিষ্ট সমাজ পুনঃ সংস্থাপিত করিবার :: :: :: এই চেষ্টা।

:: :: :: মহারাজ অপগণ্ড শিশু নহেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং চরিত্রবান্। যাঁহারা কার্যে দোষারোপ করিতেছেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্মের বিদ্বেষী এবং জগতের ও সমাজের জঞ্জাল। :: :: :: স্বয়ং সেই সকলকে স্বীয় উন্নত চরিত্রের দ্বারা উন্নত করিবেন। তিনি গীতায় পড়িয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-গুরু শ্রী :: :: :: র আচরণই সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিন আশ্রমস্থিত জনগণ অবনত-শীর্ষে স্বীকার করিবেন তাঁহারা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে প্রকৃত হিন্দু-সমাজ তাদৃশ ব্যভিচারিগণকে সমাজ-বিধির অতিক্রমকারী বলিয়া বর্জন করিবেন। সমাজে যদি কোনও পাপ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সামাজিকগণ তজ্জন্য দায়ী। সামাজিকবর :: :: যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম চিরদিন অধঃপতিত থাকিবে, আর শ্রী :: :: ::র উপদেশানুসারে সমাজের বিকৃত ধারণাগুলি অপগত হইলে হিন্দুসমাজের যে মঙ্গল ভাবীকালে সাধিত হইবে, তাহা অপরিমেয়।

যাহাদের জন্ম-জন্মান্তরে মঙ্গল হইবে না, তাহারাই মহতের চরিত্রের উদারতা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া অধঃপতিত হয়। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কোন্ কোন্ অধঃপতিত দাস নরকে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা আমাদের সকলের জানিয়া রাখা কর্তব্য। একাল পর্যন্ত তাদৃশ মূঢ়তার কোনও সংবাদ আমাদের কাহারও নিকট পৌঁছে নাই।

আপনি সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সম্ভবতঃ আপনাদের সহিত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের নানা পণ্ডিত-মণ্ডলীর আলাপ-পরিচয় আছে,

সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, **সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমে যাইবার অধিকার নাই এবং তাঁহাকে যাঁহারা তাদৃশ অনুরোধ করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম জানেন না।** সুতরাং ঐরূপ অবৈধ ও ধর্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব যেন আপনাদের সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাসীর নিকট আগমন না করে। শ্রী :: :: :: অন্যত্র থাকিলেই আপনাদের সংসারে উন্নতি ও ধর্মভাব প্রবলতর থাকিবে। তিনি তাঁহার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইয়া গেলে আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ একঘরে করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এ সকল ব্যবস্থা টোলে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। তবে শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র-সমাজে শূদ্রকল্প অধ্যাপকদিগের নিকট শাস্ত্রীয় কথা না পাইতেও পারেন। কাশীতে অথবা কাঞ্চিতে এই সকল কথার অনুসন্ধান করিবেন। দুর্ভাগা বঙ্গদেশ শাস্ত্রজ্ঞানহীনতায় ক্লেশ পাইতেছে, সেই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনাদের বংশেই এই মহাপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন।

আপনার প্রার্থিত বিষয় আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। :: :: :: আমরা নির্দয় হইয়া কখনও কাহাকেও গৃহকূপে যাইতে অনুমতি দিতে অসমর্থ। :: :: দয়া গ্রহণ করিতে হইলেও আপনাদের সকলকেও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ত্রিদণ্ড-গ্রহণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে চিত্তের বলের আবশ্যক এবং জন্ম-জন্মান্তরিন্ সৌভাগ্য অপেক্ষা করে। আপনার পত্রের শেষভাগে বর্ণিত বিষয় নিতান্ত হাস্যাস্পদ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

:: :: :: পরন্তু তাঁহাকে ক্লেশ দিবার জন্য যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তাঁহারাই দৈবদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। 'সাধু যাহার উদ্দেশ্য, ভগবান্ তাঁহারই সহায়।' সুতরাং :: :: :: ষড়যন্ত্রকারিগণের চরণে

আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা সত্যবস্তু পরমেশ্বরে ভক্তিবিশিষ্ট হউন, উহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। :: :: :: জীবনের অবশেষকাল কারাগৃহে কাটাইবেন, এই অনুমানকারীর তৎফলে চিরদিন গৃহকারাগৃহে কাটাইতে হইবে জানিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইতেছি। শ্রী :: :: :: গৃহকারাগার হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়াছেন; আবার তাঁহাকে গৃহকারাগারে কৃষ্ণ কখনই নিক্ষিপ্ত করিবেন না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহাদের কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল নাই। যাহারা বুভুক্ষু, ও মুমুক্ষু তাহাদেরই অমঙ্গল হহবার সম্ভাবনা।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

এই ভাগবত-পদ্য আপনাদের বিচারাধীন করিয়া আমাদের পত্রোত্তর সমাপ্ত করিলাম।

হরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভোগীর অর্থচেষ্টা, ত্যাগীর অর্থবিরোধ ও ভক্তের পরমার্থ-যাজন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৫ই চৈত্র, ১৩৩২
২৯শে মার্চ, ১৯২৬

মনুষ্য-জীবন অর্থদ—বিষ্ণুসেবা ও বিষ্ণুসেবানিরত কলেবরের পুষ্টির জন্যই অর্থ-সংগ্রহের সার্থকতা—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি ও কনক-কামিনী ভোগের জন্য অর্থোপার্জন-চেষ্টা পাষণ্ডতা—পরম শত্রুরও প্রকৃত মঙ্গল-প্রার্থনা কর্তব্য।

বিহিত সম্ভাষণ পূর্বিকেয়ম্—

ঃঃ ঃঃ ঃঃ খলতা কখনও বৈকুণ্ঠরাজ্যের অভিযানের অনুকূল নহে। আমি ভাগবতের একটি শ্লোকে পড়িয়াছিলাম—মনুষ্যজন্ম অর্থদ; তুমিও ভাই যখন শিশুকালে আমাদের কাছে "ভক্তিভবনে" আসিতে, তখনও দেখিয়া থাকিবে, দেওয়ালের উপরে টাঙ্গান ছিল ঐ শ্লোকটি—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীর।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥

তুমি ত' পূর্বে জানিতে—মানবজীবন অর্থদ। আমরা উভয়েই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। জীবের নিত্যপ্রয়োজনে লোভী বা রুচিবিশিষ্ট হওয়া আমার ও তোমার উভয়েরই অর্থ বা স্বার্থ। তবে কেন ভাই প্রাকৃত-সহজিয়ার মনযোগাইতে গিয়া প্রাকৃত অর্থে লোভ করিয়া বসিলে! আজ দ্বাদশবর্ষ যে অর্থলোভে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ, আমি সেই অর্থলোভই ত' আজন্ম ঘুরিতেছি। তোমার অর্থের উদ্দিষ্ট

ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ত' আমি ঘুরিবার আবশ্যকতা বোধ করি নাই ; পেটের জ্বালা, স্ত্রী-পুত্র-পালন বা অবৈধ কামনার ইন্ধন যোগাইবার জন্য আমার কোন অর্থত' কোনদিনই আবশ্যক হয় নাই। আমি ত' অর্থের জন্য কোন-দিনই তোমার মত প্রয়াস করি নাই। তোমাদের মত পেট চালাইবার অভাবে আমাকে কৃষ্ণ কোনদিন ক্লিষ্ট ও ভাবিত করেন নাই। * * বিষ্ণুসেবা করিব এবং আমার যে পাপিষ্ঠ কলেবরটা বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যে পুষ্ট থাকিয়া হরিসেবা করিবে, তজ্জন্য যে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিয়া-ছিলাম, তদ্ব্যতীত আমি ত' কোন দিন কোন অর্থের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম না। আজও ত' কাহারও কোন অর্থেই আমি লোভ করি না। * * আমি ত' তোমার মত নশ্বর অর্থমাত্র লোভী নহি। নিত্যঅর্থ বা পরমার্থের লোভী হইয়া যেন আমি জন্মজন্ম থাকি,—আশীর্বাদ করিও। ভোগ্য **অর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরম শত্রুরও কোন দিন না ঘটে। আমার পরম শত্রুর মঙ্গল-প্রার্থনা ব্যতীত যেন অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। যে-সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে** অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ও কনক-কামিনীভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্বাদ করিও **যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখ-দর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।**

আজ এই পর্য্যন্ত। পত্রখানা পড়িয়া একটুকু ভাবিও। একবার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়টি মনোযোগের সহিত পাঠ করিও। অর্থ-লোভ কমিবে।

তোমার দুঃখে দুঃখী

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট ও তৎপ্রতিবন্ধক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৩২

১লা এপ্রিল, ১৯২৬

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিশ্রুতি—ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট-সাধনে বাধাপ্রদানকারিগণের সহিত শুদ্ধভক্তির বা ঠাকুর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ নাই—ঠাকুরের মনোঽভীষ্টের কতিপয় নিজ-কথা।

বিহিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

'অতিবাড়ী' নামক একটি রূপকবিরাজী অপসম্প্রদায়ের দূষিত বীজ কালক্রমে আপনাদের মধ্যে যে সঞ্চারিত হইবে এবং আপনাদের হৃদয়তরু-কোটরকে ভক্তিদংশক সর্পাদি হিংস্রজন্তুর আবাসস্থলী করিয়া ফেলিবে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে সন্ধ্যাকালে "ভক্তিভবনে" সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার নিকট সুস্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগা আমি, সে-সময় তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম—"তাহারা আপনার অনুগতাভিমানী। কোন দিনই আপনার হরিসেবার আদর্শের প্রতিকূলে প্রকাশ্যে দল বাঁধিবে না; বাঁধিতে গেলে আমি তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিব।" আপনারা মনে দুঃখ পাইবেন বলিয়া আমার ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথা একাল পর্য্যন্ত আপনাদিগকে বলি নাই। প্রতীপ :: :: :: প্রভৃতির দ্বারা আপনারা সে-সকল কার্য্য পূর্ব্বেই আরম্ভ করাইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-

বিনোদের অপ্রাকৃত মনোহভীষ্ট-সাধনের বাধা আপনারা একাল পর্য্যন্ত পদে-পদেই দিয়া আসিতেছেন ; সুতরাং আপনাদের ন্যায় অপসম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধভক্তির বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ কোন দিনই নাই, আমি চিরদিনই তারস্বরে ইহা বলিয়া আসিতেছি। আপনারা সেই কথা না শুনিয়া বিপথগামী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের মনোহভীষ্টের কতিপয় নিজ কথা তাঁহারই ভাষায় আমি নিম্নে লিখিতেছি,—

১। জাগতিক আভিজাত্য গৌরব-বাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভি-জাত্য লাভ করিতে না পারিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—এরূপ বলিয়া থাকেন ; ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি-গণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকারস্বরূপ **বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম-সংস্থাপন-কার্য্য**—যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা বলিয়া জানিবে।

২। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি **ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা** সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্বদা দলন করিও।

৩। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা** যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। **মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার** (নির্জন ভজন নহে) **দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।**

বিনোদের অপ্রাকৃত মনোহভীষ্ট-সাধনের বাধা আপনারা একাল পর্য্যন্ত পদে-পদেই দিয়া আসিতেছেন; সুতরাং আপনাদের ন্যায় অপসম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধভক্তির বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ কোন দিনই নাই, আমি চিরদিনই তারস্বরে ইহা বলিয়া আসিতেছি। আপনারা সেই কথা না শুনিয়া বিপথগামী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের মনোহভীষ্টের কতিপয় নিজ কথা তাঁহারই ভাষায় আমি নিম্নে লিখিতেছি,—

১। জাগতিক আভিজাত্য গৌরব-বাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভিজাত্য লাভ করিতে না পারিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—এরূপ বলিয়া থাকেন; ইহাতে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকারস্বরূপ **বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম-সংস্থাপন-কার্য্য**—যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা বলিয়া জানিবে।

২। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি **ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা** সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্বদা দলন করিও।

৩। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা** যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। **মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার** (নির্জন ভজন নহে) **দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।**

৪। আমি না থাকা-কালে তোমার * * * বড় আদরের শ্রীমায়াপুরের সেবা। তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা তোমার প্রতি আমার বিশেষ আদেশ। বনমানুষ, * * মানুষ প্রভৃতির কোন দিন ভক্তি হইতে পারে না, কখনও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে না, অথচ তাহাদিগকে এ কথা জানিতে বা জানাইয়া দিবে না।

৫। "শ্রীমদ্ভাগবত"; "ষট্‌সন্দর্ভ", "বেদান্তদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তি তাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল। সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। **শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।**

৬। নিজ-ভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসংগ্রহ বা অর্থসংগ্রহের জন্য কোন দিন যত্ন করিও না ; কেবল ভগবৎসেবার জন্যই ঐ সকল সংগ্রহ করিবে ; **অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না।**

আজ এই পর্য্যন্ত। আমি বৈষ্ণব সেবার জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া আপনার পত্রের বাকী উত্তর ক্রমশঃ দিব।

আপনার দুঃখে দুঃখী
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—)::(—

প্রচারকার্যে সকলেই একতাৎপর্যপর হওয়া আবশ্যক

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১১ই আষাঢ়, ১৩৩৪
২৬শে জুন, ১৯২৭

ষড়্‌রিপুর দাস্যে কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে—সকলে মিলিয়া-মিশিয়া ও একতাৎপর্যপর হইয়া কীর্তন-যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়—সকল বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান-পূর্বক হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য সদ্‌গুণ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

ঃঃ ঃঃ ঃঃ। অরিকুল-বেষ্টিত আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া হরি ও হরিজন-সেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেকেই আমরা ষড়্‌রিপুর দাস্য করিতে গিয়া ন্যূনাধিক কৃষ্ণসেবা -বিস্মৃত। **সকলে মিলিয়া-মিশিয়া ও একতাৎপর্যপর হইয়া হরিসেবা করুন,**—ইহাই আমার প্রার্থনা। 'একাকী আমার নাহি পায় বল,'—এই পদটী স্মরণ রাখিয়া সকলে মিলিয়া আমাদের অভীষ্ট কীর্তন-যজ্ঞ সমাপন করুন। **সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য সদ্‌গুণ।** আশা করি, সেই সদ্‌গুণের সহিত আপনি উৎসব-কার্য সম্পন্ন করিবেন। ঃঃ ঃঃ ঃঃ

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮/৪৩ মল্ রোড্ কানপুর
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪
১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭

অবরোহ বা অবতার-বিচার—ভক্তগণকে সেবোৎসাহ-দান—ভক্তিগ্রন্থ-মুদ্রণার্থ উপদেশ—"Harmonist"-পত্রে "বিলাস ও বিরাগ"-শীর্ষক সংস্কৃত-প্রবন্ধ প্রকাশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩।১১।২৭ ও ১৬।১১।২৭ তারিখের দুইখানি কার্ড পাইয়াছি। :: :: আমি প্রত্যহই পত্র লিখি। এই পত্রখানি কুঞ্জবাবুকে দেখাইবেন। গতকল্য তাঁহার লিখিত কোন পত্র আমি পাই নাই। গতকল্য Harmonist এর প্রুফ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। নিমানন্দ প্রভুর article মধ্যে ভক্তির যে definition দিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। তারপর 'deduction' বা 'অবরোহ' বুঝাইতে unknown শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। Absolute Truth আপাতত প্রতীতে unknown বলিয়া ধারণা হইলেও তাহাই best known. অবরোহ বা অবতার-বিচারে unknown অবতীর্ণ হন না। Inaccessible by sense descends down put is not unknown. He comes upon the material eyesight. যদি কিছু ঐ স্থানটা change করাইতে পারেন, ভাল হয়। রেজিষ্ট্রী বুকপ্যাকেটে আপনার

অভিলাষ-মতে লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই পৃষ্ঠা পাঠাইয়াছি, বাকী লিখিতেছি। আমি ক্রমশঃ স্থবির হইয়া পড়িতেছি, সেজন্য শীঘ্র কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া আপনার ও বাসুদেব প্রভু প্রভৃতির agility activity কমিয়া না যায়। :: :: :: 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ আমার নিকট এতদূরে পাঠান অসম্ভব। আপনারাই দেখিয়া দিবেন। "শ্রীচৈতন্যভাগবত'' ও "শ্রীমদ্ভাগবত'' দশম স্কন্ধ প্রবলবেগে ছাপান আবশ্যক। ''চৈতন্যমঙ্গল" ও শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা কর্তব্য। উড়ুপীর পণ্ডিত মহাশয়-লিখিত "বিলাস ও বিরাগ''-শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধটি Harmonist এ প্রকাশ-জন্য Regd-packet এ পাঠাইয়া দিতেছি।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

বহির্ম্মুখের প্রজল্প উপেক্ষণীয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমরনিবাস, চক্রতীর্থ, পুরী
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫
২৪শে মে, ১৯২৮

ভগবৎসেবাবিমুখগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই কর্তব্য--অসৎপ্রকৃতির লোকেরা অপরের অপকার ব্যতীত উপকার করে না—গৌড়ীয়মঠের জন্য শ্রীভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর ভূমিদান।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি এখানে প্রায় মাসাবধি বাস করিয়া অনেকটা ভাল আছি, আরও অনেকদিন থাকিতে পারি। শ্রীমান্ :: :: :: প্রভৃতি আমার সঙ্গে আছেন। :: :: ::। আপনি লিখিয়াছেন যে, উৎসবের পর হইতে আপনি বিশেষ দুঃখিত আছেন। **অপর বাজে লোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া কোন ফল নাই। উহা হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে।** অসৎপ্রকৃতি লোকেরা অপরের ক্ষতি ব্যতীত উপকার করে না। বি :: :: :: সম্প্রতি বরিশালে যাইতে পারে, যদি উহার হাতে বিশেষ জরুরী কার্য না থাকে। নানাস্থানে মঠ হওয়ায় আমাদের নানাপ্রকারে উদ্বিগ্ন হইতে হয়। বরিশালে কতদিনে মঠ হইতে পারিবে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। বরিশালের মঠই সম্প্রতি কলিকাতায় হইতে চলিল। বোধ করি, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের কথা শুনিয়া থাকিবেন ; তাঁহার কলিকাতার বাড়ীর নিকটেই গৌড়ীয়মঠ হইতেছে। তিনি ভূমি দান করিতেছেন।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

একান্ত শরণাগত ব্যক্তি নিরপরাধী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জয়তঃ

পোড়াকুটী, পুরী
২১শে বৈশাখ, ১৩৩৬
৪ঠা মে; ১৯২৯

সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে না—শরণাগত সেবোন্মুখ ব্যক্তির অজ্ঞানকৃত অপরাধ ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

*   *   *

আপনার পত্রের লিখিত বিষয়ে যে অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানকৃত দোষ নহে। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছায় সেই প্রকার অসুবিধায় আপনার কোন প্রকৃত ক্ষতি হইবে না। আপনারা সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন, সুতরাং সাধারণের ন্যায় কোন অসুবিধার বাধ্য নহেন, তাহা আমি জানি। অপরাধ ক্ষমা করিবার মালিক শ্রীভগবান্। **তাঁহার কাজের কোন অপরাধ তিনি গ্রহণ করেন না,** ইহাও জানি। আশীর্বাদ করিবেন যেন সর্বদা শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখ থাকিতে পারি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—):-:(—

অমানি-মানদত্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ,
পোড়াকুটী, পুরী
২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৬
৭ই মে, ১৯২৯
২৪ মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

বৈষ্ণবাচার্য্যের অমানি-মানদত্ব ও অপরকে সেবোৎসাহ-শিক্ষা-দান।

বিহিতবৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর বিনীত নিবেদনম্

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার ৫ই মে তারিখের একখানি কৃপাপত্রী পাইয়া সুখী হইলাম। আমার ভাষায় অধিকার অল্প, সেজন্য যথোপযোগী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না পারিলেও ভবদীয় অযাচিত কৃপা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

আপনারা চিরদিনই গৌড়ীয়-ভক্তগণের আশ্রয়স্থান। বিশেষতঃ আপনি মাদৃশ অকিঞ্চনের প্রতি যে-প্রকার স্নেহান্বিত, ভগবানে আমার তদনুরূপ সেবাবৃত্তি নাই। আপনি স্বভাবতঃ ভগবৎকৃপায় যে-প্রকার স্নিগ্ধ, সেইরূপ মহৎচিত্তের কণাশীর্বাদ লাভ করিলে আমরাও মহৎ হইতে পারি। আপনি—হরিজন-সুহৃৎ। আমি—হরিজন-সেবক। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আপনার কবে আসা হইবে, জানিবার প্রার্থনা। আমি আরও কিছুদিন এখানে থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পোড়াকুটী, পুরী
২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৬
৭ই মে, ১৯২৯
১৪ই মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

জীবের প্রতি ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত—সাংসারিক নানাপ্রকার অসুবিধা বা অমঙ্গলকে 'ভগবানের দয়া' বলিয়া বুঝিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ সংসারগতি লাভ হয়—সর্বদা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনে নিযুক্ত থাকাই সাংসারিক যাবতীয় ক্লেশের হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায়।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২২শে বৈশাখ তারিখের পত্রে তথাকার সংবাদ জানিলাম। এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসে নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লান বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানা প্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া

তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে, সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। **যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।**

আগামী শনিবার ২০শে বৈশাখ শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব। এই গরমের সময় নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীরাধামদনমোহনদেবের জল-ভ্রমণাদি লীলা হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীক্ষেত্রে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও নানা উত্তাপ হইতে জীবগণ অবসর লাভ করে।

আপনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণপূর্বক সাংসারিক অভাব হইতে নির্মুক্ত হউন। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া মহোৎসবাদি সেবায় যোগদান করিলে আমাদের সাংসারিক অভাব কিছুই থাকিতে পারে না। সর্বদা ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকাই সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের উপদেশ।

আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ভাল আছি। সর্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। আপনিও যতশীঘ্র পারেন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া সাংসারিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হউন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

সেবা-বৈভব খর্ব করিবার বুদ্ধি, গ্রহণস্নান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পোড়াকুটী, পুরী

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৬

৯ই মে, ১৯২৯

১৬ মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

মহাপ্রভুর সেবোপকরণ বৃদ্ধি করা কর্তব্য, হ্রাস করা কর্তব্য নহে—শ্রীজগন্নাথদেবকে একমাত্র প্রভু ও ভোক্তা না জানিলে তাঁহার হস্ত-পদ সঙ্কোচ করিয়া ফেলার প্রবৃত্তি হয়--শুদ্ধভক্তগণ পরম মঙ্গলময় হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা পরিত্যাগ-পূর্বক কর্মিগণের ন্যায় কখনও পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নবান্ নহেন।

স্নেহবিগ্রহেষু—

কোথায় মহাপ্রভুর বাগানের উন্নতি হইবে, তাহার বদলে আপনারা সেই সকল জমি বিলি করিয়া দিলেন। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ভাল করিয়া মহাপ্রভুর সেবার জন্য চাষাবাদ হইবে, তজ্জন্যই ঐ জমি মঠের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আপনারা এখন মঠের বাহির করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে আপনারা শ্রীজগন্নাথদেবের ন্যায় হস্তদ্বয় অপ্রসারিত ও পদদ্বয় সঙ্কোচ করিয়া ফেলিবেন। আজ সূর্য্যগ্রহণ :: :: :: ন :: :: :: সমুদ্রে গিয়া স্নান করিয়া পুণ্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিল! আমরা কিন্তু তাহার ন্যায় পুণ্য-সংগ্রহে বঞ্চিত হইলাম! বিশেষতঃ রত্নাকরে সকল নদীর সমাগম এবং সূর্য্যগ্রহণকালও উপস্থিত, কিন্তু আমরা অলস।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

"হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রামজীবনপুর
২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৬
১০ই মে, ১৯২৯
১৭ মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

চন্দনযাত্রা হইতে শ্রীক্ষেত্রের উৎসবারম্ভ—"পোড়াকুটী"তে পুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা--পুরুষোত্তম হইতে শ্রীগৌরবাণী প্রচারে আচার্য্যের অভিলাষ।

:: :: ::

শিলং শৈলে ও চেরাপুঞ্জিতে যে মোটরখানি আরোহণ করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা পুরুষোত্তম-মঠের সেবার জন্য এখানে আগত হইয়াছে। অর্থাৎ ৫০০০ ফিট নিম্নে নামিয়াছে। এবার শ্রীচন্দনযাত্রা হইতেই শ্রীক্ষেত্রের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইল। :: :: :: ও :: :: উৎকলদেশে মফঃস্বলে প্রচার করিতেছেন। এখানে অপ্রাকৃত প্রভু ও বন মহারাজ আছেন। এবার পুরুষোত্তম-মঠের বাড়ীটী বেশ মধ্যস্থানে এবং বৃহৎ হইয়াছে। এই প্রাসাদের নাম—পোড়াকুটী। এখানে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ একবৎসরের জন্য থাকিবে এবং **উৎকলের পুরুষোত্তম হইতেই শ্রীগৌরগাথা প্রচারিত হইবে।** 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও সঙ্ঘপতি এখানেই উপস্থিত।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৌড়ীয়ের শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৬
১৪ই মে, ১৯২৯
২১ মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

অনুগতজনের সেবাবৃত্তি-দর্শনে আচার্য্যের আনন্দ—শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রাকট্যের প্রয়োজনীয়তা।

প্রিয়বরেষু—

আপনার ১২ই মে তারিখের কার্ড পাইলাম। গত পরশ্ব প্রেরিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের উৎসব আপনার সেবা-চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া প্রোৎফুল্ল হইলাম। আমাদের প্রকৃষ্ট-সেবা প্রণোদিত হইয়া প্রাণারাম শ্রীগৌরবিগ্রহ কবে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহার জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি। **শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর শ্রীরাধারমণদেব নিম্বভাস্করের দলের সেবিত বিগ্রহ নহেন।** সুতরাং সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্য পরম প্রয়োজনীয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ-জন্যই বিদ্ধকীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬
২৮শে মে, ১৯২৯
৫ ত্রিবিক্রম, ৪৪৩ গৌঃ

আলোক-অন্ধকার--পাপ-পুণ্য—মূর্খতা-পাণ্ডিত্য--সুখ-দুঃখ--আলালনাথের মন্দির-মেরামত-কার্য্যারম্ভ--অনুক্ষণ শুদ্ধহরিকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২।৩ খানি পূর্বের পত্র এবং অন্য তারিখের আর একখানি পত্র পাইলাম। :: :: ::। যেখানে আলোক, সেখানেই কিছু না কিছু অন্ধকার; যেখানে পুণ্য, সেখানেই অপাশ্রিতভাবে কিছু না কিছু পাপ থাকার আবশ্যকতা আছে। মূর্খতা থাকিলে পাণ্ডিত্যের উপযোগিতা আছে। দুঃখ না থাকিলে সুখের উপযোগিতা উপলব্ধি হয় না। তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনবিহারীকে ধন্যবাদ দিবেন।

ব্রহ্মচারী :: :: :: বিশেষ যত্ন করিয়া আপনার সম্প্রদায়ের কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আনন্দিত হইলাম। এখানকার উৎসব মঙ্গলমত চলিতেছে। আলালনাথের মন্দির-মেরামত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আপনাদের কুশল-সংবাদ সর্বদাই জানাইবেন। **যে কাল-পর্যন্ত-না আপনারা চব্বিশপ্রহর লোকের কর্ণকুহরে হরিকথা প্রবেশ করাইতে পারেন, তৎকাল পর্যন্ত ফাজিল-দলের অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলিতেই থাকিবে।**

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিশুদ্ধ হিন্দু কাহারা ?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩৩৬
৩০শে মে, ১৯২৯
৭ ত্রিবিক্রম, ৪৪৩ গৌঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরকে মেকী মায়াপুর হইতে পৃথক্ রাখিয়া পবিত্রতা সংরক্ষণোপদেশ—"পাষণ্ডী হিন্দু" ও "বিশুদ্ধ হিন্দু"—পাষণ্ডী হিন্দুগণের অপকর্ম।

My dear B * * !

* * শ্রীধাম-মায়াপুর যাহাতে জাল বা মেকী মায়াপুরের সঙ্গে মিশিয়া না যায়, সেইরূপ পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা যত্ন করিবে। প্রাকৃত-সহজিয়াদের ন্যায় বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। :: :: ::। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, **বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর নাম—'পাষণ্ডী হিন্দু', আর বৈষ্ণবগণের নাম—'বিশুদ্ধ হিন্দু'।** পাষণ্ডী হিন্দুগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া থাকে, উহাতে দৃক্পাত করিতে নাই। ব :: :: :: প্রভৃতি পাষণ্ডী হিন্দুগণ করিতে না পারে,—এমন কোন দুষ্কার্য্য নাই ; সুতরাং হরিসেবকগণের কতকগুলি 'কুন্‌কে' শত্রু বৃদ্ধি করা উচিত নহে। পূর্ববঙ্গে উহাদিগকে 'ছুঁচা' বলে।

আশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রচার ও নির্জন-ভজন-ছলনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
পোড়াকুটী
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬
৮ই জুন, ১৯২৯
১৬ই ত্রিবিক্রম, ৪৪৩ গৌঃ

হরিকথা-প্রচারোপদেশ—নির্জন-ভজনের অধিকারী কে ?—জাড্য ও কৃষ্ণানুশীলন এক নহে—মহাপ্রভুর ইচ্ছায় লোকের কুধারণা নষ্ট বা বৃদ্ধি—শাখামঠের সেবা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই জুন তারিখের বিস্তৃত পত্র পাইলাম। আপনারা দিল্লী শাখামঠে প্রচারাদি কার্য্য করিতে থাকুন। মধ্যে মধ্যে সিমলা ও কুরুক্ষেত্রে যাওয়া আবশ্যক। আপনি থাকিলে দিল্লীতে প্রচার ভাল হইবে। * * * দিল্লীতে আসিবার আগ্রহ করেন না ; নির্জনে বসিয়া তুলসী মালিকা আকর্ষণ করিবার বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করেন। অধিকন্তু * * সম্প্রদায় সেই নির্জন-ভজনানন্দীকে স্থায়িভাবে থাকিবার জন্য আকড়াইয়া ধরিয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুনয়-বিনয় কতদুর সফল হইবে, জানি না। তবে আপনি আমার নাম করিয়া * * * প্রভুকে লিখিয়া দিবেন। **তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে স্থায়িভাবে**

নির্জনে বাস করা সঙ্গত মনে করি না। রাজধানী দিল্লীতে থাকিলেই তাঁহার মঙ্গল ও কৃষ্ণানুশীলন হইবে। জাড্য ও কৃষ্ণানুশীলন পৃথক্। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে দিল্লীর লোকের ধারণা নষ্ট হইবে। আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলে লোকের কু-ধারণা বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং আমাদের বলিবার কিছু নাই। শাখা-মঠটী সঞ্জীবিত রাখুন; তাহা হইলে কোন-না-কোনদিন পাষণ্ড-মতসমূহ ধ্বংস হইবে। রায়সাহেব মহোদয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ স্নেহপর বলিয়া আপনাদিগকে এতাদৃশ যত্ন করিয়া থাকেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:•:—

শ্রীমায়াপুরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১১ই আষাঢ় ১৩৩৬
২৫শে জুন, ১৯২৯

শ্রীধাম-মায়াপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর কর্তব্যতা—বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য-পরিত্যাগ-কারিণীগণ শ্রীমায়াপুর-বাসের যোগ্যা নহেন—স্ত্রী-ভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর আয়োজন বাঞ্ছনীয়—নিজ-নিজ স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগ-পূর্বক বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে মহাপ্রভুর সেবা করাই স্ত্রী-ভক্তগণের কর্তব্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী শ্রীধাম-মায়াপুরে হওয়াই কর্তব্য। কিন্তু **শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের স্থান শ্রীমায়াপুরে হওয়া উচিত নহে।** :: :: যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর আয়োজন করিতেছিলেন, তৎকালাবধি গোলমাল উপস্থিত হয় নাই। :: :: :: বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিবে। তাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবেন না। :: :: ::।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আদর্শ জীবন প্রদর্শনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৬
১০ই জুলাই, ১৯২৯

হরিসেবায় উৎসাহ-দান—আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র-প্রদর্শনার্থ উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭।৭।২৯ তারিখের কার্ড অদ্য কৃষ্ণনগরে পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আমি অশ্লেষা ও মঘার জন্য গতকল্য ও অদ্য পর্যন্ত কলিকাতা যাই নাই। আগামীকল্য বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় কলিকাতা পৌঁছিব, স্থির করিয়াছি। পূর্বেই আপনাকে গোদ্রুম-উৎসবের কথা জানাইয়াছি।

কলিকাতা হইতে অপ্রাকৃত প্রভুর লিখিত বাসুদেবের নামীয় পত্রে জানিলাম যে, তীর্থ, বন, দাশরথী ও সর্বেশ্বর প্রারম্ভিক কার্য্যের জন্য কটক যাত্রা করিয়াছেন। আপনারা গুণ্ডিচা মার্জন করিয়া ফিরিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

নি :: :: যাহাতে উৎসাহের সহিত নিজ-কর্তব্য করিতে করিতে হরিসেবা করেন,—এইরূপ উপদেশই তাঁহাকে সর্বদা দিতে হইবে। ভ :: :: র সহিত আমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে। তিনি

কতকগুলি অনভিজ্ঞ অর্বাচীন-ব্রহ্মচারী-নামধারী লোকের ও ব্রা:: ::র কথায় চঞ্চলমতি হইয়া ত :: :: ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতেছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় আপনাদিগের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবার পরামর্শ দিয়াছি। তিনি গৌড়ীয়মঠে ফিরিয়াছেন, তবে এখন তাঁহার কি বিচার, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মোটের উপর **আমাদের আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যাহাতে অন্য প্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্বদা সতর্ক হই। কোমল শ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ্। তাঁহারা অন্তর্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।**

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
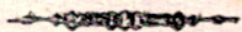
পত্রের শিরোদেশে জয় বা নমস্কার লেখাই বিধেয়

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o এ, কে, সরকার
৪৮নং বাংলো,
ফৈজাবাদ (ইউ, পি)
৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৬
২১ অক্টোবর, ১৯২৯
৩ দামোদর, ৪৪৩

মর্য্যাদাপথে জয়োৎকর্ষ অথবা নমস্কারমুখে পত্রারম্ভ করা বিধি—পত্রের শিরোদেশে নাম-মহামন্ত্র লেখা অসঙ্গত—প্রাকৃত-সহজিয়ার "রাধে রাধে" শব্দোচ্চারণ—ছড়াসৃষ্টিকারিগণের চেষ্টা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রী * * *র নামীয় ১৫।১০।২৯ তারিখের আপনার লিখিত পত্র পাইয়াছি। আমরা গত পরশ্ব বারাণসী হইতে ফৈজাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। * * প্রভৃতি সাতমূর্তি গতকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অদ্য তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়াছেন। এইখানে আমরা সাতমূর্তি অমূল্য বাবুর আশ্রয়ে বাস করিতেছি। এক সপ্তাহ পরে নৈমিষারণ্য মহোৎসবের জন্য যাত্রা করিব, ইচ্ছা আছে। এখানে গতকল্য হইতে শীত দেখা দিয়াছে; তবে দিবসে বেশ গরম আছে। দিল্লীতে এই সময় যাইতে পারিব কি না, এখনও স্থির করি নাই।

আশা করি, আপনি শ্রীনামানন্দে ভজনাদি করিতেছেন। বিধি-বিচারে মর্য্যাদা-পথের ব্যবহারিক কার্যে জয়োৎকর্ষ অথবা নমস্কারমুখে পত্রারম্ভ করিতে হয়। পত্রের শিরোদেশে সম্বোধনাত্মক নাম-মহামন্ত্র লিখিবার বিধি সঙ্গত নহে। ঐরূপ লিখিলে লেখকের মহামন্ত্রের উপদেষ্টার অভিমান আসিতে পারে। তবে প্রাকৃতসহজিয়াগণের মধ্যে "রাধে রাধে" শব্দদ্বারা বৈষ্ণবের আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তার উল্লেখ সম্মান করা হয়। ছড়াসৃষ্টিকর্তাগণকে ও নানাপ্রকার নবকল্পিত ছড়া লিখিতে দেখা যায়। ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

শ্রীকুণ্ডতট লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামীর স্থান নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই কার্তিক, ১৩৩৬
২৫শে অক্টোবর, ১৮২৯
৭ দামোদর, ৪৪৩ গৌঃ

হরিবিমুখগণ সমশীলের নিকটই প্রতিপত্তি লাভ করে—বহির্ম্মুখ-দলের মঙ্গলকামনা করিয়া নিজেরা হরিসেবায় নিযুক্ত থাকাই ভক্তগণের কর্ত্তব্য—রাধাকুণ্ডতটে বাসের অধিকারী কে?

স্নেহবিগ্রহেষু—

বহুদিন হইতে আপনার কোন সংবাদ পাইতেছি না। প :: :: :: আপনার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি রাধাকুণ্ডে গিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিবেন, জানিয়াছিলাম। তাহাই করিয়া ফিরিয়াছেন কি না, বুঝা গেল না। আপনার আলালনাথ যাইবার পাথেয়ের অভাব থাকিলে আমাকে নৈমিষারণ্যের ঠিকানায় জানাইবেন, আমি উহা পাঠাইয়া দিব। আজকাল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সংবাদও পাইতেছি না। :: :: :: ::। হরিবিমুখ-দল শুনিতেছি রাধাকুণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং উহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া আমাদের হরিসেবায় যত্ন করা কর্ত্তব্য। **শ্রীকুণ্ড-তটবাস মহাসৌভাগ্যবানেরই লভ্য।** মাদৃশ জড়ভোগী জনের **বাস্তব্যভূমি না হওয়ায়** মানসবাস-ব্যতীত কুণ্ডতটে আমার সাক্ষাৎ বাস সম্ভব হইতেছে না। আপনি মহাসৌভাগ্যবান, সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডে বাসের লালসা আপনাতে উদিত হইয়াছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর পরিকল্পনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o এ, কে, সরকার

এস্‌ ডি--ও ; এম্‌-ই-এস, ফৈজাবাদ

১০ই কার্তিক ; ১৩৩৬, ২৭ অক্টোবর, ১৯২৯

৯ দামোদর, ৪৪৩ গৌঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরে "শ্রীগৌড়ীয় ভাগবত-প্রদর্শনী"—প্রদর্শনীতে ভক্তি-পথের পথিকগণের দ্রষ্টব্য ব্যাপারসমূহ—প্রদর্শনোপযোগী সামগ্রী।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৩রা তারিখ হইতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মবাসর হইতে "শ্রীগৌড়ীয়-ভাগবত-প্রদর্শনী" উন্মুক্ত হইবার কথা হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে ভক্তি-পথের পথিকের সর্বপ্রকার দ্রষ্টব্য ব্যাপারসমূহ সন্নিবিষ্ট হইবে। এখন হইতে তিন মাস পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-মহোৎসব। বসন্ত (মাঘী) পঞ্চমী হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চল্লিশ দিবসকাল প্রদর্শনী থাকিবে।

এই প্রদর্শনীতে (১) ভক্তিগ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আচার্য্যগণের গ্রন্থ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(২) ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষ্ণুমন্দির, তীর্থস্থান এবং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও গৌড়ীয়ভক্তগণের পদাঙ্কিত তীর্থসমূহ প্রদর্শিত হইবে।

(৩) ভারতীয় তীর্থসম্বলিত ও মহাপ্রভুর পাদপদাঙ্কিত স্থানের নির্দ্দেশপূর্ণ একখানি বৃহৎ ভৌম-মানচিত্র (সমতলভূমিতে) প্রস্তুত হইবে।

(৪) মূর্তিদ্বারা বিভিন্ন বৈষ্ণব-সামাজিক চিত্র (caricatures. ভাল ও মন্দ) clay-modelling প্রদর্শিত হইবে।

(৫) (ক) শ্রীমূর্তিগণের ব্যবহার্য্য শৃঙ্গারাদি বিবিধ বস্তু, (খ) বিভিন্ন প্রকার মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝরাদি বাদ্য-যন্ত্র ; (গ) বিভিন্ন অর্চনাঙ্গ-উপাদানসমূহ ; (ঘ) নগরকীর্তনশোভাযাত্রার বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত

পতাকা, খুন্তি, আশাসোঁটা, পাখা প্রভৃতি ; (ঙ) আসন, সিংহাসন, বিভিন্ন বসন, রথ ; (চ) বিভিন্নপ্রকার মালিকা, পুষ্পাদি, নৈবেদ্য-সম্ভার প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(৬) বিভিন্ন অর্চা ও শালগ্রাম-মূর্তি।

(৭) বিভিন্নস্থানের কৃষ্ণপ্রিয় শুষ্ক (পর্য্যুসিত না হয়) নৈবেদ্য-সমূহ, রাঘবের-ঝালি।

ম :: :: :: বোধ করি শ্রীচৈতন্যমঠে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদানের ভার গ্রহণ করিবেন। Minerva Nurssaryএর লোক ও কুঞ্জবাবু পুষ্পবাগান সাজাইবার ভার লইয়াছেন।

ঢাকা হইতে শোভাযাত্রার নানাপ্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সজ্জাসমূহ দুই মাসকাল প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্য লইতে হইবে। :: :: ::। শ্রীবিগ্রহগণের বিভিন্ন সাজ ও বিভিন্ন পোষাক, পূজোপকরণ ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ঢাকায় প্রচুর বর্তমান। ঐগুলি যতদূর সংগৃহীত হইতে পারে, এখন হইতে যত্ন করিবেন। দ্রব্যগুলি প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র দুইমাসকাল দেখান আবশ্যক। সাধারণ, মধ্যম ও উত্তমভেদে প্রশংসাপত্র ও কতিপয় স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্মিত পদক বা কবচ গুণানুসারে প্রদত্ত হইবে। মহোৎসবে ব্যবহার-যোগ্য কতিপয় পিতল-নির্মিত বৃহৎদ্রব্য (যেমন টোকনা প্রভৃতি) প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। কএকদিন পরে স্ব :: :- :: ঢাকায় যাইবেন। :: :: :: কাহার নিকট কতদূর ঐ সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। এক এক প্রকার এক একটী দ্রব্য এক এক জনের নিকট পাইলেই হইবে। ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। জন্মাষ্টমীর মিছিলের নমুনা নবদ্বীপে দেখান আবশ্যক।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি ও ভোগ-প্রবৃত্তি কিরূপে দূর হয় ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীএকায়নমঠ, কৃষ্ণনগর
২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৭
১৩ জুলাই, ১৯৩০
৩ শ্রীধর, ৪৪৪ গৌঃ

আসাম-প্রদেশে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারে উৎসাহ ও উপদেশ-দান—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আদেশ ও আনুগত্যে হরিকথা-প্রচারে বিষয়-তরঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না—একমাত্র ভগবদ্ভক্তির-উদয়েই প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি দূরীভূত হওয়া সম্ভব—শ্রীনামের আচার-প্রচার-কার্য্যই পরম-মঙ্গল-লাভের উপায়—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র ভরসা।

স্নেহবিগ্রহেষু

* * *। আপনি আসামপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-বিতরণের যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বিশেষতঃ আপনি নাম-মন্ত্র লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী স্মরণ করিয়া 'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ" বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিবেন। উহাতে আপনাকে বৈষয়িক তরঙ্গের ক্লেশ পাইতে হইবে না এবং শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি দিবেন।

:: :: :: "নদীয়া-প্রকাশে" Short Paragraph করিয়া অনেক কথা আলোচনা প্রত্যহ ও সর্বদাই করিবেন। **ভগদ্ভক্তির উদয় না হইলে** Provincial Spirit **আমাদের সঙ্গে পরিত্যাগ করে না।** উহা আমরা সর্বদেশে ও সর্বসমাজে লক্ষ্য করিতেছি। **শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠিবর্দ্ধন অর্থাৎ শুদ্ধভাব প্রচার** আসামদেশে আপনার দ্বারাই সম্ভব।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকটি আপনি আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মর্ম অবগত হইয়া সর্বদা ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন,—এ কথা আর আপনাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই সকল প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত আছে। আপনি উহা **যখন পাঠ করেন, তদ্রূপ আচরণও করিবেন।** শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "কাম-ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে" বাক্য আমরা পাঠ করি ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করি। তথাপি আমাদের দুর্দ্দৈব ভগবৎসেবা করিতে দেয় না ও অবিচারের মধ্যে লইয়া যায়। গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র ভরসা জানিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—):-:(—

ভগবৎপ্রপত্তিই মঙ্গলসেতু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়নমঠ, কৃষ্ণনগর
২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৭
১৪ জুলাই, ১৯৩০

ভগবৎপাদপদ্মে মতি রাখিয়া তাঁহাকে ডাকাই সকল মঙ্গলের হেতু-জীবকে বিভিন্ন অবস্থায় রাখার মালিক একমাত্র ভগবান ভগবানের প্রদত্ত ব্যবস্থা জীবের অবনতমস্তকে স্বীকার করা কর্তব্য।

সম্মানভাজনেষু—

মহাশয়, আপনার ২২শে আষাঢ় তারিখের পত্রপ্রাপ্তে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেই সকল মঙ্গল হয়। আমি ইহাই জানি। আপনি তাহাই করিবেন,—ইহাই আমার নিবেদন। সাংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবান্‌ই একমাত্র মালিক। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা, তাহাই অবনতশিরে গ্রহণ করা কর্তব্য জানিবেন। আশা করি, কুশলে আছেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর
৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৭
১৯শে জুলাই, ১৯৩০

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের জন্য শাস্ত্রে "পশূনাং লগুড়ো যথা" ব্যবস্থা--পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ পাষণ্ডতা-বৃদ্ধির হেতু—বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর অমার্জনীয় নরকযাতনা-প্রাপ্তি ও জন্ম-জন্ম অত্যন্ত অবরযোনি-লাভ—বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে আপাত-দণ্ড-লাভ মঙ্গলজনক, আর আপাত-দণ্ড-বঞ্চিত হইয়া ভবিষ্যতে দণ্ড-প্রাপ্তি অধিকতর দুর্গতি ও ক্লেশদায়ক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

:: :: আপনার ১৬।৭।৩০ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। হরিবিমুখজনগণ স্বভাবতঃ ও নিসর্গদোষে ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত এবং শিষ্টাচার-বহির্ভূত বর্বরোচিত ক্রিয়ায় উন্মত্ত হয়। উহাদের জন্য শাস্ত্রে "পশূনাং লগুড়ো যথা" ব্যবস্থা আছে। যেকালে পাষণ্ডিগের দণ্ড হয় না, তখনই তাহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের প্রতি স্ব-স্ব পশূচিত ব্যবহার করিতে থাকে। শ্রীমান্ :: :: বাহিরে পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ করিলেও স্বীয় সরলস্বভাবপ্রযুক্ত উপেক্ষাধর্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ উপেক্ষা জীবের

পাষণ্ডতা বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রশ্রয় দেয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কালে ভাল মানুষ হইয়া নীরব থাকিলে মায়ার বহু প্রকোপ আসে। ভগবদিচ্ছাক্রমে তিনি enquiryর সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী হইতে পারিবেন, নতুবা তিনিও পার্টির মধ্যে পড়িয়া যাইতেন।

এই ব্যক্তির বিশেষ দণ্ড হওয়া আবশ্যক; কেন না, সে নিজেই দুর্ব্বৃত্তাচরণ করিয়া মাধাইএর মত কার্য্য করিয়াছে। ভ :: :: প্রভুর তাহাতে ক্ষতি হইবে না; কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হওয়ায় জন্ম-জন্ম অমঙ্গলের হস্তে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা হইতে তাহার কোন প্রকারে পরিত্রাণ নাই। একে ত' বৈষ্ণবকে বাক্যের দ্বারা আক্রমণ করিল, আবার তাহার উপর অপর বৈষ্ণবকে প্রহার করিল! এই সকল পাপে তাহার আত্মা অত্যন্ত অবরযোনি লাভ করিবে :: :: প্রভু এবং ন :: :: প্রভু দুর্ব্বৃত্তকে ক্ষমা করিলেও সুদর্শনচক্র জন্ম-জন্মান্তরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। তবে **দণ্ড পাইয়া পাপ ক্ষয় হয়।** সেইরূপ দণ্ড লাভ করা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং **ভবিষ্যৎ কুম্ভীপাকের অতিরিক্ত যন্ত্রণা হইতে কিছু সুবিধা লাভ।** আর এখনও দণ্ড না পাইলে তাহার আরও অধিকতর দুর্গতি হইবে।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—)::(—

ষট্‌তত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর
৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৭
২৪শে জুলাই, ১৯৩০

"বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ষট্‌তত্ত্ব এবং "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" শ্লোকের পঞ্চতত্ত্ব-মধ্যে বৈশিষ্ট্য-বিচার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * * আপনার ২২শে জুলাই তারিখের পত্র পাইলাম। "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ষট্‌তত্ত্ব এবং "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" শ্লোকের পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হইতেছে,—গুরুতত্ত্ব লইয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত আর চারি তত্ত্বের যে-কোন একটী 'গুরুতত্ত্ব' হইতে পারেন,—যেরূপ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীযদুনন্দন আচার্যের শ্রীগুরুদেব—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর গুরুদেব—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু, শুদ্ধভক্ত-সাধারণ সকলেরই গুরুদেব—শ্রীবাস পণ্ডিত। এই চারি গুরু 'প্রভু'-তত্ত্বের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সুতরাং পঞ্চতত্ত্ব ও ষট্‌তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর ভেদ নাই।

গুরুতত্ত্ব—পঞ্চতত্ত্বাত্মক অখণ্ড অদ্বয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্। 'গুরু'-শব্দের বৈশিষ্ট্য পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ হইতে প্রকটিত হইলেও তদন্তর্গতই গুরুতত্ত্বে আশ্রয়-বিচারে পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণই বিষয়। **গুরুদাসের গুরুতত্ত্বে, কৃষ্ণাভিন্নজ্ঞান থাকিলেও গুরুদেবের আশ্রয়ত্বের বৈশিষ্ট্য বিনাশ করিতে হইবে না, তাহা নিত্য।**

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

জীবের মূল ব্যাধি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৭
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০
১৬ পদ্মনাভ, ৪৪৪ গৌঃ

হরিকথা-কীর্তনস্থলীই মহাতীর্থ—কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই জীবের মূল ব্যাধি—হরিনাম-মহৌষধ কর্ণদ্বারা পান করিলেই কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতি-ব্যাধি দূরীভূত হয়—মনুষ্যজীবনের কৃত্য।

বিহিত-সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি শারীরিক পীড়াবশতঃ শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে কোন ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু হরিকথা শ্রবণের একটুকু অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। **যেখানে হরিকথা, সেইখানেই তীর্থ।** যে তীর্থে হরিনামের অভাব, সে-স্থান শারীর-সৌখ্যবিধান করিলেও সেবোন্মুখতার সাহায্য করে না। আমরা জন্ম-জন্মান্তর কৃষ্ণভক্তি বঞ্চিত হইয়া মায়িক রাজ্যে দরিদ্রতার মধ্যে আছি, সুতরাং সকল জীবাত্মার মূল বিষয়বিগ্রহধন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত আমরা বিষয়সুখবাসনাকে পরমোপাদেয় জ্ঞান করি। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥

আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই ; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপদনখ-শোভা, সেই সৌন্দর্য্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য-বিষয় বোধ করিতেছি। এই **কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদিগের মূল ব্যাধি।** শ্রীহরিনাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম ও লীলা-নাম আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকা-কালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু উহাই আবার পিত্তরোগীর মিছরির ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতি-ব্যাধির হ্রাস হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা চিন্ময় বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করিবেন,—সেদিন আমার কবে হইবে,—"বিষয় ছাড়িয়া আমি কবে যা'ব বৃন্দাবন ?" আমরা কি গাহিতে পারিব ?—

জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহসুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ !
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই॥

সংসার নির্বাহ করি' যা'ব বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধুচরণ-সেবন ॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥

আমরা কি গাহিতে পারিব ?—

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায় ॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণাজলসিন্ধু ॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্বাচীন,
না জানি ভকতি লেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ ॥
সিদ্ধদেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ-গুণগান ॥

যুগল-সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায় ॥

আমি আর অধিক কি বলিব? উৎসবের সময় ৫ই অক্টোবরের পূর্ব্বেই ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর এখানে আগমন করিবেন। সাক্ষাতে আর বিষয় নিবেদন করিব। ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—
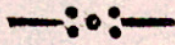
প্রতিষ্ঠাকামী বহির্ম্মুখগণের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, বাগবাজার
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭
২৬শে অক্টোবর, ১৯৩০
১৯ দামোদর, ৪৪৪ গৌঃ

প্রতিষ্ঠাকামী বহির্ম্মুখগণ অনভিজ্ঞ ও পল্লবগ্রাহী—অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারই সর্ব্বোত্তম ও সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত—শ্রীরূপানুগ-গণের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মই নির্ম্মল আত্মধর্ম—শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের বিকৃত, ঘৃণিত, খণ্ড, অনিত্য প্রতিফলনই পশুপক্ষীর প্রেম—প্রাকৃতসহজিয়াবাদ ভক্তিধর্ম্ম নহে--গৌড়ীয়মঠের জীবে দয়ার উদাহরণ--আচার্য্যের জগজ্জঞ্জাল-নিবারণ-চেষ্টা—পারমার্থিক-বিচার-সম্মিলনীতে যোগদানের উপকারিতা।

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদং—

:: :: :: প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ রাবণ কর্তৃক মায়াসীতা-হরণ-জন্য দুঃখকারীর অনুতাপ যে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপরবশ হইয়া অপসারিত করিয়াছেন, সেই শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের আজ্ঞাক্রমেই বিদ্বেষিগণ তাণ্ডব-নৃত্যের আবাহন করিয়াছে। তাহাদের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা অচিরেই পুস্তিকাকারে ও বক্তৃতামুখে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে-দ্বারে প্রচারিত হইবে এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের সর্ব্বোত্তম সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত কৃষ্ণভজনকারিগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিবে।

আপনি শ্রীরূপানুগ-গণের আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মল আত্ম-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মার্টিনো, কেয়ার্ড পার্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কুদার্শনিকের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনুগমনে আপনাকে লব্ধবল মনে

করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের পশু-পক্ষীর প্রেমকে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের বিকৃত, ঘৃণিত প্রতিফলন বুঝিবার পরিবর্তে উহাই ছায়াশক্তি-রচিত এই প্রপঞ্চে অন্বয়ভাবে আসিয়াছে,—এরূপ জ্ঞান করিবেন না। প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ভক্তিধর্ম নহে, উহা উচ্ছৃঙ্খলতামাত্র—শুদ্ধ নির্মল প্রেমা হইতে সুদূরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, মায়াবাদ ও ভক্তিবিরুদ্ধ অন্যান্য বিচারসমূহের সুদুর্বলা যুক্তিরাশি যে "শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্" বাক্যোদ্দিষ্ট দলকে ভবজলধিতে ভাসাইয়া না রাখিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের জীবে দয়ার অন্যতম উদাহরণ।

আপনি একটুকু সময় করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রস্তরফলক-লিখিত বিষয়রাশি ধীরভাবে পাঠ করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আপনার ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-জনিত গুরুবৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। তখনই শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল ''ভক্তিরসামৃতসিন্ধু''র বিন্দু আস্বাদন করিতে পারিবেন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—"নদীয়া-প্রকাশ''-পত্রে যোগ্যতর ও যোগ্যতম ব্যক্তিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম হইতে লব্ধ অসীম অনুপম বলসম্পন্ন 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকসঙ্ঘের বজ্রসার লেখনীর মুখে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতমতভ্রষ্ট পরিমলের দুর্বল লেখক অপ্যয়দীক্ষিতের পণ্ডিতম্মন্যত্বরূপ পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত ও বিশীর্ণ হইবে। আমরা বল্লভ-সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তম মহারাজ-প্রমুখ বিদ্বদবর্গের সদবিচার আদর করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ক্ষীণ নিঃশক্তিক ব্রহ্মবিচারের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদন, শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্বসহকারে

অনুক্ষণ হরিকীর্তনের প্রণালীর অনুসরণ ও সেই হরিকীর্তনকারিগণের শিবদ পাদুকা শিরে বহন করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্মী, যোগী, নির্ব্বেদ-জ্ঞানী প্রভৃতি নানাবিধ অবিবেচক-সম্প্রদায়ের প্রতারিত-নেত্রের দর্শন-সমূহের অকর্মণ্যতা দূর ও অস্থায়ী ভাবে অসামগ্রীর সংযোগে যে বৈরস্য উৎপন্ন হইয়া জগতের জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্যই সকলের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষুকগণ আপনার নিকট হইতে মাধুকরী সংগ্রহে বিমুখ নহেন, জানিবেন। আরও সপ্তদিবসকাল গৌড়ীয়মঠের শ্রৌত পারমার্থিক-বিচার-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। উহাতে যোগদান করিলে আপনারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন। :: :: :: :: এই সম্মিলনীতে যোগদান-পূর্ব্বক অবঞ্চিতচিত্তে হরিকীর্তন শ্রবণ করিলেই শ্রৌত-পথানুসরণের অভিনব ফল আপনার তর্কনিষ্ঠ অনুতপ্ত-হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন "তৃণাদপি" শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন। :: :: :: ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

লীলাস্মরণের প্রণালী ও অধিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭
১৭ই নভেম্বর, ১৯৩০
১১ কেশব, ৪৪৪ গৌঃ

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণের অধিকার—অযোগ্য সাধককে কৃত্রিমভাবে সিদ্ধির পরিচয়-প্রদান অবিবেচকের কার্য্য—স্বরূপসিদ্ধি-লাভকারীর লক্ষণ কিরূপ।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টাকালীয় লীলা-স্মরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐ সকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। **শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন,** উহাই স্বরূপের পরিচয়। **অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়।** স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়; তাহা সাধু-গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ

ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে-সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেই সকল বিষয়ে ভজনোন্নতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। আমার এই বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকী ভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:•:—

বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণকারীর গতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২৪শে অগ্রহায়ন, ১৩৩৭
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩০
৪ নারায়ন, ৪৪৪ গৌঃ

বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণকারী ব্যক্তি যমদণ্ড্য নহেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোক-বাসী—ব্রহ্মজ্ঞের পরিচয় ও গতি—ভগবৎসেবাবিমুখগণই যমদণ্ড্য—সগণ যমরাজ ভগবৎসেবকগণের আজ্ঞাবহ।

স্নেহবিগ্রহেষু

* * "কএকদিনের জন্য জোর করিয়া যমের কবল হইতে জগবন্ধু বাবুর রক্ষা"র কথা—যাহা গৌড়ীয়ের লেখনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপরে জগবন্ধু বাবু যমকর্তৃক নীত হইয়াছিলেন,—এরূপ সিদ্ধান্ত নয়। শাস্ত্র বলেন,—যাঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা অজামিলের ন্যায় যমদ্বারে যান না,—বিষ্ণুদুতগণ কর্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন। শ্রীল জগবন্ধুকেও মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্কন্ধে করিয়া বৈকুণ্ঠেই প্রেরণ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য বলেন,—**পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্‌জ্ঞানলাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন**। যাহারা ভগবানের শ্রীমন্দির প্রস্তুত করে না, তাহাদিগকেই যম শাসন করেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত যমের প্রণম্য। ভগবদ্ভক্ত চিরদিনই কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবা লাভ করেন। মর্ত্যভূমিতে বা নরকাদিতে যমের প্রভাব আছে। যম ও তাঁহার ভৃত্যগণ ভগবৎসেবক-গণের আজ্ঞাবহ।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পার্থিব নীতি ও হরিসেবা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
৬ই মাঘ, ১৩৩৭
২০শে জানুয়ারী, ১৯৩১
১৬ মাধব, ৪৪৪ গৌঃ

দৈন্যচ্ছলে আচার্য্যের অনুগত-জনকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা—ভগবদ্ভক্তগণ পরম মঙ্গলময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক পার্থিব-পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শনরূপ সুনীতি পালনের পক্ষপাতী নহেন—মনোনিগ্রহই সকল ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়ের বেগ সহ্য করিবার উপায়—নিজেকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যদাস জানিয়া উপাস্যবস্তুর সম্পূর্ণ নির্দোষতা ও নিজের দোষ-স্বীকার গুরুসেবকের কৃত্য—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাভাজন হওয়াই মঙ্গলের হেতু।

স্নেহাস্পদেষু—

* * * **আমরা প্রপঞ্চে অবস্থানকালে** আপাত **সুখের মায়া** মরীচিকায় ধাবিত হই, তজ্জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—যাহাতে তদ্রূপ উদ্দাম-প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া কষ্টের মধ্যে না পড়ি। জন্মে জন্মে আমরা **হরিবৈমুখ্য** লাভ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি যথাযথ আচরন-পূর্ব্বক নিজ-মঙ্গল সাধন করিতে পারি নাই। **ইহজন্মে ভগবদ্ভক্তগণের** অলৌকিক **সঙ্গলাভ** করিবার সুযোগ পাইয়াও **উদ্দাম ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে** ব্যস্ত হইলাম! **সুতরাং আমাদের** ন্যায় হতভাগ্য **আর কে আছে!** প্রপঞ্চে **ত্রিতাপ-তপ্ত জীবসমূহের** উচ্ছৃঙ্খলতাকে

বহুমানন করিয়া ধনপরিত্যাগকারী নির্বোধ আমি কতই না প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হইলাম। সুতরাং আপনাদের কৃপা-লাভের আশায় ধাবিত হইয়াও আপনাদের সেবা করিতে সমর্থ হইলাম না! পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ, জগাই-মাধাই হইতেও গুরুতর পাপিষ্ঠ আমার দুর্গতি দেখিয়া আমার নিত্যবান্ধবগণ কতই না যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু আমি প্রবল-চাঞ্চল্য-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করি নাই।

আপনি সাংসারিক সুখশান্তি লাভের জন্য যে পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন ও করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমার অনুমোদনের যোগ্যতা নাই। যেহেতু আমাদের চিত্ত আপনাদের ন্যায় সুনীতিপরায়ণ নহে। **যখন আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিলাম না, তখন আর তদ্ব্যতীত অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আমাদের সময় নাই।** তজ্জন্য জাগতিক শুভানুধ্যায়িগণের চরণে দূর হইতে দণ্ডবৎ।

আর একটি বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি * * * কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত-দোষ ও প্রাকৃত-দুর্বলতা দেখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়াবলম্বনে ভাসিয়া যাইতে চাহেন, আমি কিন্তু সেই প্রতিকূলবিষয়গুলিকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ভিক্ষুনীতি পাঠকালে আশ্বস্ত হইয়াছি যে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন হইয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিব, তাহাতে চঞ্চল আপনি বলেন,—যাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ জানিয়াছেন, তাঁহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি বলি,—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্র বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব; **সকলই আমারই মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল**

করিতে পারে না। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী নিজেকে গৌর-নিত্যানন্দের ভৃত্য জানিয়া সকলই তাঁহার উপাস্যের দাসেরই দোষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার সে-দিন কবে হইবে—যে-দিন আমি এই কথা বুঝিতে পারিব; আপনার আশীর্বাদে আমি যেন বুঝিতে পারি—আমি প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ দিলাম। এই বিচার যেন উত্তরোত্তর প্রবল থাকে।

আমি আপনার কোন সেবাই করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনি আপনার প্রিয়জনের পরামর্শে তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি অলস, মন্দবুদ্ধি; সুতরাং আপনার ন্যায় কৃতিপুরুষের যথোপযুক্ত সেবা করিতে না পারিয়া দুঃখিত ও অনুতপ্ত আছি। দয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল হইবে। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—)::(—

ভক্তের আনন্দাশ্রুতে অভক্তের বিবর্ত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৬ই মাঘ, ১৩৩৭
৩০ জানুয়ারী, ১৯৩১
২৬ মাধব, ৪৪৪ গৌঃ

স্বজনাখ্য দস্যু—ভগবদ্ভক্তের জীবে দয়ার কার্য্যে সেবাবিমুখগণের বিরুদ্ধাচরণ—বৈষ্ণবচরিত্র বিষয়ী বহির্ম্মুখগণের অবোধ্য হওয়ায় তাহারা বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া অধোগতি লাভ করে।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১৪ই মাঘ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। :: :: :: শ্রী :: :: :: ভক্তিমান্ ও নির্বিষয়ী ছিলেন। তাঁহার স্বজনাখ্য আত্মীয়-দস্যুগণ তাঁহার :: :: :: কে কোনরূপ বঞ্চনা করিতে যাহাতে না পারে, তাহা দেখিতে গিয়াই কু :: :: তাহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন।

আমি স্বয়ং মায়ামুগ্ধ জীব,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-গণের আনন্দাশ্রুকে যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে দুঃখাশ্রু মনে করে, তাহারা এক দেখিতে আর এক দেখে। সেই সকল বিষয়ী দিন দিন অধোগতি লাভ করিয়া বহির্জ্জগতের বিষয়কে ধর্ম্ম-জ্ঞানে নানা অপসম্প্রদায়ে ঢুকিয়া পড়ে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১
২২ গোবিন্দ, ৪৪৪ গৌঃ

গুরু-বৈষ্ণবগণের অবমাননা দর্শন বা শ্রবণে তৎপ্রতিকার রহিত হইয়া নীরব থাকা গুরুসেবার ব্যাঘাতকারক—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"—প্রাকৃত-সহজিয়াগণের গুরুদ্রোহিতার কারণ—গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবল পাপ নহে, আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ।

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গতকল্য আপনার কৃপাপত্রী পাইয়া দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, শ্রীধামের :: :: সেবায় আপনার যে আন্তরিকী চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা জাগতিক কার্য্যের উৎকর্ষে নিযুক্ত হইতেছে দেখিয়া আপনার দীর্ঘকাল সঙ্গ-লাভ আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি কথা এই যে, সহস্র জাগতিক, পারিবারিক, আধ্যক্ষিক, কার্য্যসমূহ উপস্থিত হইলেও তাহার বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শুভাগমন উৎসবকালে বৎসর-মধ্যে তিন চারিদিন আমরা ভিক্ষা করিতে পারি না কি? :: :: ::।

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে স্ববুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এ কথা পরম সত্য। সুতরাং :: :: এবং অন্যান্য বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-

গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়া-প্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়,—এই কথা বোধ করি আপনি অনুমোদন করিবেন। ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু। আপনি ত' তাহাই ; কিন্তু আপনার গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে আপনি কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদিগের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"।

ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বেষিজনেই কর্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্তমান প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। আপনি বিচক্ষণ, আপনাকে এ কথা অধিক বলিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা-মাত্র।

বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,—ইহা আমরা জানি। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পার্থিব অসুখে ভক্তের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৭
১২ই মার্চ, ১৯৩১
৮ই বিষ্ণু, ৪৪৫ গৌঃ

শারীরিক ব্যাধি বা অন্য কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎকরুণার অপেক্ষা করাই শ্রীগুরুসেবকের কৃত্য—ভক্তিতে অবস্থান হইলেই সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১০।৩।৩১ তারিখের পত্র পাইয়া আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপশমের কথা জানিতে পারিলাম। সমস্তই ভগবদিচ্ছা, সুতরাং অসুবিধাসমূহ উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎকরুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্বক্ষণই ভক্তগণকে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন, সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ-চিন্তা থাকে না।

* * * * ভগবৎপ্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়, ইহা আপনি জানেন। অধিক আর কি লিখিব, শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে নিরাময় করিয়া তদীয় সেবায় নিযুক্ত করুন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধকের পক্ষে পাদসম্বাহনাদি সেবাগ্রহণ কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
২২শে আশ্বিন, ১৩৩৮
৯ই অক্টোবর, ১৯৩১
১৩ পদ্মনাভ, ৪৪৫ গৌঃ

সুস্থাবস্থায় অপরকে অঙ্গসেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে—**সকলেই** একই উদ্দেশ্য ও একই সেবাস্বার্থবিশিষ্ট হইলে কোনও বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাওয়া গেল। **সুস্থাবস্থায় পাদসম্বাহন ও তনুমর্দনাদি কার্য্যে অপরকে নিযুক্ত করাইবার অধিকার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কাহারই নাই,**—ইহাই শাস্ত্রবিধি। সুতরাং আমরা যথাসাধ্য উহা পালন করিব। আপনার শীঘ্রই ঢাকা-মঠে বা গৌড়ীয়মঠের কার্য্যে যোগ দিতে হইবে। সুতরাং আসানসোল প্রভৃতি স্থানের কার্য্যশেষে তথায় গেলে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি লিখিব, কোন প্রকার কলহ বৃদ্ধি প্রভৃতি না হয়। সকলেরই **একই উদ্দেশ্য ও একই সেবাস্বার্থ থাকিলে কোনও প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা হয় না। সেখানে আপাতবিরোধও প্রেমপর সেবার উৎকর্ষ-সাধনেই পর্য্যবসিত হয়।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিকীর্ত্তন-বাধক নির্জ্জন-ভজন যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ
৪, জগজ্জীবনপুরা, কাশীধাম
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৩৮
২০শে অক্টোবর, ১৯৩১
২৪ পদ্মনাভ, ৪৪৫ গৌঃ

হরিকীর্তনই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন—নির্জন ভজন ও নিষ্কিঞ্চনতার ছলনা—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাই কর্তব্য—হরিভজন ও মহাপ্রভুরকৃপা-লাভের উপায়—বিলাসিতা ও বৈরাগ্য—আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য শ্রীযুক্ত * *র প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, * * সা—পর্ণকুটীরে বাস করিয়া ভজনের উন্নতি-সাধন-মানসে কুটীর নির্মাণ-পূর্বক মাদ্রাজের হরিকীর্তনকার্যের বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগামী বহু-জন্মে ঐরূপ বিষয়-কার্য্য করিলেও চলিবে। **কিন্তু মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে।** সহরের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতী আমি নহি; যেহেতু সে-সকল কার্য্য হিমালয়-গহ্বরের মধ্যে আরও ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলার্জুনের ন্যায় বৃক্ষযোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। **নির্জনভজনের ছলনায় সর্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে।** প্রচ্ছন্ন ভোগের

অতিসন্নিধিতে কুটীরবাস জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্তব্য। 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন-পূর্বক "ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী" ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারে চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে পারে। বাহিরে North Gopalpuram এর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের মোটরে চড়িয়াও অকপট ভিক্ষুকের বেশ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার :: :: :: ভেকধারী :: :: ভ :: :: র অনুকরণে বিলাসিতা বা কৃত্রিম-বৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু; যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত জনকরাজা ও রায়রামানন্দের অনুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। **জনকরাজা বা রায়রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে।** কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে; কিন্তু অন্তরে যদি কাপট্য প্রবেশ করে, তবে কোন দিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।

এই পত্রখানি আপনি স্বয়ং পাঠ করিবেন এবং :: :: ও :: :: মহাশয়কে ভাল করিয়া পড়াইবেন।

ভগবান্ ও ভক্তির অনুষ্ঠানকে খর্ব করিতে হইবে না। অনেকে এই বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধা লাভ করিয়াছে, আলস্য শিখিয়াছে। :: :: :: ও প্রকৃত বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছে।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আধিব্যাধিতে ভক্তের কর্ত্তব্য

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House, Delkhusa,
4, Hope Road, LucKnow, Cant
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮
৩রা নভেম্বর, ১৯৩১
৮ দামোদর, ৪৪৫ গৌঃ

বহির্ম্মুখগণের ব্যবহার ধীরভাবে সহ্য করা গুরুসেবকগণের কর্তব্য—দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত হইলেও সেবা-বিচলিত হওয়া সমীচীন নহে—আধিব্যাধিতে বিলাসী ও ভজনকারীর চিত্তের অবস্থা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

:: :: আপনার অতি বিস্তৃত একখানি পত্র পাইলাম। :: :: :: মহারাজের ৪।৫ খানা পত্র পাইলাম :: :: ::। লোকেরা নিতান্ত বহির্ম্মুখ, সুতরাং তাহাদের ব্যবহার তদনুরূপই হইবে। ধীরভাবে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা একদিন-না-একদিন তাহাদের দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপ করিবে।

আপনারা কেহই দৈবদুর্বিপাকরূপ বর্ষার জন্য বা ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন যে, **আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।** শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসবের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আনুকূল্য সংগ্রহ করিবেন। :: :: ::।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House,
Delkhusa.
4, Hope Road,
Lucknow. Cant
১৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৮
৩রা নভেম্বর, ১৯৩১
৮ দামোদর, ৪৪৫ গৌঃ

সেবাবিমুখগণের বিচার—পারমার্থিক-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী—আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ ও পারমার্থিকগণের বিচারভেদ।

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনম্—

আপনার ১২ই কার্ত্তিকের কার্ড পাইলাম। আপনি হারমনিষ্টের লেখার উপর কি সমালোচনা করিয়াছেন, এখনও দেখি নাই। আপনি লিখিয়াছেন,—'তথাকার কএকজন বলিতেছেন যে, একবার কত টাকা খরচ করিয়া প্রদর্শনী দেখাইলেন, পুনরায় এত টাকা খরচ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? এই টাকা অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে দিলে তাহারা খাইতে পাইত। পরের টাকা পাইয়াছেন, আমোদে খরচ করিতে কষ্ট হয় না। যাঁহারা, দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিলেন।" আপনি তাঁহাদিগকে বলিবেন যে, **শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী দেখিবার চক্ষু সংগ্রহ করিতে হইলে পারমার্থিক-বিদ্যালয়ে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা**

দিয়া লেখাপড়া শিখিতে হয়। নিজের উদর পূরণ বা দরিদ্র বন্ধুবর্গের উদর পূরণ করিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইবার দুষ্পিপাসাগ্রস্ত হইলে পারমার্থিক-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দেখিবার যোগ্যতা হয় না। সুতরাং পরমার্থ-বিষয়কে নিজ-ভোগের আমোদ-প্রমোদ মনে করিয়া টাকা খরচ করিতে পরাঙ্মুখ হইলে সংসার-নরকে বাস করিয়া সেবাবিমুখতা লাভ হয়। এই সকল নারকী চিরদিন দেওয়া-নেওয়া-ধর্মে আবদ্ধ থাকিবে।

ভাগবতের কথা গৌড়ীয়মঠে যথাস্থানে জানাইবেন। **আধ্যক্ষিক-বিচারপরায়ণ জনগণ সেবাবিমুখ জনগণকে অন্নাদি দান করেন;** আমরা সেই বিচার হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত বলিয়া পারমার্থিক-প্রদর্শনীর জন্য সমগ্র জগৎকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা সৎকর্মী, কুকর্মী বা জ্ঞানী, অজ্ঞানী নহি, **আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত।**

অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

বদ্ধজীবের দৈহিক সৌখ্য ও সেবা-প্রবৃত্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House, Delkhusa.
4, Hope Road.
Lucknow, Cant, U, P.
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮
৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩১
৯ দামোদর, ৪৪৫ গৌঃ

আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিতে ব্যস্ত হইলে ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস হয়—ইহসংসারের নানাপ্রকার অসুবিধা ভগবানের দয়ার নিদর্শন।

স্নেহবিগ্রহেষু—

পুরী মহারাজের নামীয় আপনার পত্র লক্ষ্ণৌএ প্রাপ্ত হইলাম। আমি গত শনিবার এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ আসিয়াছি। পুরী মহারাজ সম্প্রতি এলাহাবাদেই আছেন। তাঁহার নিকট আপনার পত্র Redirect করা হইল। গত পরশ্ব শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ, অপ্রাকৃত প্রভু ও ও বাসুদেব সিম্‌লা ভোজ্জিরাজ্যে গমন করিয়াছেন। পথে গিরি মহারাজ ও ধীরকৃষ্ণকে তাঁহাদের সহিত লইবার ইচ্ছা আছে। শ্রীমান্ * * * পণ্ডিতের ন্যায় আপনার চিত্তকে কখনও চঞ্চল করিবে না। **শরীরের অধিক সৌখ্য বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি কমিয়া যায়;** তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকল প্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়। কাশীতে বিশ্বনাথের দয়া হইলেই আপনার চিত্ত স্থির হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গুরুদেবের শাসন ও পরচর্চা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Delhi Gaudiya Math
3, Haily Road,
New Delhi
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩১
৯ কেশব, ৪৪৫ গৌঃ

পরচর্চা-পরিত্যাগ-পূর্বক আত্মশোধনই শ্রেয়ঃ—গুরুদেব শিষ্যের মঙ্গলের জন্য শিষ্য বা শিক্ষার্থীকে শাসন করেন বলিয়া সেই কার্য্যভার অপরের অনুকরণীয় নহে।

সসম্মান নিবেদন—

আপনার ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের এক কার্ড ও তৎপরে আর একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

পরের স্বভাব ও কর্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিতে নাই—ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলিয়াছেন—পরনিন্দকের গতি নরক-প্রাপিকা। **পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন,**—ইহাই আমার উপদেশ।

শিক্ষার্থিগণ ও শিষ্যগণের যে সমালোচনার জন্য আমি বাধ্য হই, সেরূপ হাঙ্গামার কার্য্যে আপনি কেন দৌড়িয়া যান, বুঝিলাম না।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

শারীরিক ও মানসিক তাপে ভক্তের কর্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১৭ই চৈত্র, ১৩৩৮ ; ৩০শে মার্চ ১৯৩২
৮ই বিষ্ণু, ৪৪৬ গৌঃ

শারীরিক ও মানসিক তাপকে প্রাক্তনকর্মফল-জনিত ক্লেশ ও কৃষ্ণকৃপা জানিয়া নিরন্তর হরিভজনে মগ্ন থাকাই শ্রেয়ঃ—দুঃসঙ্গের বাধা ও ব্যবধান দূর করিবার উপায়।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৯শে মার্চ তারিখের দৈন্যপূর্ণ পত্র পাইলাম এবং আপনার বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাত হইলাম। **প্রাক্তনকর্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্বক্ষণ অবিক্লবমতি হইয়া হরিগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন।** ক্রমশঃ কৃষ্ণেচ্ছায় যাবতীয় তাপ দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে ভগবৎসেবা-বল লাভ হইবে এবং নিরন্তর হরিভজন-প্রবৃত্তি উদিত হইবে। তখন যাবতীয় দুঃসঙ্গের বাধা ও ব্যবধান-সমূহ দূর হইয়া নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রগতি বর্দ্ধিত হইবে।

আশা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় আপনি শীঘ্রই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভ-পূর্বক হরিভজনে নিযুক্ত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। এইখানে বিশেষ গরম পড়িয়াছে। বিশেষ যাতনা ও পীড়া বোধ করিলে গৌড়ীয়মঠ হইতে কোন পরিচিত মঠসেবককে আনাইয়া হরিকথা ও হরিনাম শুনিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সংসার ও শ্রীগৌরপাদপীঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Rose Villa,

Elk Hill, Oatacamund,

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

৯ই জুন, ১৯৩২

২০ ত্রিবিক্রম, ৪৪৬ গৌঃ

"তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের সার্থকতা—পিছলদায় গৌরপাদপীঠের মন্দির নির্মাণ ও কভুরে শ্রীমূর্তিসেবা-প্রকাশের অভিলাষ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৪ঠা জুন তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ছায়াচিত্রের যন্ত্র খরিদ করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। সাধারণে এইরূপ চিত্রের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিতে আনন্দ বোধ করে—এ কথা আমরা পূর্ব হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

সংসারে কোন সুখ নাই। সংসার নানাপ্রকার অঘটন ঘটাইয়া বহু অশান্তির উদয় করায়। তাহাতে ভাল-মন্দ ও আংশিক পবিত্রতা থাকিলেও অনেক সময় নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এ জন্যই "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের প্রাকট্য। শ্রীগোলোকধামে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা নাই। যাহা হউক, স্থানবিশেষে ও কালবিশেষে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা সহ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

পিছলদা-গ্রামে শীঘ্রই গৌরপাদপীঠের মন্দির হওয়া আবশ্যক। আমরা সম্প্রতি চৌদ্দজন ব্যক্তি উটকামণ্ডপর্বতে বর্তমান। শ্রীরামানন্দ-গৌরমিলন-স্থল (কভুরে) আগামী জুলাই মাসে শ্রীবিগ্রহ প্রাকট্য লাভ করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

মহীশূর-মহারাজের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রমামন্দির রাজপ্রাসাদ, মহীশূর
৮ই আষাঢ়, ১৩৩৯
২২শে জুন, ১৯৩২

ভগবান্ ও ভক্তের সেবাই মানবজীবনের মূল প্রয়োজন—সাধারণ বিষয়ীর কার্য্য ও ভগবদ্ভক্তগণেয় কার্য্য বাহ্যতঃ দেখিতে একইরূপ হইলেও বস্তুতঃ পৃথক্—মায়াবাদী বা বিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের বৈশিষ্ট্য—মহীশূরের মহারাজের শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও টাউনহলে বক্তৃতা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

এই সুদূর প্রবাসে থাকিবার সময় আপনার অনেকগুলি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আপনিও ভ্রমণকারী, আমরাও ভ্রমণকারী বলিয়া সময়মত পত্রাদি পাওয়া কঠিন হয়। আপনি পুরীতে পৌঁছিয়াছেন জানিয়া এই কার্ড দিতেছি।

আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। **প্রকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমীরই কৃষ্ণভজন**

আবশ্যক। মায়াবাদিগণ অথবা মর্য্যাদামার্গের বিষ্ণুভক্তগণ নিজ-নিজ কার্য্যের জন্য অন্যবুদ্ধি রাখেন, কিন্তু **কৃষ্ণভক্তগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যদ্বারা কৃষ্ণেরই অনুশীলন করেন, তাহাতে মর্য্যাদাপথের সেবামাত্র না হইয়া সর্বতোভাবে হরিসেবা হইতে থাকে।** আমরা নির্বিশেষ মায়াবাদী নহি। :: :: ::

আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি। :: :: :: অপ্রাকৃত প্রভু ও তীর্থ মহারাজ অদ্য প্রাতঃকালেই এখান হইতে ব্যাঙ্গালোরে যাত্রা করিয়াছেন। গত পরশ্ব মহীশূরের মহামান্য মহারাজ স্তর শ্রীকৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার জি-সি-আই; জি-বি-ই বাহাদুরের সহিত আমার এক-ঘণ্টাকাল হরিকথালাপ হইয়াছিল। ('গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা ৭১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহারাজ সর্বসদ্‌গুণমণ্ডিত। গতকল্য মহীশূরের টাউনহলেও আমার আড়াইঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইয়াছিল। :: :: :: আমরা বোধ করি অদ্য এইস্থান হইতে ব্যাঙ্গালোরে যাইতে পারিব না, কল্য সম্ভবতঃ যাত্রা করিব। যত্নপূর্বক উৎসব-সমূহ সমাপন করিবেন। প :: :: কে শ্রীমূর্তি ও নি :: :: র সহিত কভুরে পাঠাইবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:•:—

বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও নামভজনের যুগপৎ কর্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক
৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৯
২৩শে জুলাই, ১৯৩২
৬ শ্রীধর, ৪৪৬ গৌঃ

বৈষ্ণবের আচরণ-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ—সকল মঙ্গলার্থীরই বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনামভজন যুগপৎ-কৃত্য—ভক্তির অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জন মঙ্গলার্থীর পক্ষে অপরিহার্য্য।

স্নেহবিগ্রহেষু

খবরের কাগজে ও পত্রাদি হইতে আপনার গীতা-ব্যাখ্যার কথা জানিতে পারিতেছি। শ্রীযুক্ত তীর্থ মহারাজ গতকল্য সন্ধ্যায় মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রি ২টার সময় কটকে পৌঁছিবেন এবং এখান হইতে আগামী কল্য যাইবেন।

আগামী কল্য এখানকার মহামহোৎসব। মহামহোৎসব দর্শন ও * * জন্য তিনি আগামী কল্য যাত্রা করিয়া পরশ্ব প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিবেন। সেইদিনই সন্ধ্যাপর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিতে পারেন।

বৈষ্ণবের আচারণ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, **গৃহস্থের সঞ্চয় এবং বিরক্তের ভিক্ষাদ্বারা স্বকার্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক**

উভয়েরই ভগবদ্‌ভজন বা কৃষ্ণানুশীলন আবশ্যক। উভয় জীবনেই গ্রাসাচ্ছাদন যদি ভগবদনুগ্রহ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ এ ভাগবতগণের দাসত্বছলনাকারীর সেবা-বিমুখতা যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে,—ইহাই দ্রষ্টব্য। শরীর সংরক্ষণের জন্য যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয়, কিন্তু কোন এক অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর-রক্ষণ-কার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর বা সমাজ ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনাম-ভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তদনুকূল ব্যাপার-সমূহের গ্রহণ ও তৎপ্রতিকূল-বর্জন অপরিহার্য্য। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—)::(—

'কীর্তন'-পত্র-প্রকাশে আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্বাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
শ্রীজন্মাষ্টমী, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯
২৪শে আগষ্ট, ১৯৩২
৮ হৃষীকেশ, ৪৪৬ গৌঃ

পারমার্থিক পত্র "কীর্তনে"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ—আসামে শুদ্ধ-ভক্তি-কথা প্রচার ও বিস্তার-দর্শনে আচার্য্যের আনন্দোচ্ছ্বাস—কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা গৌর-লীলায় মহাবদান্যতা-লীলা অধিক প্রকাশিত—দ্বারে-দ্বারে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই গৌর-নিজ-জনগণের একমাত্র কৃত্য—কীর্তনরস প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে, উহা একমাত্র চিদেন্দ্রিয়েই আস্বাদনীয়—শ্রীরূপানুগ-গণ "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম "শ্লোকের বিচার-পরায়ণ—'সজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', 'ভাগবত', 'পরমার্থী' ও 'কীর্তন'-পত্রে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রসার—আচার্য্যের দৈব্যোক্তিচ্ছলে গুরু ও শিষ্য, সিদ্ধ ও সাধকের আচরণের পার্থক্য-নির্দেশ এবং তরুর ন্যায় সহ্যগুনসম্পন্ন হইয়া হরিকথা-প্রচারে উৎসাহ-দান।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আসামপ্রদেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার পরবর্তী সময়ের মলিনতার চিত্র বর্তমান কালেও দেখা যায়।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুকূল ইচ্ছাক্রমে আসামদেশে সেই শুদ্ধভক্তির চিন্ময়-ভাবের কথার তপনরশ্মি

আপনার সাহায্যেই—আপনার উদ্‌যোগেই কিছুদিন হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে সাময়িক পত্র "কীর্তনে"র ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা লাভ করিয়া সেই কৃষ্ণকথার সুমধুর প্রতিধ্বনি আমার কর্ণ ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিল। মহাবদান্য মহাপ্রভু সঙ্কীর্ণহৃদয় মানবকে যেরূপ উন্নত হৃদয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া দয়া করিয়াছিলেন, সেই জীবের দয়ার প্রবৃত্তি আপনাতে দেদীপ্যমতী হওয়ায় আজ কীর্তনধ্বনি আসামদেশের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এবং তদ্দেশবাসিগণের নিষ্কপট পূতহৃদয়ে প্রেমের প্লাবন দেখাইল।

চারিশত বৎসরের পর এখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—অবিমিশ্র হরিকথা আসামদেশের ঘরে-ঘরে প্রচারিত হইবে জানিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কীর্তনধ্বনি সদ্যঃসদ্যই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করাইবে। শ্রীগোপীজনবল্লভ গোপীদিগের ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীগৌরলীলা-প্রকাশের পূর্বপর্য্যন্ত জগৎকে অতি অল্পই স্বীয় লীলা-কথা জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু করুণাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব পরম দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধহরিকথার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জগতে মহাদানের পসরা উন্মুক্ত করিলেন। **শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ। তাহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের কৃষ্ণসেবা জীবিকা নির্বাহের উপায়।** বহির্জ্জগতের দ্রব্যসমূহ যাহারা স্বীয় ভোগ্য-জ্ঞানে গ্রহণ করে, মলমূত্র-বিসর্জ্জনই তাহারা ফলস্বরূপে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বহির্মুখ শরীর ধারণ-মাত্র হইয়া থাকে। তাহারা ভাগবত-পাঠ, কীর্তন ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায় প্রভৃতিকে কখনও কখনও জীবিকা-নির্বাহের উপায় করিয়া অপরাধী ও নরকপথের যাত্রী হয়। বঙ্গদেশের অনভিজ্ঞ

পাঠকগণ 'গৌড়ীয়'কে সাময়িক পত্র মাত্র বিবেচনা করিয়া যেরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, আসামের অধিবাসিগণ কেহই যেন তদ্রূপ অবিবেচনায় পতিত না হন।

গোলোকের চিন্ময় সন্দেশ বড়ই সুমধুর,—তিনি দেহ-মনের ভোগ্য বা আস্বাদ্য নহেন। তিনি—রস, তিনি—অখিল রসামৃতমূর্তির রস; সুতরাং সেই রসের আস্বাদনে ইহজগতের ন্যায় বিসর্জনীয় কোন বস্তু নাই। "কীর্তন"-ভাণ্ডারের ধ্বনিতে যে নাম—যে চিন্ময় রূপ-যে চিন্ময় গুণ—যে চিন্ময় পরিকরবৈশিষ্ট্য—যে চিন্ময়ী লীলা বর্তমান আছে, তাহা জড় বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য না হইলেও সৌভাগ্যবন্তদিগেরই আয়ত্ত। কীর্তনরস জড় কর্ণের আস্বাদ্য নহেন—জড় জিহ্বায় আস্বাদ্য নহেন,—জড় মনের চিন্তনীয় বিষয় নহেন; পরন্তু চিৎকর্ণের—চিজ্জিহ্বার —চিন্মনের আস্বাদ্য। কীর্তনরস-বর্ণনে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীরূপ-প্রভু ও তদনুগ-গণ শ্রীরূপেরই কীর্তন-শ্রবণ-পূর্বক এই অনুকীর্তন করিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

সুতরাং জড়ভোগী বৈষ্ণব ব্রুবের কোন কথাই "কীর্তনে" ধ্বনিত হইবে না,—ইহাই আশা করি।

ইতঃপূর্বে শুদ্ধভক্তিধর্মের প্রসার-কল্পে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাময়িক পত্রিকা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' লোক-লোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জড়োপাসক-সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তোষণী কএক বৎসর যাবৎ লোক-সমাজে আগমন করিতে না পারিলেও বর্তমান ত্র্যধিক অর্দ্ধশতাব্দী পরে পুনরায় ইংরেজী ভাষায় সেই 'সজ্জন-তোষণী' প্রচারিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ত্রিংশখণ্ড প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দশ বৎসর পূর্বে "গৌড়ীয়" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইয়া গৌড়দেশের ভাষাভিজ্ঞ বহু মনীষীর নিকট শুদ্ধভক্তির কথাকে পরম আদরের বস্তু করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার একাদশ বর্ষ চলিতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ছয় বৎসর পূর্ণ হইল 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশিত হইয়া প্রত্যহই ভগবৎসেবা-বিমুখ মলিন-হৃদয় বঙ্গবাসিগণের নির্মলতা এবং সেবোন্মুখ বঙ্গভাষাবিদ্‌গণের হৃদয়ে আনন্দোৎসব বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমনে তাঁহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

বিগত বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়াধিবেশনক্ষেত্র নৈমিষারণ্য হইতে "ভাগবত" পত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি পক্ষেই ভাগবত হিন্দী-ভাষাভিজ্ঞগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

উৎকলদেশেও "পরমার্থী" প্রতি পক্ষে ওড্রভাষাভিজ্ঞ জনগণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টের সহায়তা করিতেছেন।

এক্ষণে আসামীয়া ভাষাভিজ্ঞ জনগণের শুদ্ধভক্তির কথা শুনিবার সুযোগ দিতেগিয়া আপনি "কীর্তন" আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মাদৃশ নগণ্যের কথা ও চিত্র প্রদর্শন করিয়া দুই প্রকার ফল সাধন করিতেছেন। লজ্জাহীন আমি প্রতিষ্ঠাশাবশে আপনাদের নিকট সৌখ্য-সম্বর্দ্ধন লাভ করিয়া আত্মশ্লাঘান্বিত হইতেছি। কিন্তু যখন "কীর্তনে" বিশুদ্ধ হরিকথা ধ্বনিত হইতেছে ও হইবে, মনে করিতেছি, তখন আমার প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহের ধৃষ্টতাকেও আর স্তব্ধ করিতে চাহি না।

"মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।"

এই শিক্ষা-প্রণালী আমার পূর্বগুরুবর্গের নিকট লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনারা কৃপা করুন—যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। বিশেষতঃ

আপনি দয়াময়,—আসামীয়া ভাষায় পাঠকগণকে শুদ্ধহরিকথা শুনিবার মহাসুযোগ প্রদান করিয়া মহাবদান্তের প্রকৃত সেবকের মহিমা বিস্তার করিতেছেন। তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের চরণে আপাত অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান প্রচারে যদি ও সেরূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা সকলেই তরুর ন্যায় সহগুণসম্পন্ন হইয়া সতত উহা স্বীকার করিব।

শ্রীহরিজনসেবক
শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস

—:০:—

চীৎকর্ণবেধ-সংস্কার ও লীলাস্মরণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৩রা পৌষ, ১৩৩৯
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২
৫ নারায়ণ, ৪৪৬ গৌঃ

অনর্থ উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীনাম ও নামীর অভিন্নতা উপলব্ধি হয় না—চিৎকর্ণভেদ-সংস্কার হইলেই শ্রীনামের কৃপা লাভ করা যায়—যখন কীর্তনমুখে শ্রবণ ও স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই অষ্টকাল-লীলাসেবার অনুভূতি সম্ভব—অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম-বিচারে অষ্টকাল-স্মরণ কর্তব্য নহে।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখের পত্র-পাঠে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনার নাম—শ্রীদ্বারকেশ দাস অধিকারী। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী বস্তু নহেন, একটী মাত্র বস্তু। যে-সময়ে শ্রীনাম শব্দটীকে ওষ্ঠ ও জিহ্বা-দ্বারা উচ্চার্য্যমার-জ্ঞান ও কর্ণদ্বারা তাঁহাকে শব্দমাত্র জ্ঞানে গ্রহণ করিবার চেষ্টার উদয় হয়, সেই সময়ে শ্রীনাম পাঞ্চভৌতিক ভূমিকার অভ্যন্তরে গৃহীত হওয়ায় কর্ণমাত্রের গ্রহণীয় বিষয় হয়। **চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং পূর্ব অভিজ্ঞানের সঞ্চয়কারী গৃহরূপ মন কর্ণকে তাহাদের অংশীদার মাত্র জানিয়া মৎসরতা প্রকাশ করে।** ইহাতেই অনর্থের উপশম হয় না। শ্রীনাম ও নামী—অভিন্ন; এরূপ ধারণা লাভ করিতেও আমরা যোগ্য

হই না। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমাদের চিৎকর্ণবেধ-সংস্কার সংঘটীত হয়, তৎক্ষণাৎ কর্ণ অপর চারিটি ইন্দ্রিয়ের সহিত আর মাৎসর্য্য ভাব প্রকাশ করে না ; ঐ চারিটি ইন্দ্রিয় ও কর্ণের গ্রহণীয় চিৎশব্দের সহিত মৎসরতা-মূলে আর বিবাদ করে না, তখন প্রেমের প্রস্রবণ সকল চিদিন্দ্রিয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সকল বিরোধ ভাব ও মৎসরতারূপ অনর্থ সরাইয়া দেয়। তখনই শ্রীনাম-প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বহির্জ্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্-ভাবে স্থাপন করেন। সে-সময় জড়বদ্ধজীবের চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। **যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন।** অষ্টকাললীলা-স্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। **কীর্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেইকালেই অষ্টকাল-লীলা সেবার অনভুতি সম্ভব।** কৃত্রিম-বিচারে অষ্টকাল স্মরণ করিতে নাই।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ব্যাসপূজা-বাসরে আচার্য্যের বাণী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯

১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

৯ই গোবিন্দ, ৪৪৬ গৌঃ

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আচার্য্যের দৈন্যোক্তি—সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিতই জীবের নিত্যসম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধজ্ঞানের বাণী-কীর্তনরূপ অভিধেয়ের দ্বারাই পরতত্ত্বের সন্ধান ও প্রীতিরূপ প্রয়োজন-লাভ।

বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ-পূর্বিকেয়ম্—

গত বুধবার আপনার প্রেরিত টেলিগ্রাম ও অদ্য আপনার সৌজন্য-মণ্ডিত সরূপ-সম্ভাষণ-সহ আনুকূল্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। অদ্য আমার শ্রীগুরুপূজার অবসর। এই ধরাধামে আমি বিগত ঊনষষ্টি সৌরবর্ষকাল কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্যে বাস করিয়া ষষ্টিবর্ষ-প্রবৃত্তিমুখে ভগবৎসদৃশ বৈষ্ণবগণের নিকট দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্বক স্বীয় বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি। পরম করুণাবতারী ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় ব্যক্তিগত ঔদার্য্যপ্রকাশে ভগবদুপাসনা ও ভগবৎপ্রেম-লাভের কথা বলিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধের কথা জানাইয়াছেন। আমরা সেই বিবরণ কীর্তন-মুখে সর্বদা ধ্যান করিতে করিতে পরতত্ত্বের সন্ধান, সেবা ও প্রীতি লাভ করিতে পারি।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

জাগতিক উচ্চাবচজাতিত্ব ও পারমার্থিক-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building
c/o Messrs Kissen Chand Chelaram
New Queen's Road
Chaupatty, Bombay.
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৯
১৩ই মার্চ, ১৯৩৩
১লা বিষ্ণু, ৪৪৭ গৌঃ

অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডিগণের উপর কেহ অত্যাচার করিলে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করেন—যে-কোন জাত্যুদ্ভূত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিই পারমার্থিক-সম্মান ও পূজার পাত্র—ধর্মধ্বজি-ব্যক্তির স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহজিক ব্যাখ্যা কোন পারমার্থিকেরই সমর্থন বা প্রশ্রয়-যোগ্য নহে—"গৌড়ীয়-সমাজ"-প্রবন্ধ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম,—রায়সাহেব * * * আর ইহজগতে নাই। তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন। আমার সহিত এবারই তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও বাক্য আমার যতই মনে পড়িতেছে, ততই দুঃখ হইতেছে।

শুনিতেছি যে, * * নামক এক ব্যক্তি নানাপ্রকার অবিচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডী। সুতরাং আমাদের উপর

কোন ধনী ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহ-দেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমাদের ধর্মবিশ্বাসে কোন জাতি-বিশেষ আঘাত দিতে পারে না। সামাজিক উচ্চাবচ জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র। কিন্তু তত্তৎ সামাজিক জাতিরমধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভক্তি-বিদ্বেষী বা ভক্ত-বিদ্বেষী, তাহাদিগকে সাধারণ হিন্দু-জাতিগণ যে চক্ষে দেখেন, তাহা অপেক্ষাও ভাল চক্ষেই আমরা দেখিয়া থাকি। তবে তাহাদের সামাজিক পদ কোন জাগতিক সামাজিক উচ্চ-জাতি-বিশেষের ন্যায় উচ্চ নহে,—ইহা জাগতিক সমাজই বলিয়া থাকেন।

কোন ধর্মধ্বজি ব্যক্তি ধর্মের উপদেশ দিবেন, ধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন-আর আমরা বৈষ্ণবদাস হইয়া তাহাব সেই স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহজিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিব;—ইহা কখনই হইতে পারে না। কোন নগর-বিশেষের কেন, পৃথিবীর সকল গ্রাম্যবার্তাবহও যদি একযোগে ধর্মধ্বজীর মত সমর্থন করে, তাহা আমরা কোনও দিনই স্বীকার করিতে বা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ "গৌড়ীয়-সমাজ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা আপনার পত্রিকাস্থ করিয়া দুইখণ্ড আমাদের উপরিলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ভাল হয়।

আশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building
co/ Messrs Kissen Chand
Chelaram Road
New Queen's Road
Chaupatty Bombay.

১৪ই চৈত্র, ১৩৩৯

২৮শে মার্চ, ১৯৩৩

কৃষ্ণভক্তি শোকবিনাশিনী—নিত্যানিত্য-বিবেক উদয়ের কাল—মহান্তগুরু—দুঃসঙ্গ ও উহা ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা—কৃষ্ণভক্তিই কাম-বিনাশিনী—কামের স্বরূপ—মনোধর্মোত্থ ধর্মবিচারের জন্ম-রহস্য—মাধুর্য্য ভাবের সেবা অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-বিচারে আগ্রহাতিশয্যের কারণ—'বিধি' কোন্ সময় বিক্রম প্রকাশ করে?—কৃষ্ণেতর বস্তুতে পাল্যজ্ঞান কৃষ্ণসেবা-বৃত্তির আবরণ—ঋণ-পরিশোধ-প্রণালী—ইন্দ্রিয়তোষণ ও অভাব-উপলব্ধি—একায়ন-পদ্ধতি হইতে বিক্ষেপের কারণ—ঘটাকাশ ও মহাকাশ—শ্রীবিগ্রহ অনর্থযুক্ত জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য নহেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার ১৮ই মার্চ তারিখের লিখিত বিনয়পূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ প্রচুর যত্নের সহিত পাঠ করিয়া ভাষান্তরিত করিবার কালে অনেক বিষয় সুষ্ঠুভাবে পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন—পত্রোত্তর প্রদান-কালে

ইহাই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত বিষয়সমুহ—শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতি-বিশেষ। সুতরাং ভাগবতের অনুকূল জীবন লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল-বিম্ব-সদৃশ, অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব; প্রভেদ এই যে, চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ পিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময় সদ্‌গুণ-সমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়া মাত্র। ইহাতে চিজ্জগতের সহিত অচিজ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিমের বিচার বস্তু ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর ভেদধর্মে অবস্থিত। এখানে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দ-বোধ ও নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ধর্ম ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য, অচিদ্‌বর্জ্জিত, সর্বশুভ ও সুখময় বিচিত্রতাপূর্ণ এবং সকল সদ্‌গুণমণ্ডিত ভাবমালায় প্রদীপ্ত হইয়া সর্বক্ষণ নিত্যানন্দ বিধান করে; আর অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

অভাব-নামক সমস্যার সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আমরা শোকের হস্ত হইতে সে-কাল পর্য্যন্তই মুক্তি লাভ করিতে পারি না—যে-কাল-পর্য্যন্ত আমরা 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিতে কালাধীনতা, অজ্ঞান-পরিচর্য্যা ও অসন্তুষ্টি-নাম্নী বিরুদ্ধবৃত্তি—যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক—বশবর্ত্তী হইয়া উহাদের আনুগত্য করিতে ধাবিত হই।

অভাব-রাজ্যে পূর্তিকার্য্যই বর্তমান অনুভূতিতে স্বতোষণ। অপর-তোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে-পরিমাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপর-তোষণ-কার্য্যে ব্রতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু সেই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যে-কালে অপরের উপকারের জন্য নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্বোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাও একটি অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ্-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব-সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবলচিন্ময়তা ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর উদ্দিষ্ট পদার্থের সেবায় আমাদের শোক-সমস্যার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্বলতার অপনোদন-কল্পে আমরা ভগবানের বলদেব-বিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেবপ্রকাশ-বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতারণ করাইয়া আমাদিগকে পরম-মঙ্গল-লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত করেন। অচিজ্জগতের প্রভু-সূত্রে আমাদের নিজত্বে যে অহঙ্কার বর্তমান আছে, ভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমন করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের

সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ-মাত্র, তথায় আমরা আমাদের বল-লাভের জন্য শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ ধারণ-পূর্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারই দশদেহ দশদিকে কার্য্য করিবার জন্যই জগতে যে মহান্তগুরুও তাঁহার উপাদানরূপে বিরাজ করেন,—আমরা এই গূঢ় বিষয়ের সন্ধান পাই।

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূল চেষ্টা-সমূহে নিযুক্ত হই। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাব-জনিত শোকের উৎপত্তি হয় না। বর্তমান কালের এই তাৎকালিক শোক নিত্য-ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপর-তোষণের বাসনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মোচন করিয়া পরতোষণ বা হরিভক্তিতে অবস্থান করায়।

সেইকালেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানুশীলনমুখে মহাজন-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্তনাদিতে বিচার-পরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক-অভাব-জন্য শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুইপ্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা; আর প্রতিকূল-সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্বদা ষড়্‌বিধ ক্লেশে

নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। **ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেকবিরোধি কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত-কাম-প্রবৃত্তি।** কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই ব্যাধিবিমুক্ত নিজত্বের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণপ্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

আমাদের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শলাভেচ্ছায় অন্তর্গামী (Afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের কার্য্য করে। জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের ঔরসে পুরুষ-প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য বহির্গামী (Efferent) কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক জনক-সূত্রে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকাল স্থায়ী আনন্দ-নামক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননীসূত্রে বাসনা নিযুক্ত হইলে বৎসলরসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণকেই একমাত্র তনয় বলিয়া আবির্ভাবিত করিবার বিমুখতাক্রমে শৌক্রবংশ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে। জনক-জাতীয় ও জননীজাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যানুষ্ঠানে জড়জগতে বৃদ্ধি লাভ করে।

জীবের কৃষ্ণসেবারহিত পতনের উল্লেখমুখে আমরা মধুর রস-বিকার, বাৎসল্যরস-বিকার ও বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধরসবিকারে অধঃপতন বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাস্রোতোজাত ধর্ম-বিচারের কথা বলি। বর্তমানকালে আমরা গৌরবসখ্য-বিচারে জনক-জননী, সন্তান-সন্ততি

পাইয়াছি। সুতরাং একের বহুত্ব বা বিশ্লেষণ-বিচারে অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবশ্যকতা আছে, সেই গৌরব শ্লথ হইলে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবরতা, হেয়তা, গুণজড়তা, কালক্ষোভ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার নিরানন্দ, অজ্ঞান ও তাৎকালিকতার দোষ আহূত হইয়া থাকে।

যাঁহারা জীবের বদ্ধদশায় নশ্বর, পরিবর্তনশীল, বিশ্বপ্রতীতির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা-অবলম্বন-পূর্বক বাস্তব-বস্তুতে মর্য্যাদা-বিচারাত্মক দাস্যরস-মূলক মধুর, বৎসল ও গৌরব-বন্ধুত্ব-মাত্র বর্তমান—জানিয়া কৃষ্ণভজনের পারতম্যনির্দেশে স্বীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। তখনই আমার মত কৃষ্ণবিমুখ-ধৃষ্ট জীব গৌরব-পূজিত চতুর্হস্ত-বিশিষ্ট বিষ্ণুতত্ত্বের আবাহন করেন এবং বিষ্ণুই একমাত্র মর্য্যাদাপথের সেব্য ও সর্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বিচারে প্রবিষ্ট হন।

জড়জগতে বিধি ও রাগের পরস্পর তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইবার ফলেই আমরা বিষ্ণুকে পরম গৌরবান্বিত বন্ধু-জ্ঞান-পূর্ব্ব আপনাকে হীন জ্ঞান করিয়া জড়জগতের প্রতিবাদী (আসামী) মাত্র মান করি।

বর্তমান কালে আমরা নানাপ্রকার চিন্তাযুক্ত জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাই। তাহাতে জাগতিক নীতিসমূহ আমাদের নিকট দার্শনিক তথ্যরূপে বিক্রম প্রকাশ করে। আমরা তখন বলিয়া থাকি যে, নাভিদেশের নিম্নাংশের দ্বারা ভগবৎসেবার ক্রিয়াগুলি উপাদেয়ভাবে চিজ্জগতে নাই। বহির্গামী ইন্দ্রিয়-মল-সমূহের যখন চিজ্জগতে অবকাশ বা অধিষ্ঠান নাই, তখন নাভিদেশের নিম্নাঙ্গে হরিমন্দির স্থাপনের সম্ভাবনা নাই,—বিচার করি। জাগতিক আপেক্ষিক বিচারে ইহার যুক্তিযুক্ততা আছে। চিজ্জগতের পরম নির্মল

অবস্থাকে বিকৃত করিয়া খণ্ডিত কালাধীন-রাজ্যের আদর্শে দর্শন করিলে বা মুখ্যবিচারকে গুণজাত রাজ্যে কলুষিত করিবার অধিকার-লাভের আশায় ব্যস্ত হইলে সর্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমকে সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ কান্তরূপে, পুত্ররূপে, সখারূপে প্রভুরূপে গ্রহণ করিবার পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশাত্মক সেবা-লাভের উদ্দেশে অর্জুনের ন্যায় উপদিষ্টের বিচার গ্রহণ-পূর্বক ভগবানের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া ফেলি অর্থাৎ আমরা ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্তে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দেশ্য ন্যূনাধিক বিপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

বিষ্ণুকে পরতত্ত্বজ্ঞান-পূর্বক কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে বিচার করিলে আমাদের কৃষ্ণভজনে দরিদ্রতা উপস্থিত করায়। কৃষ্ণের সর্বতোভাবে অনুকূল অনুশীলনের অভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুকে পাল্যজ্ঞান করিলে উহার প্রভুতা আসিয়া আমাদের নিত্যকৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে বিপন্ন করে। তখন আমরা বিষ্ণুকে সখারূপে জ্ঞান করিয়া কখনও কখনও তাঁহার দ্বারা আমাদের নানা মনোরথ চালাইবার জন্য নীতি-প্রতিষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বিধান করি—ক্রমশঃ বিষ্ণুর নিকট হইতে নানা প্রকার আব্‌দার করিয়া সেবা প্রার্থনা করি—বিষ্ণুকেই আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া মনে করি। এই সরবরাহ-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ আমাদের বাসনাই ভগবত্তায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্বারোপণে ব্যস্ত হয়। ইহজগতে আমাদের জন্মের প্রারম্ভের পূর্ব হইতেই জনক-জননী আমাদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের অতি শৈশবে—যে-কালে মাতা-পিতার সেবায় আমাদের কোন যোগ্যতার অনুভূতি থাকে না, তৎকালে তাঁহারা আমাদের সেবা করেন। তখন আমাদের প্রাক্তনী বাসনার ফলে তাঁহাদের

নিকট হইতে অসমর্থাবস্থায়ও আমরা সেবা আদায় করি। আমাদের প্রতি জনক-জননীর সেবা-বিধানই এই নশ্বর জগতে প্রদত্ত ঋণপরিশোধার্থ অপর-তোষণ (Altruism) প্রবৃত্তির ফল অর্থাৎ দাদন-দেওয়া টাকাগুলির ব্যাঙ্ক হইতে পুনরায় প্রাপ্তির কালই পিতা-মাতার নিকট সেবালাভের সময়।

এইরূপে আমরাও আবার সন্তানের জনক-জননীসূত্রে আমাদের পুত্র-কন্যার সেবা করিয়া থাকি; যেহেতু আমরা পূর্বে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেবা লাভ করিয়াছি, তজ্জন্যই তাহার প্রতিদানের কাল ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে-সময় আমরা অপর-তোষণ-প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া পরতোষণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইব, সে-কালে অপস্বার্থপরতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। ইহার উদাহরণ আমাদের জীবনে আমরা সর্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। বর্তমানে স্বতোষণের অন্তর্গত আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, পুত্র-পৌত্রের সেবক-সম্প্রদায়, সমাজ ও অচিজ্জগতের সমগ্র মানবজাতির সমাজের ভৃত্য-সমূহ আমাদিগের সেবা বিধান করে।

সমগ্র চেতন জগৎ অচেতন জগতের ভোক্তা,—এই অভিমান প্রবল হইলেই আমরা প্রভুরসে আমাদের সমাজকে স্থাপিত করিয়া সমাজের বাহিরে চেতন ও অচেতন, প্রাণী ও জড়বস্তুগুলিকে আমাদের নিজেন্দ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত করি। যখন সেই সকল চেতন ও অচেতন আমাদের সামাজিক শুভ-বিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের প্রতি আরক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করে, তৎকালে আমরা আমাদের খর্ব-দর্শনে জগতে অশান্তি, অবরতা, বিপ্লব প্রভৃতি অরিষ্টের উপলব্ধি করি। এখানেই শান্তরসাশ্রিত মৌন-নামক তপস্যার উদয় হয়। এই মৌন-ভঙ্গেই পুনরায় অশান্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আমরা যে-কাল-পর্য্যন্ত-না প্রকৃত শান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব, তৎকালাবধি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তির বিগ্রহ অশান্তি-নামক বিগ্রহের সাফল্য করাইবে। বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic & Synthetic manifestations)-স্বরূপের অনুপলব্ধিক্রমেই আমাদের বিগ্রহেতরানুভূতি বা জড়নির্বিশেষবিচার। জড়নির্বিশেষের প্রকারভেদরূপ চিন্নির্বিশেষ বা চিন্মাত্রবিচার কেবলাদ্বৈবাদীকে (Pantheistকে) বিগ্রহ-রাহিত্য-চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

বিগ্রহ—(Entity) কালাতীত ও কালাধীন। বিগ্রহ—(Entity) প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-বিগ্রহে আস্থা কমিয়া গেলেই প্রাকৃত-বিগ্রহ-সমূহ আমাদের জড়-চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (Confliction) উৎপাদন করায়।

তখনই একায়ন-বিচার বহু শাখায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদরূপে (Knowledge—Transcendental & mundane) জড়জগতের গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রদ্বয়ে ওতপ্রোতভাবে আমাদের বন্ত্র (field) উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎক্রান্ত পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending process) এই খণ্ড জাগতিক চিন্তাস্রোতে পূর্ণবস্তুকে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তজ্জন্য যাঁহারা অনুক্ষণ অনুকূলভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, অতি সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহাদের বাক্যে আমাদেয় নিত্যশ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হয়। কার্ষ্ণের অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জনগণের শক্তি-সাহায্য ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম জ্ঞান-বল (Pedantry)—যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আধ্যক্ষিক অহঙ্কারের অকর্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ

পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক বিচারের আনন্দ, জাগতিক বিচারের সুষ্ঠু জ্ঞান, জাগতিক বিচারে অধিক-কাল অবস্থান করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের অনুভূতির তুলনায় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া জানিতে পারি। কৃষ্ণদীক্ষায় এইরূপ দীক্ষিত হইলেই জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্যজ্ঞানই লক্ষিত। জাগতিক জ্ঞানের দিকে দিব্যজ্ঞানের কোন প্রগতি নাই। জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার-বিরোধ উৎপাদন করে।

বর্তমান কালে আমরা, 'আমি কে'?—ইহার চরম বিচার না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর স্থূল শরীরকে বা পরিবর্তনশীল মানস-শরীরকে 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া 'আমি'কে অবিবেচনার রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। 'কাম' কি প্রকার বস্তু, কামের চিন্তাকারী কে, এবং কেনই বা কাম আমাদিগকে উন্মত্ত করায়,—এইগুলি প্রকৃত মীমাংসাই শ্রীবিগ্রহের অনুশীলনে সুষ্ঠুভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়জগতের চিন্তা বা মনন-কার্য হইতে রক্ষক-শব্দ-সমূহকে 'মন্ত্র' বলে অর্থাৎ যে-সময়ে আমরা পারমার্থিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌতবাক্যই আমাদের চিত্তদর্পণে পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনে সর্বক্ষণ আমাদিকে চালিত করিয়া থাকে।

দুইটী বিন্দুর অভ্যন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম জড়াকাশ বর্তমান, তাহা সাধারণ গতিশীল পদার্থের ছিদ্রজন্য ব্যাঘাতকারক নহে; কিন্তু ছিদ্রান্বেষী ঐ ছিদ্রাভ্যন্তরে পড়িয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় যে-সকল জড় নিরাকার-বাদের চিন্তাস্রোত হইতে উত্থিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ-শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহারা কৃষ্ণসেবায় অন্তরায় মাত্র।

শ্রীবিগ্রহের অর্চা-মূর্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-ব্যাপার নহেন।

যে-মুহূর্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া 'আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল হৃষীক আমাদের আত্মায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না',—এইরূপ বিচার বা মনে করি, সেইক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র সেব্য ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে সর্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

* * * "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। * * * আপনি অভিগমনের পরিবর্তে অনুকরণাদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। **আমাদের নিকট Return Journeyর Ticket-holder এর কোন দ্রব্য নাই; কেন না, কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি।** তদ্বিপরীত বিচার-পরায়ণ জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। আমরা জানি—সেবানুকূল কার্য্যসমূহ ভোগী কর্মকাণ্ডীয় ফল প্রার্থনা-মাত্র নহে বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মাত্র নহে।

জিজ্ঞাসু ও ভক্তিপ্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জড়দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই প্রকার দুর্বলা শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি ব্যতীত মনোধর্মীর বিচারের পদ্ধতির বহুত্ব বা তর্কানুকূলে ভেদ-বিচারের অবকাশ নাই; যেহেতু সত্য দ্বিবিধ নহে। যেখানে সত্যের দ্বিবিধত্ব

উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেখানে শ্রবণধর্ম চঞ্চলতা-বশে অন্যাকার ধারণ করিয়া থাকে। আপনি পরম বিচক্ষণ কৃতি পুরুষ। আমার এই ভাষার জটিলতা আপনাকে স্পর্শ না করুক ; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য গৃহীত হইলে আপনাকে সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত মহাপুরুষ-শ্রেণীর অন্যতম বলিয়া জানিতে পারিব। আমি নিজে যখন তৃণাপেক্ষা জঘন্য জীব, তখন আপনার আসন আমি সর্বতোভাবে উচ্চ সোপানে স্থাপন করিতে বাধ্য। সকলকে সম্মান-দানই আমার স্বভাব হওয়া কর্তব্য, আবার জাগতিক চিন্তাস্রোতের অকর্মণ্যতা দেখাইবার ধৃষ্টতা হরিকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাই আমার স্বভাব এবং জাগতিক নীতি হইতে আমি পৃথক্ আছি বলিয়া জীবমাত্রের নিকটই 'টহলিয়া'-সূত্রে হরিকীর্তন করি;—ইহাতে আমার ব্যক্তিগত ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

পার্থিব উচ্চতম মনীষা ও পরমার্থ-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪০
১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৩

"শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য" প্রবন্ধ—ডাঃ বারনেট্, ডাঃ থমাস, মিঃ কেনেডি, মিঃ ম্যাকডোনাল, ডাঃ ভাণ্ডারকার, ডাঃ ম্যাকনিকল, ডাঃ কবি, ডাঃ সিল্ভ্যালেভি, ডাঃ উইণ্টারনিৎজ, চষ্টারের বিশপ ও মিঃ ব্রাউন—য়ুরোপে প্রচার-সম্বন্ধে সদুপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে জুলাই তারিখের লিখিত Ordinary mailএ প্রেরিত পত্র আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি এবং Air mailএর পত্র ১৪ই সোমবারে পাইবার পরিবর্তে ১৫ই মঙ্গলবারে পাইয়াছি। সুতরাং সোমবারের Air mailএ আমি স্বয়ং কিছু লিখিবার সুযোগ পাই নাই।

আপনার Air mailএর পত্রে জানিলাম যে, আপনি ১০ই-২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত Turporleyতে থাকিবেন। সুতরাং গত কল্যের Air mailএর পত্র আপনার নিকট ২১শে তারিখে পৌঁছিবে, তাহাতে আমার লিখিত কথা থাকিবে না। ১৭ই তারিখে Ordinary mailএ লিখিত পত্র সেপ্টেম্বর মাসে পাইবেন। আমরা এই কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আপনার লিখিত বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারি নাই। আগামী রবিবার বাঙ্গালা ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য'-নামে আমার যে প্রবন্ধ পাঠ হইবে, তাহা ছাপা হইতেছে। ছাপা হইলে বৃহস্পতিবারের ডাকে পাঠাইব। ইংরেজী প্রবন্ধ এখনও লিখি নাই; ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব।

শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ ঢাকা হইতে আসিয়া ১২ই তারিখে বক্তৃতা দিয়া ১৪ই তারিখে ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে পুনরায় আসিবার সম্ভাবনা আছে। বাসুদেব প্রভুর শরীর খারাপ বলিয়া লেখালেখি-কার্য্যের অনেক বাধা পড়িতেছে। প্রফেসার বাবু জন্মাষ্টমীর বন্ধে আসিয়াছিলেন এবং ১৩ই তারিখে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত কএকটী প্রবন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। উহা আপনার নিকট শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

সেপ্টেম্বর মাসে Sri Atul Chatterjee আপনাকে জেনেভায় যাইবার জন্য বলিতেছেন, জানিলাম। কিন্তু আবার ডিসেম্বর মাসে জার্মাণীতে যাইবার কথা; মধ্যে নভেম্বর মাসে নানাস্থানে বক্তৃতা আছে ও লণ্ডনে অনেক কার্য্য রহিয়াছে, দেখিতেছি।

আপনার প্রেরিত Mr. A. * * সাহেবের পত্র পাঠ করিলাম। লোকটী বেশ ভাল, honest impressionএর পক্ষপাতী ও অনুসন্ধান-প্রিয় সুতরাং তিনি অনেক কথা শুনিতে পারেন।

Dr. Barnett সাহেব বা Dr. Thomas. সাহেব ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃতের অধ্যাপক। বিশেষতঃ কেনেডি সাহেবের পুস্তক ও মিঃ ম্যাকডোনালের সাহিত্য পড়িয়া তাঁহাদেয় চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকারের হইয়া আছে। তাঁহারা যে সহজে পরমার্থের সূক্ষ্ম কথা স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিবেন, এরূপ আশা কখনও করা যায় না। বিশেষতঃ এই দেশের কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া তাঁহাদিগের প্রাকৃত-সহজবুদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তাহা ছাড়া তাঁহাদের আত্মম্ভরিতাও যথেষ্ট আছে। তবে তাঁহাদিগকে সম্প্রতি বেশী ঘাটান বা twist করা উচিত নহে; তাঁহাদের কথায় আমাদের ধর্ম-প্রবৃত্তি ও ভজনে আগ্রহ কম হইতে পারে সত্য, তবে ঐ সকল কথা বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে অবগত করাইয়া ফল নাই।

মানুষ নিজের গর্ব নষ্ট করিতে চায় না। সরলভাবে তাঁহারা আপনাদের প্রচার্য বাস্তব-সত্য গ্রহণ করিবেন কি? করিলে নিজেদের সঞ্চিত ধারণা বজায় রাখিতে পারিবেন না; সুতরাং উহা unpleasant task. স্যার ভাণ্ডারকার, ডাঃ ম্যাকনিকল্, ডাঃ কীথ্, ডাঃ সিলভ্যাঁলেভি, ডাঃ উইণ্টারনিৎজ্ বা তাঁহাদের অনুগত ও শিক্ষক-সম্প্রদায় সকলে পরমার্থের অভিনব সুসিদ্ধান্তসমন্বিত বিচার বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আপনি যখন honest enquirerএর নিকট হইতে বুদ্ধাদি মতবাদি-গণের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের নামীয় মতভেদের কথা প্রচার করিতে গেলে তাহা তাঁহাদের দলভুক্ত কুসংস্কারের অগ্রসর ব্যক্তিগণের সংস্কারের বিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নাম না করিয়া বিষয়টির আলোচনা করিলে কাহারও কাহারও মঙ্গল হইতে পারে। আবার, অপর পক্ষে উহাদের নাম না করিলে তাঁহারা ঐ সকল কথা কিছুই ধরিতে পারিবেন না। গরম ও ঠাণ্ডা—দুইটী বস্তুর সমাগমে পরস্পরের বিনিময়ে কিছু কিছু হৃদয়ের ভাবেরও পরিবর্তন হইবে। আপনারা উহাতে বিচলিত হইবেন না। জগৎ এরূপ শ্রেণীর লোকের দ্বারাই পরিপূর্ণ। ভারতেও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই। মানুষ নিজ-নিজ সংস্কার'ত ছাড়িতে চাহে না, বরং নিজ-নিজ কুসংস্কারে অপরকে জড়াইয়া নিজ-মঙ্গল হারায়।

আপনার গ্রন্থের Synopsis দেখিলাম। উহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে অপরের রুচির খোসামোদ করিতে গেলে তদ্দ্বারা সেই প্রকার নিপুণতা দেখাইতে পারিবেন না। যাহা হউক, আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ,—ক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। আমরা দূর হইতে কি জানাইব? তবে যে কথা লইয়া Dr. Thomas আপত্তি উঠাইয়াছেন,

উহার জবাব আপনিই ভাল দিতে পারেন। কেনেডির পুস্তক প্রকৃতই তাঁহাদিগকে misguide করিয়াছে। কেনেডি কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া ও বাজে লোককে বড় ও প্রামাণিক জানিয়া Exoteric বিচার করিয়াছেন। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের সহিত একবারও তাঁহার দেখা না হওয়ায় ভগবদ্ভক্তের ভাষায় ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাতেই তাঁহার ধারণা বৈষ্ণব-নিন্দায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের সমালোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের ভোগিস্তাবকগণ আপনাকে সঙ্কীর্ণ (?), অনুদার (?) ও সাম্প্রদায়িক (?) বলিয়া জানিবেন, তাহাতে বেশী সুফলের উদয় হইবে না।

এ প্রদেশেও পণ্ডিতম্মন্য ইংরেজী-শিক্ষিত-সমাজে ঐ শ্রেণীর অমঙ্গল যথেষ্ট আছে বলিয়া তাঁহাদের রুচি পরমার্থে অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু আমাদের কর্তব্য—এই সকল লোকের কোন-না-কোন প্রকারে মঙ্গল বিধান করা।

ইংলণ্ডে ও স্কট্ল্যাণ্ডে স্থানে-স্থানে ভ্রমণ করিতে আপনার ট্রেন-ভাড়ার দরুণ অনেকগুলি টাকা খরচ হইবে। Mr, Cranmer Byng-এর দেশে আপনার যাওয়া হইবে কি না, জানাইবেন। আজকাল লণ্ডনে লোক কম জানিলাম।

চেষ্টারের বিশপের সহিত আপনার যে-সকল বাক্যালাপ হইয়াছে, তাহা বেশ interesting ; তবে তাঁহারা বহুদিনের সামাজিক ও ব্যবহারিক সাহিত্য ব্যতীত আর কোন কথা 'ধর্ম' বলিয়া জানেন না। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা বাইবেলের কথাই বলিবেন। টাইম্সের সহকারী সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন।

লর্ড সিসিলের লিখিত পত্র শ্যর সর্বাধিকারী পাইয়াছেন। তাহাতে

তাঁহার সময়ের অল্পতা জানাইয়াছেন, পড়িলাম। আপনার সহিত তাঁহার কি কি কথা আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আপনি কি আমাদিগকে পূর্ব্বে জানাইয়াছেন ?

আজ পর্য্যন্তও "শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্যে"র (বাঙ্গালা প্রবন্ধটীর) ছাপা শেষ হয় নাই। আর তিন দিন পরেই বক্তৃতা, সুতরাং শীঘ্রই অর্থাৎ আগামী রবিবারের মধ্যেই উহা ছাপা দরকার; তজ্জন্য আমি ব্যস্ত আছি। তাই এই মেলে উহা পাঠাইতে পারিলাম না।

ইংরাজী প্রবন্ধ এখনও লিখিতে আরম্ভ করি নাই। ২০শে আগষ্টের মধ্যে উহার ছাপা শেষ হওয়া চাই। ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব। * * অন্যান্য প্রবন্ধও ক্রমশঃ পাঠাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—

আনুকরণিক কৃত্রিম ভজনাভিনয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৪১
১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪
১লা পুরুষোত্তম, ৪৪৮ গৌঃ

অনর্থযুক্তাবস্থায় মহাভাগবতের অনুকরণে ভজন-প্রণালী-অবলম্বন পরিণামে অধঃপতনের হেতু।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের আসন "ছই"তে আরোহণ করিবার অধিকার চাহিয়াছেন! আমি নিতান্ত মূঢ়, তাই অনেক সময় ঐরূপ ছইতে বাস করিবার উচ্চাশা করিয়া থাকি। শ্রী :: :: :: আমাকে উচ্চ অধিকার দিবার অনুমতি দেন না বলিয়াই আমি ঐরূপ প্রতিষ্ঠার আশা হইতে বঞ্চিত আছি। আপনি যখন অত্যন্ত উচ্চাধিকারী, তখন আপনাকে ওখানে বসাইতে আমর যোগ্যতা হইতেছে না। আপনি লালকাপড় ছাড়িয়া দিয়া সাদা কাপড়ে কোঁচা কাচা লইয়া আরও কিছুদিন মাধুকরী ভিক্ষা করুন এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া "শ্বপচ গৃহে"র রাধা ভাত খাইতে শিখুন। তবে আপনাকে আমি আনুকরণিক হইতে বলিতেছি না। আনুকরণিক হইয়া লোহাগড়ার :: :: :: সাহা একদিন মড়ার খুলিতে জল খাইয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াছিল। কিন্তু পরে সে পতিত হইয়াছে। :: :: পোদ্দার ও :: :: পোদ্দার ছইতে বাস করিবার পরে তাহাদের ছয়মাস করিয়া জেল হইয়াছে। "মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা"

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিলাতে পতিতপাবন অর্চাবতার, শ্রীনাম ও মহাপ্রসাদ সেবা-প্রচারে অভিলাষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পুরী
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১
২৭শে মে, ১৯৩৪

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ইংরেজী অনুবাদ—বিলাতের সমুদ্রতীরে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠা এবং তদ্দেশবাসীর শুদ্ধসনাতন পরমার্থ-ধর্মে অনুরাগ বর্দ্ধনার্থ শুভ-অভিলাষ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত তীর্থ মহারাজ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র যে ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ দেখিলাম। * * * ঐ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে পাইতে ইচ্ছা করি।

* * * খুব উৎসাহের সহিত কার্য করিবে। বিলাতের পল্লীগ্রামে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি স্থাপন করিলে ও ভারতীয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া সেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে ক্রমশঃ বিলাতের লোকগণ ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎসেবায় আনুকূল্য করিতে থাকিবেন। ম * * * র ন্যায় উপযুক্ত লোক তথায় গমনপূর্বক শুদ্ধ সনাতনধর্ম রক্ষা করিয়া তাঁহাদের উপকার করিতে পারেন। সে-দিন কবে হইবে,—যে-দিন গৌর-নাম কীর্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ ঐ দেশের সকলে অপ্রাকৃত চিত্ত-বৃত্তির সহিত সম্মান করিয়া প্রকৃত পরমার্থ বুঝিতে ও অনুশীলন করিতে পারিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

রস, তত্ত্ব, ঐতিহ্য ও আধ্যক্ষিকতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আলালনাথ
১৭ই আষাঢ়, ১৩৪১
২রা জুলাই, ১৯৩৪
৫ বামন, ৪৪৮ গৌঃ

শ্রীগৌরকৃষ্ণ ও তদীয় সেবকগণের রস-বিচার, ভক্তির তারতম্যানুসারে শ্রীগৌরসুন্দরকে সেবকগণের ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন—জড়জগৎ ও চিজ্জগতের ধারণার পার্থক্য—"ভক্তিরত্নাকর", "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" এবং "শ্রীচৈতন্যভাগবতের"র প্রামাণিকতা—শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীবাদিরাজস্বামীর মতের কোন্ কোন্ বিচার গ্রহণীয় ?—প্রবন্ধ-রচনা-বিষয়ে উপদেশ—শ্রীচরিতামৃতোক্ত বিভিন্ন রসে মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণের সেবা।

প্রিয় সম্বিদ,

শ্রীকৃষ্ণ শান্তাদি পাঁচটি রসেরই মূল আশ্রয় এবং রসপঞ্চকের পুষ্টিকারক সাতটি আগন্তুক অস্থায়ী রসের আশ্রয়। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া এই দ্বাদশ রসের মূর্তি তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে, কৃষ্ণ—সম্ভোগবিচারময়, গৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভবিচারযুক্ত ; কৃষ্ণ—সেব্যমূর্তি, শ্রীগৌরসুন্দর সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী ; সুতরাং সেবকের দ্বাদশ রসোত্থভাব সেব্য কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সর্বদা চেষ্টাময়। উজ্জ্বল-রসে কৃষ্ণের হৃদ্‌গতভাব স্বয়ংরূপ আশ্রয় শ্রীরাধিকার ভাবে আবৃত।

বাৎসল্যরসে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-বর্ণিত "কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণরে বাপরে" প্রভৃতি আশ্রয়জাতীয় উক্তিও তাঁহাতেই পাওয়া যায়। খোলাবেচা শ্রীধরাদি সখার ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তিনি সখ্যভাব-যুক্ত। ভৃত্য-বিচারে তিনি শিয়ালি ভৈরব, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি ভাবে বিরাজিত। তিনি শ্রীজগন্নাথের রথ স্বীয় মস্তক দিয়া ঠেলিতেছেন স্বয়ং জগন্নাথ হইয়া। সেবাবুদ্ধিতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামাদি দর্শনমাত্র করিয়াই শান্তরত্যুদ্দিষ্ট সেবাভাব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রারম্ভে শ্রীস্বরূপ গদাধরাদির বিচার, শ্রীরামানন্দাদির বিচার, বাৎসল্যরসে পীতাম্বরধৃক, প্রতাপরুদ্র-তনয়কে আলিঙ্গন-দান, সখ্যরসে দামোদর-স্বরূপ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির চিন্তাস্রোতো-নুগমন, দাস্যরসে গোবিন্দ, কাশীশ্বরাদির ভাবগ্রহণ, গুণ্ডিচা-মার্জনাদি তাঁহাতে সকল রসেরই পূর্ণাভিব্যক্তি আশ্রয়াভিমানিরূপে বিষয় হইয়াও প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং মুরারি ও শ্রীবাসের দাস্যরস বা রামচন্দ্রো-পাসনা, কিম্বা আলোয়ারনাথের সেবা প্রভৃতি আচরণগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরিপূর্ণতম কেবল উজ্জ্বলরসের অন্তর্নিহিত ভাব-বৈচিত্র্যে অন্যচারিপ্রকার রস ও রসাশ্রিত সেব্য-সেবকোচিত চতুর্বিধ ধর্ম বর্তমান আছে।

পারমার্থিক দৃষ্টির অভাবে প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের একঘেয়ে মত বিচার করিতে গিয়া আধ্যক্ষিক হওয়াতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেবল উজ্জ্বল-রসের বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া অন্য চারিপ্রকার রসের নিজ-নিজ উপলব্ধি রহিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা উজ্জ্বলরসের সহিত অপর রসের তারতম্য বিচারে বঞ্চিত হওয়ায় এবং উজ্জ্বলরসকেই একমাত্র রস বলিয়া জ্ঞান করায় অন্যান্য সকল রসের সহিত সমপর্যায়ে ধারণা করায় অন্যান্য রসের দ্বারা উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-স্থাপনে বিমুখ হইয়াছেন।

জড়জগতের কোন বস্তুতে সর্ব্বরস-সমন্বয় পাওয়া যায় না বলিয়াই শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-রহস্য পূর্ণমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমুরারির রামচন্দ্র-ভজনকে শ্রীমহাপ্রভু, অথবা শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা শ্রীঅনুপমের শ্রীরাম-ভজনকে শ্রীরূপ-সনাতন অনুমোদন করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐগুলিকে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল রস প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র উত্তরভাগে পঞ্চরসের বিচার আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে যে, শ্রীগৌরসুন্দরের বিষয়-বিগ্রহ-লীলাতনুতে ঐসকলের সম্ভাবনা আছে। আবার গৌরভক্তগণের পঞ্চরসাশ্রয়ে যে বিচার-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাতেও এইসকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত আছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"যার যেই রস, সেই রস সর্ব্বোত্তম।''

সেবকের বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশের অভিন্ন-দর্শনে চতুর্বিধ রসের গুরুমূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উহা তারতম্য-বিচারে নিম্নস্তরে অবস্থিত। যাহার যেরূপ অধিকার নাই, সেইপ্রকার অধিকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে উপদেশক গুরুস্থানীয় বা আশ্রয়-জাতীয় অভিমানকারী জানিয়া যিনি যেরূপ দেখেন, তাঁহার দৃষ্টির পূর্ণতা স্বীকার করা যাইবে না। উজ্জ্বলরসেরই পরিপূর্ণতা ; অন্যান্য রস হইতে উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিভিন্ন রসের ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্যান্য রস দেখিতেপান নাই,--ইহা বলা নিত্যান্ত অন্যায়।

সেব্যের প্রাভব-বৈভব ও বিলাস-বিচারে রূপ-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত আছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায় যে ভাগবত-বৈশিষ্ট আছে, তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থলে শ্রীগৌরসুন্দরকে অনিরুদ্ধ-বিচারে ব্যষ্টিবিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ বা

গৌরসুন্দরকে আচার্য্যমাত্র, কেহ বা প্রদ্যুম্নবিলাস আলোয়ারনাথ জনার্দন, কেহ বা সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদকশায়ী, কেহ বা কারণোদশায়ী আদিপুরুষাবতার, কেহ বা সঙ্কর্ষণদেব নিত্যানন্দ, আবার কেহ বা স্বয়ং নন্দনন্দন দেখিয়া থাকেন। ভক্তিতে যাঁহার যতটুকু অধিকার, সেই সেবকের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট তাঁহার সেইরূপ লীলা-রস-বিচিত্রতা প্রকাশিত হয়। শ্রীনৃসিংহোপাসক প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী তাঁহাকে যেরূপভাবে দেখিয়াছেন, উহা কাহারও নিকট Animistic Immanentএর পরিবর্তে Transcendent বলিয়া প্রতিভাত হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অর্থাৎ মাটিয়াগণ (materialistics) মাটিয়া বুদ্ধিবলে তাঁহাকে নিজ-নিজ angular visionএর aspect মাত্র মনে করেন। উহাদের অধিকার ঐ পর্য্যন্ত। পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র বা বিপ্রলম্ভময় কৃষ্ণমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বিভিন্ন অধিকারীর চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র Index "মল্লানাং অশনিঃ" শ্লোকটি আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। জড়জগতে কর্মফলের দ্বারা যে তাৎকালিক শরীর লাভ হয়, সেই সকল শরীরের মূল স্থান চিন্ময়-জগতে, গোলোকে নিত্যভাবে আছে। প্রপঞ্চে জড়বিচাররূপ অজ্ঞান জীবকে বদ্ধাবস্থায় অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা করিয়া ভগবদ্‌বস্তুকে জড় করিয়া ফেলে। ভগবদ্‌ভক্তের ঐ প্রকার ধারণা নহে। 'প্রকাশ' ও 'বিলাস' —এই শব্দদ্বয়ের অর্থবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই এই সকল কথা পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের সকল ভক্ত কিছু উজ্জ্বল মধুর রসের ভক্ত নহেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবক-সম্প্রদায় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীরঘুনন্দনের ভজন-প্রণালী পৃথক্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গভক্ত সমরসাশ্রিত নহেন বলিয়া সকল গৌরভক্তকেই উজ্জ্বলরসাশ্রিত বলিয়া

জানিবে না। মহাপ্রভুতে সকল রসাশ্রিত ভক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বিভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তগণ জানিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র বিভিন্ন রস-বিচার আলোচনা করিলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইবে। জড়জগতে object সমূহের Stagnant aspect আছে। চিন্ময় জগতে ঐ প্রকার অনুপাদেয়তা Anthropomorphise করিতে হইবে না; যাঁহারা করেন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরকে মর্ত্যউপদেশক বলিয়া মনে করেন।

Evolution প্রভৃতি জড়জগতের ধারণায় প্রকাশের অভিব্যক্তি। উহার অনুপাদেয়তা ইহজগতে আলোচিত হইবে। মুক্ত অবস্থায় প্রকাশ ও বিলাস-বিচারে পারঙ্গত জনগণ সেব্যের আকারভেদ, নিষ্ঠাভেদ, বৃত্তিভেদ লক্ষ্য করেন।

তীর্থ মহারাজকে এই সকল কথায় বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিবে। তাহা হইলে তিনিও তোমাকে এই সকল কথার অনেক reference দিতে পারিবেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের মূল্য অতি অল্প। উহা হইতে বৃন্দাবনের ও নবদ্বীপের topography গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রুত-বিষয়ের বিবরণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তত্ত্ব ও প্রকৃত ঐতিহ্য ঐ পুস্তক হইতে গৃহীত হইতে পারে না—ইহাই আমার ব্যক্তিগত বিচার। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র সর্বাংশই গ্রহণ করা যাইবে এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'রও শুদ্ধভক্তির কথা নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর তদীয়-বিচার ও শ্রীরামানুজের প্রপত্তি-বিচার গ্রাহ্য। শ্রীমধ্বের বলদেব-ধৃত তত্ত্ব-বিচার গ্রহণ করা যাইবে। পরন্তু শ্রীবাদিরাজ-স্বামী প্রভৃতির মত সর্বতোভাবে গ্রাহ্য হইবে না।

অসুস্থতা-হেতু আমি কিছুদিন যাবৎ এই সকল কথার আলোচনা

হইতে বিরত ছিলাম। সুতরাং তোমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয় নাই। তবে আমার শরীরটা বর্তমানাবস্থা হইতে একটুকু ভাল হইলে তাহা দেখিয়া দিবার ইচ্ছা আছে। আমার দেখা ও আমার views তোমার বর্তমান কার্য্যে অধিক লাগিবে না,—ইহা আমি জানি। কতিপয় ঐতিহাসিক জড়দার্শনিকের কৌতুহল উৎপাদন করিলেই তোমার বর্তমান কার্য্য শেষ হইবে। বর্তমানে আমাদের অধিক কথা শুনিবার তোমার দরকার নাই, শুনিয়া লিখিতে গেলেই তোমার sudject অতিরিক্ত heavy হইয়া পড়িবে। তুমি যখন এদেশে আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের Doctorateএর Thesis লিখিবে, তখন এই সকল কথা, যাহা তুমি তোমার বর্তমান বন্ধুদিগের নিকট দেখিতেছ ও পাইতেছ, তাহা সম্পুর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। এখন পরিবর্তন করিলে সর্বনাশ ঘটিতে পারে; কেন না, মাটিয়া-বুদ্ধিবিশিষ্ট অধ্যাপকগণ ঐগুলিকে frantic speculation বলিয়া তোমাকে আদর করিবে না। এক সময়ে শ্রীযুত অবিনাশ পুরাণতীর্থকে শ্রীভাষ্য-groupএর 'বেদান্ততীর্থ' উপাধি পরীক্ষায় আমি যে-সকল সাহায্য করিয়াছিলাম, তৎফলে তাঁহার জড়পরীক্ষক তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর চটিয়া গিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় 'ফেল্' করাইয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিষের উপাধি-পরীক্ষাতে পরলোকগত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যও ঐরূপ বুঝিতে না পারিয়া আমার পরলোকগত ছাত্র হরগৌরীশঙ্করকে 'ফেল্' করিয়া দিয়াছিলেন।

Approximate date assign করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। * * প্রভুর এত সময়ই বা কোথায় যে ঐ প্রকার সকল দিক্ দেখিয়া date assign করিতে পারেন? ১০।২০ জন লোক বেশ ভাল memory-ওয়ালা ২।৪ বৎসর যত্ন করিলে তবে ঐরূপ chronicle হওয়া সম্ভব।

এখন মোটামোটি literature হইতে একটি chronology যে কেহ তৈয়ারী করিলে পরে উহা আলোচনা-প্রভাবে শোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২য় পঃ ৭৮ সংখ্যায় বিভিন্ন রসে বিভিন্ন ভক্তের মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণের সেবা—

পুরীর বাৎসল্যমুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর-জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রামানন্দ (মুখ্য শৃঙ্গার রস)
এই চারিভাবে প্রভু হন বশ ॥

অষ্টসখীর মধুর সেবার সহায়রূপেই বিশ্রম্ভ সখ্যাশ্রিত প্রিয়নর্মসখা ব্রজরাখালগণ, যথা—সুবল, উজ্জ্বল, অর্জুন ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি।

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
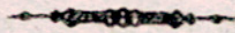
গৌর ও গদাধর-তত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২রা শ্রাবণ, ১৩৪১
১৮ই জুলাই, ১৯৩৪
২১ বামন, ৪৪৮ গৌঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তত্ত্ব-বিচার—উৎকল-কবি গোবিন্দদাস ও 'গৌরকৃষ্ণোদয়'—বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'ভক্তিচিন্তামণি', বিষ্ণুপুরীর 'ভক্তিরত্নাবলী'।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ প্রভু আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন,—তোমার 'মহাপ্রভু ও গদাধর' প্রশ্নের সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উত্তর দিবেন ; তাহা আমি লিখিতেছি,—

বিষ্ণুতত্ত্বকে জড়জগতের প্রদীপলোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ এক আলোক হইতে অপর আলোক উদ্ভূত হইলেও সেই মূল আলোকের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের কথায় পরিচ্ছেদ ও সীমাদির জাগতিক হেয়তা স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে অভাব-রাজ্যে সসীম ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করে, উহা Anthropomorphise করিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। Semitieদের মধ্যে Personality of

God Headএর ধারণায় যে poverty লক্ষিত হয়, তাহা শ্রীবিগ্রহের বাস্তব-সত্তায় আরোপিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণতম বস্তু। সেই পূর্ণতম বস্তুর কায়ব্যূহরূপে ছয় প্রকার সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ, শ্রীঅদ্বৈত-অবতার, শ্রীগদাধর প্রেমিক অন্তরঙ্গ শক্তি, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত এবং সেবক শিষ্য বিশেষের শ্রীগুরুদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিষয়-বিগ্রহ (Subject), আর বাকী পাঁচপ্রকার তত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহের referenceএ আশ্রয়-জাতীয় ভাবযুক্ত। আশ্রয়-সমূহ বিষয়বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু ঔদার্য্য-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নির্দিষ্ট। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেই কালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Eatityরূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি। আবার শ্রীগদাধর-প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ—বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদরস্বরূপ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই শক্তিতত্ত্ব ও কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহতত্ত্ব 'প্রকাশ'-তত্ত্বের definitionএর অন্তর্গত। Decorations বা অস্ত্রভেদ বিলাসের বিচার। Connotationএর referenceএ যে-সকল কথা বলা যায়, সেগুলিকে Denotet:on বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি-থাকা-কালে উহাদের সামঞ্জস্য বোধ হইবে।

স্থূলবস্তু যেরূপ অংশাংশি-বিচারে হানি-বৃদ্ধির যোগ্য, আলোক-প্রতীতিগত গুণ তজ্জাতীয় নহে। এক দীপ হইতে অপর দীপ স্বতঃ প্রজ্বলিত হইলে মূলদীপের হানি- বৃদ্ধি হয় না, অথচ উভয়ের সমধর্ম

রক্ষিত থাকে। প্রাকৃত জগতে বীজ ও বৃক্ষের ধারা যেরূপ অন্যোন্যাশ্রিত, তত্ত্ববিচারে শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বও তদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু হওয়ায় শ্রীরাধিকাকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু, শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অসংখ্য নায়ক-নায়িকাকে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা সমধর্মী বলিলে গুণজাত জগৎকেই অপ্রাকৃত বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত ঘটিবে।

উৎকল-কবি গোবিন্দ দাসের পুস্তকখানি আমি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক উড়িষ্যার নয়াগড়ের Agent রায়সাহেব শ্রীযুত গৌরশ্যাম মহান্তি বি-এ মহাশয়ের নিকট পাই এবং আন্দাজ ১৩২০ সালে উহা কালীঘাট সানগর-লেনস্থিত শ্রীভাগবতপ্রেসে মুদ্রাঙ্কিত করি। আমার যতদূর মনে হয়, গোবিন্দদাস শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত-শাখার জনৈক শিষ্য এবং বর্তমানকাল হইতে প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্বের লোক। "গৌরকৃষ্ণোদয়ের"র শেষভাগে "উপাদেশামৃতে"র ক একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীমহাপ্রভুর নির্য্যাণ বল্লভের নির্য্যাণ-বর্ণনের অনুরূপভাবে লিখিত আছে।

মহাপ্রভুর লীলার ও উপদেশের approximate date এখনও প্রস্তুত হয় নাই। ১৫০৫-১৫০৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব স্থিরীকৃত হইলে নারায়ণীর বয়স ১৫০২-১৫০৩ খৃষ্টাব্দ স্থিরীকৃত হয়।

* *অম্বিকা ব্রহ্মচারীর শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট (?) তৃতীয় অধ্যায়ে

কি কথা আছে, তাহা না পড়িলে বলিতে পারি না। বহু বৎসর পুর্বে উহা দেখিয়াছিলাম, এখন মনে নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাসের "ভক্তিচিন্তামণি" শ্রীবিষ্ণুপুরী-কৃত "ভক্তিরত্নাবলী"র অনুবাদ,—না পৃথক্ গ্রন্থ? তুমি লিখিয়াছ—উহাতে নবধা ভক্তির বিষয় আছে। উহা যদি ভক্তি-রত্নাবলীর অনুবাদ-মাত্র হয়, তাহা হইলে উহা ভাগবতের পদ্যসমূহেরই

অনুবাদ। তবে অনুবাদে তত্ত্ববিরোধ আছে কি না, তাহা দেখিয়াই গ্রন্থকার শুদ্ধভক্ত বা বিদ্ধভক্ত, বুঝিতে পারিব। শ্রীযুক্ত বন মহারাজের "My first year in England" দেখিলাম।

ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—:০:—